গোলাপ-গুচ্ছ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
প্রণীত ও প্রকাশিত
১৭নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কলিকাতা ;
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভার[illegible] মিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টা[illegible] মুদ্রিত।

সন ১৩[illegible]৯ সাল

মূল্য কাগজ [illegible] তারত[illegible] অনুসারে।

উৎসর্গ

যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ঊষার আলোক-বন্যার মত

চিত্তহারিণী,

যাঁহার বাসন্তীকবিতা গোলাপ ফুলের মত

সৌরভ ও গৌরবময়ী,

যিনি শ্রীহরির মোক্ষ-মন্দিরের পথে অপূর্ব্ব যাত্রী,

ও

ভক্তি-দেবী যাঁহার পথ-প্রদর্শিকা,

সেই সাহিত্য-সম্রাট, বন্ধুশ্রেষ্ঠ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

করকমলে

এই কবিতাগুলি

সাদরে অর্পিত হইল।

নিবেদন।

কাল ৺শারদীয়া পূজার আরম্ভ। শ্রীভগবানের অপার মহিমা-প্রভাবে ও তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ-বলে, গত দশ দিনের মধ্যে, আমার প্রণীত ও প্রকাশিত দশখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া আজ (৩০এ আশ্বিন—বুধবারে) প্রকাশিত হইল। আমার বন্ধুবর সুকবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "দেউল" কাব্যও অদ্য প্রকাশিত হইত; কিন্তু গ্রন্থখানির আকার কিছু ছোট হইয়াছে বলিয়া তিনি এক্ষণে প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। সম্ভবতঃ কাব্যখানি ১০।১৫ দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

যাহাতে গ্রন্থগুলি এই কয় দিবসের মধ্যেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পুত্রপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ সরকার বি, এ—শ্রীকৃষ্ণপাঠশালার হেড্‌মাষ্টার—যার পর নাই পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তথাপি তিনি "একা—একশত" হইয়া খাটিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য-ব্যতিরেকে এ "অসাধ্য" কখনই "সাধ্য" হইত না। আশীর্ব্বাদ করি তিনি সর্ব্বপ্রকার আনন্দের ভাগী হউন।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুযুগল চৈতন্য লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয় ও সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়—মুক্তহস্তে নিজ নিজ লাই-

ব্রেরীর মাসিক পত্রাদি দিয়া প্রেসগুলির জন্য কাপি প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ-গুণে এই নয় দশ দিনের মধ্যেই আমার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুলির কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এজন্য আমি তাঁহাদের কাছে চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

গত দুই তিন দিবসের মধ্যে, Acme প্রেসের আমার বন্ধুরা,-কবি চিত্তরঞ্জন দাস, কবি প্রবোধচন্দ্র ঘোষও আমার ফটোর ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া ও ছবিগুলি প্রিণ্ট করিয়া আমাকে যারপর নাই সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

বাণী প্রেস, এমেরাল্ড প্রেস, নিউ ইণ্ডিয়া প্রেস, সাণ্ডেল প্রেস, ভিক্টোরিয়া প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রেস, মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ও আমার ধন্যবাদের পাত্র। সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র,স্নেহাস্পদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মোহিতমোহন মজুমদার, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, ভূতনাথ সাহা, নলিনীমোহন ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ পাল ও কয়েকটি ছাত্র বিবিধ প্রকারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, "অপূর্ব্ব শিশুমঙ্গল", "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" প্রভৃতি "অপূর্ব্ব হইল" কি প্রকারে? ইহার উত্তরে, করযোড়ে নিবেদন করিতেছি,—এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহারা অপূর্ব্ব! বড় মানুষের ঘরের ঝি চাকরও বড় মানুষ!

"অশোক গুচ্ছ" কাব্যে "স্বর্ণলতা" কবিতার গৌর-চন্দ্রিকাটি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত না হওয়ায়, কবিতা ও পাঠক উভয়েই বিপন্ন হইয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই—স্বর্ণলতার পিতা ঘোর মাতাল ছিল। তাহার বালিকা কন্যার হাতে একটি দুয়ানি ছিল ; অনুরোধ,স্বত্বেও, বালিকা সে দু-আনি মাতাল পিতাকে দেয় নাই,—এই জন্য পাষণ্ড পিতা কন্যার বুকে সজোরে পদাঘাত করে। কন্যা মরিয়া গেল, কিন্তু সে, নিজমুখে, কন্যা-হন্তার নাম প্রকাশ করে নাই।

অবকাশ-অভাবে "মালঞ্চে"র ভূমিকা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। তা হউক,—Good wine needs no bush.

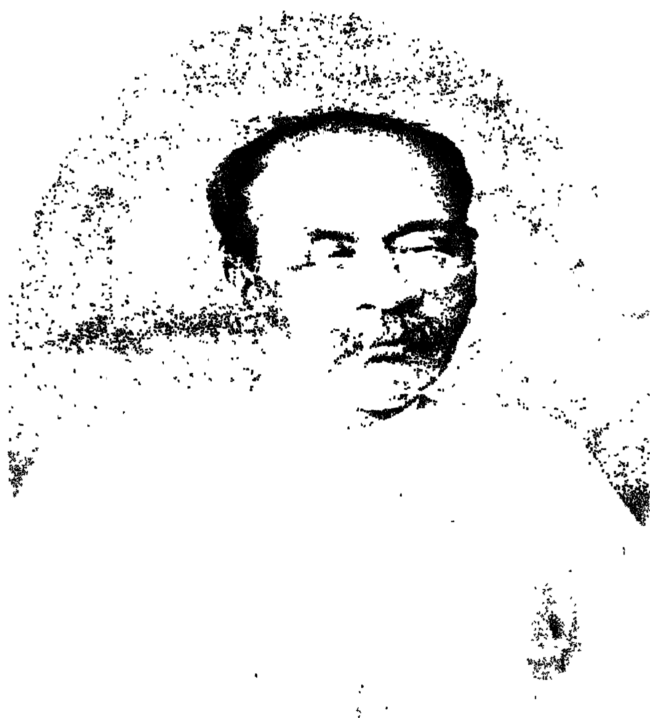
গ্রন্থগুলিতে শত শত ত্রুটী রহিয়া গেল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা মার্জ্জনা করিবেন।

বিনীত—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সূচীপত্র।

বিষয় | পৃষ্ঠা



শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

গোলাপগুচ্ছ



কবিতা-বধূর প্রতি।

এবে, গোলাপে গোলাপে, ছাইয়ে ফেলেছে,
এ মধু কানন দেশ!
সখি, তুমিও আইস, গোলাপি অধরে,
ধরিয়া গোলাপি বেশ!
বঁধু, গোলাপের ক্ষেত, গোলাপি বিহানে
হেরি হারাইবে জ্ঞান;
হেথা, ফুল কি ফুটিছে? ছুটিছে ফোয়ারা,
ভেদিয়া বিশ্বের প্রাণ!
এবে, আম্র কুরুবক, বকুল চামেলি,
সকলি দিয়াছে ফেলি!
সখি, পঞ্চবাণে যুড়ি, গোলাপ কেবলি,
মদনের রঙ্গকেলি!
বধূ, ছাদে ও আঁগনে, অলিগলি সব,
গোলাপেতে ভরপূর!
আর, প্রাণবাতায়নে, ভাবগুলি সব,
গোলাপি নেশায় চূর!

সখি, ফুলকবি আমি, থাকি চিরদিন,
গোলাপের সুরপুরে ;
তাই, গোলাপি গাথায়, গাঁথি তব নাম,
গাহিব গোলাপি সুরে।
হের, সমীর লহরি, ঝুরু ঝুরু করি,
আনিছে গোলাপি বাস ;
আয়, দুই বাহু তোর, গলে জড়াইয়া,
পরি লো গোলাপি ফাঁশ !
তোর, দুই বাহু যুগে, গোলাপি কাঁকণ,
সোহাগে পরায়ে দিব ;
আর, গোলাপে গোলাপে, করায়ে আলাপ,
"গোলাপ" পাতায়ে নিব ;
প্রাণে, মধুর সুরভি, গোলাপ-সলিল,
নাহাইব সখি তায়,
তাহা, "লাখ লাখ যুগে" কভু নাহি ছুটে,
হৃদয়ে মাখিয়ে যায় !
সেই গোলাপের বাসে, গোলাপি সন্তোষে,
লাগিবে ঘুমের ঘোর,
আর সারাটি রজনী, করিস্ স্বজনি,
গোলাপি স্বপনে ভোর !

কুরুচি।

একি রে অপূর্ব্ব রুচি! আমার নয়নে
ভাল লাগে তরুণীর শ্যামল আনন!
চাই না গোলাপি হাসি অতসী-বরণে,—
চাই সুধু ওই দৃষ্টি সুধা-নিকেতন!
গগন-নীলিমাময়ী হে শ্যামসুন্দরি,
রূপ হেরি প্রাণে জাগে একি নেশা ঘোর,
সাধ যায় জীবনের সারাটি শর্ব্বরী,
ওই সুধা পান করে'—করে' ফেলি ভোর!
কেরে বলে "দেহে নাই রূপের মাধুরী,—
সুধু ওই যোড়া ভুরু, চঞ্চল নয়ন!"
সন্তানে লইয়া কোলে, হে শ্যামসুন্দরি,
হেসে হেসে মোর পাশে, দাঁড়াও যখন,
গুরু গুরু গরজন, নাচে রে শিখিনী,—
হৃদয়-আঁধারে মোর চমকে দামিনী!

শ্যামাঙ্গী।

মধুর জ্যোৎস্না তুমি হে শ্যামসুন্দরি,
আধ আলো আধ ছায়া বনরাজি-গায়!

ঝোপে ঝাপে, গৃহকক্ষে, ও রূপ-লহরী
মুক্ত-বাতায়ন-পথে কি মধুর ভায় !
তুমি যবে থাক বসে অশোকের মূলে,
নিবিড় কুন্তল খুলে বকুলের ছায়,
অশোক-বকুল-রূপ যাই মোরা ভুলে,
দৃষ্টি বন্দী হয়ে যায় জ্যোৎস্না-কারায় !
দিবসে হেরিব ওই অশোকের হাস,
যামিনী-আঁধারে ম্লান যাহার মাধুরী ;
নিশান্তে সেবিব ওই সেফালির বাস,
হিল্লোলে বহিবে যবে সৌরভ-কস্তুরী ।
এবে কিন্তু সারা রাত্রি জাগিয়ে যামিনী,
হেরিব ও জ্যোৎস্না-হাসি অয়ি শ্যামাঙ্গিনী

রৌ

বালার্ক-কিরণ তুমি হে সুর-সুন্দরি !
আলোকের বন্যা যেন জগতে ভাসায় !
উছলি উছলি, ওই কনক-লহরী,
মরি মরি, কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল ভায় !
তরুতলে, লতাকুঞ্জে, গৃহ-আঙিনায়,
যে স্থানে দাঁড়াও তুমি সেই স্থান হাসে !

রূপ-রৌদ্রে দু-নয়নে ধাঁধাঁ লেগে যায়,
   ক্লান্ত আঁখি নিম্নে চায় আনন্দের ত্রাসে !
যেই দিকে দৃষ্টি পড়ে মাধুরী অপার,
   কিরণের রশ্মি লেগে পড়ে উছলিয়া ;
কৃষ্ণকান্তি ওই ভৃঙ্গ—একি চমৎকার,
   রূপে করে ঝলমল কিরণ লাগিয়া !
হে সুন্দরি ! থাক, থাক ; দিবসে শর্ব্বরী,
আহ্বানি, হেরিব রূপ দুই আঁখি ভরি !

প্রথম চুম্বন।

১

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,
   প্রথম চুম্বন !
      কুহরিয়া উঠে পিক,
      শিহরিয়া উঠে দিক্,
ভরে যায় ফল ফুলে শ্যামল যৌবন ;
      বনতুলসীর গন্ধে,
      বায়ু হয় মাতোয়ারা ;
বিটপির গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ !

২

অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি জাগে প্রাণে,—
কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায়ে ভুবন !
কি জানি কি মেঘ হেরি,
চঞ্চলা ময়ূরী নাচে,—
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন !
অজানা সুরভি ঘ্রাণে,
কি জানি কি বাজে প্রাণে,—
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন !

৩

কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আঁধারে ?
অধরের ফাঁক দিয়া,
জ্যোৎস্না পড়ে উছলিয়া,
দম্পতীর শয্যার আগারে !
রঙ্গিন্ বার্নীস্ পেয়ে, খাট্পালা হেসে উঠে !
কে রে এ চতুর কারিগর ?
দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল !
কে রে সুনিপুণ চিত্রকর ?
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

৪

নব বক্ষে নব সুখ,
নব ধর্ম্ম, নব যুগ,
নব শশী হেসে সারা প্লাবিয়া ভুবন !
জ্যোৎস্নার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝোঁকে,
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন !

ভালবাসার জয়।

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল ;
রবির কিরণ আমি, তুমি মালঞ্চের ফুল !
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল ;
রূপের পতঙ্গ তুমি, আমি শ্যাম দুর্ব্বাদল !
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে,
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময় ?
জান না কি প্রজাপতি যেই পুষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময় ?
আমার সোহাগকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি,
ভুলে গিয়ে ঘৃণা হাসি, কণ্ঠমণি হবে ধনি !
জান না কি, ভালবাসা ধরার পরশমণি ?
ঘৃণার নিজত্ব হরে দিবানিশি চুমি চুমি !
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা-হাসি ;—
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা-আপনি আসি !

বঙ্গবধূ ।

আজি কত হাসি খুসি ! আমার বদনে
এত চাও, তবু যেন নাহি উঠে মন !
সেই বালিকার কথা নাহি কি স্মরণে,
থমকি চমকি সেই মুদিত নয়ন ?
আগে কত কাঁদাকাঁদি ! কত সাধাসাধি !
পড়িলে দীপের ছায়া উঠিতে শিহরি !
আজি শুধু হাসাহাসি ! গলে বাঁধাবাঁধি !
প্রদীপ জ্বালিয়ে কাটে সারা বিভাবরী !
দুপুরে যে কলিগুলি (চাও আঁখি মেলি !)—
তুলি এনে, ভেবেছিনু ফুটিবে না আর,
শাখী-ছাড়া, পাখী-হারা, (একি চমৎকার !)-
সায়াহ্নে ফুটিয়া তারা হয়েছে চামেলি !
এমনি কি বৃন্তচ্যুত কুসুম-কলিকা,
স্বামী-গৃহে, ফুটে উঠে নবোঢ়া বালিকা !

তুমি ।

"কোথা তুমি ? কোথা তুমি ? কোথা তুমি ?" বলি,
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্য্যটন !
আমারি কণ্ঠেতে দোলে নব রত্নাবলী,
"কোথা হায়" বলি তবু করি অন্বেষণ !

কস্তুরি-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত ! তোমা লাগি ছুটিয়া ছুটিয়া,
ক্লান্ত-অবসন্ন-দেহে, প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম, গৃহে শোভে অমূল্য রতন !
এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশবসঙ্গিনি ;
কূলে কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,
ফুল-তোলা, তারা-গোণা, বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে, চাঁদনি-রাতে শৈশব-কাহিনী !
এই সব স্মৃতিপুষ্প অঞ্চলেতে ভরি,
তুমি আছ দ্বারে বসি ; আমি ঘুরে মরি !

মালিনী।

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে ;
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা ;
সিঁতিটি অশোক পুষ্পে দিলাম সাজায়ে ;
দু' করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা ;
উরস-কলস যুগে নাগেশ্বর-হার,
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে ;
শ্রীভুজে গোলাপ পদ্ম দিলাম ধরায়ে ;
কাঞ্চনের চন্দ্রহারে মরি কি বাহার !
দুইটি কদম্ব নিয়ে কর্ণে দিনু দুল—
তার পর, ধীরে ধীরে, খোকা-পুষ্প দিয়া,

সুন্দরীর চারু অঙ্গ দিনু সাজাইয়া,
লোচন-ভ্রমর-যুগে করিয়া আকুল।
আমার এ রূপতৃষ্ণা, হইয়ে মালিনী,
মালঞ্চের মধ্য-ভাগে বসিল ভামিনী!

বঙ্গনারী।

স্বাধীনে অধীন তুমি, অধীনে স্বাধীন!
স্বাধীনে অধীন, যথা করদ ভূপতি
এ জগতে—ছত্র, দণ্ড ঔজ্জ্বল্য-বিহীন,
শোভে সাথে, কিন্তু সখি! দেবতা যেমতি
ভক্তের হৃদি-মন্দিরে পূজা ও আরতি
পান্ নিত্য, বন্দীরূপে অধীনে স্বাধীন
এই গৃহ-অন্তঃপুরে তুমিও তেমতি;
তব লাগি ধূপ ধুনা জ্বলে নিশি দিন!
পাশ্চাত্য-ললনা-সম বিদ্যুৎ-বরণী
নহ তুমি; নহে তব অবারিত গতি
সবজ্র বিদ্যুৎ-সম; আদর্শ জননী,
সু-ভগিনী, গৃহলক্ষ্মী, তবু তুমি সতি!
নারীত্ব হয়েছে সখি! দেবত্বে বিলীন,—
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন!

সোনার শিকলি।

(প্রিয় সাহিত্য! বলা বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবি বাবুর "সোনার বাঁধন" কবিতার অনুকরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোনা, আর আমার Chemical Gold. তা' ভাই! যার যেমন ব্যাসাৎ!) *

অয়ি গৃহলক্ষ্মী, তুমি নও গো বন্দিনী;
এই মায়া-কারাগার তোমারই সৃজন!
নিখিলের দুঃখ দৈন্য করুণ ক্রন্দন
যাহে বদ্ধ চিরদিন; তুমি গো আপনি
দৌবারিক; নেত্র দুটি জাগ্রত প্রহরী!
শ্রীভুজের ঐ দুটি সুন্দর কঙ্কণ,
কটীতে মুখর কাঞ্চী, নূপুর-শিঞ্জন—
'ওরাও জাগিয়া থাকে দিবস শর্ব্বরী!
পুরুষের প্রাণ মন কিণাঙ্ক-কঠিন,
পাপে রত, হায় শত লালসালোলুপ;
তুমি বাহু প্রসারিয়া, আগ্রহে স্বাধীন,
ধর তারে; গৃহে পড়ে সোনার কুলুপ!
কি মধুর প্রায়শ্চিত্ত! হ'য়ে কুতূহলী,
হেসে হেসে পর নর সোনার শিকলি!

* আমার সোদরকল্প নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় এই কবিতাটী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়।

রূপার বাঁধন।

("সোনার বাঁধন" পাঠ করিয়া কাহারও যে "রূপার বাঁধন" ভাল লাগিবে, এ প্রত্যাশা করি না। তবে পাঠিকারা যে মুখ বাঁকাইবেন, এমন বোধ হয় না ; কারণ পরম্পরায় শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয় বাঁধনেরই পক্ষপাতী।)

পরেছ রজত বেড়ি, চরণে নূপুর,
বন্দীভাবে ; তবু তব উল্লসিত মন !
তবু তব হাস্যময়, প্রদীপ্ত আনন,
অতুলনা সহিষ্ণুতা মরি কি মধুর !
সলীল গমন তব ; চঞ্চল নয়ন
নহে ত্রস্ত ; পুষ্পরাশি ভরিয়া অঞ্চলে,
(স্বার্থপর নর গেছে প্রমোদের স্থলে !)
করিছ গৃহ-দেবের মঙ্গল-পূজন !
সোণার শরীরে কেন রজত-বাঁধন ?
সুকুমার দেহে কেন সশব্দ শিঞ্জিনী ?
আমরা পুরুষ জাতি, অ-বদ্ধ-চরণ,
গৃহ ছাড়ি, ধাই নিত্য ! তাই কি ভামিনি,
এ বেশে, এ অন্তঃপুরে, যাপিছ জীবন ?
গৃহ-শৃঙ্খলার লাগি কঠোর যতন !

লোহার বাঁধন।

ও দু'টি সোণার গণ্ডী, কঙ্কণ দু'খানি,
শোভিতেছে,—অরবিন্দ মানস-সায়রে !
বলয়িত কেন দেবি তব বাম-পাণি
লৌহের বন্ধনে ? কুঞ্জে, নন্দন-ভিতরে
বিম্ব-পত্র কে আনিল বল গো ইন্দ্রাণি ?
"সোণার রূপার কাটি" শুনেছি কাহিনী—
রাজকন্যা মরে বাঁচে যাহার পরশে !
জীবনের উপন্যাসে, কোন দৈব-বশে,
ধরেছ সোনার দেহে লৌহের বন্ধন ?
হাসি উত্তরিল বালা, "জীবন-কঙ্কণ,
জীবন-কবচ তব, করেছি ধারণ !
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আমি, মরি কি ভূষণ !
চির মিলনের চিহ্ন, শোভার আধার,—
তুমি আমি, আমি তুমি, একি একাকার !"

সাঁজের প্রদীপ।

১

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসী !
হোলো মোর শয্যালয়, কুমুদ-কহ্লারময় ;
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী !

হের দেখ, হাসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি,
এক রাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী !
অধর্ম্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী !

২

গৃহ-রাজত্বের চির-বিজয়ী অধীপ !
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয় জয় নারী তব সাঁজের প্রদীপ !

৩

মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক—লালেলাল স্ফুটাশোক,
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি ?
তাই ও ভালের টিপ্, তাই ও সাঁজের দীপ,
আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী !
তুমি কি নিজের আঁখে, পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে,
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকী-গাগরী ?
হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি শুক্রতারা,
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী ?

৪

নিশি ভোর হয় হয়,—তুমি সখি সে সময়,
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি !
শিবের পূজার তরে, শ্রদ্ধাভরে হর্ষভরে,
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুল্লরাজি।

হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোৎস্না হাসিয়ে সারা,
লুটায় চরণে তব, সেফালী-ছায়ায় !
চন্দ্র ডাকে "আয় আয় !" জ্যোৎস্না আর কি যায় ?
ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব, পশিল হিয়ায় !

৫

সহসা কৌস্তুভমণি হাসিল হরষে !
সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে !
সহসা "উপমা" আসি, জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি,
বরষিল ভাবরাশি, কবির মানসে !
লাবণ্য উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিলা গেহে—
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে !

১

একি মনোহর স্বর ! কণ্ঠস্বর একি ?
তমসা-তটিনীতটে, কবির মানস-পটে,
ছন্দের ঝঙ্কারে নাচে কবিতা-নর্ত্তকী !
জ্ঞান হয়, কলতান, বুঝি কি ধরেছে গান,—
স্বরেতে মিলাতে স্বর, সাধ যায় সখি !
দূর-বাঁশরীর তান, বিস্মৃত-স্বপন-গান,
মনে পড়ে হিয়া-মাঝে কত-কি কত-কি !

জলযন্ত্রে দিয়ে দোলা রঙ্গিণি দামিনী-বালা,
ঢালি দিল সুধারাশি জুড়াতে চাতকী!

২

কি মধুর ওই তোর কণ্ঠস্বর সখি!
কি যাদু জড়ান তায়! কি মধু মাখান হায়!
হর্ষে ভরা নবনারী উঠিল পুলকি!
চিরবিরহিণী ধনী যেন রে নয়নমণি
পেয়ে ওই, রবে তোর দাঁড়াল থমকি!

৩

আবার আবার তুমি কথা কও সখি—
বিদেশে স্বজন-মুখ হেরিলে উদ্দাম সুখ
হয় যথা, দীপ্ত হর্ষ উঠিল ঝলকি!
চির-ভগ্ন-মনোরথ, আশার সুসার-পথ
হেরি যথা, অকস্মাৎ উঠে গো চমকি,
একি স্বর মনোহর! আনন্দের কলেবর,
মঙ্গল-কলসী সম, উঠিল "ছলকি"!

৪

একি সুধা কণ্ঠে তোর, মদন-বিহগি!
কোন্ পুষ্প-বিছানায়, শুইয়া মলয়-বায়,
আনিল সুরভি-শ্বাস, হইয়ে কুতকী?
মুখরিত-অলিপুঞ্জে কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
ভ্রমিয়াছে সারাদিন বুঝি সে কুহকী?

প্রাণমন হর্ষে ভোর, মুরছি পড়িছে মোর,—
আবার ও কণ্ঠস্বর ! একি মোহ ! একি !

৫

ধন্য স্বর ! জয় জয় ! কে যেন গো (বোধ হয়)
গীতগোবিন্দের শ্লোক উচ্চারিছে সখি !
অথবা সুকণ্ঠে গায় "মদন-ভস্ম" অধ্যায় ; *
নত-জানু সানু-শিরে অতনু কুহকী !
আম্রের মুকুল-ঘ্রাণে, কামের অমোঘ বাণে
অলিকুল গুঞ্জরিল ! চাহিল চমকি
বনলক্ষ্মী : একি সুধা ! একি কণ্ঠ, সখি !

রূপসীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস।

১

যেখানে ফুটিত সদা বসোরা-গোলাপ,
যেখানে বুল্‌-বুলি সদা করিত আলাপ,
সখি সে গোলাপ-পুরে, উদাস পূরবি সুরে,
রথাঙ্গ করিছে কেন করুণ বিলাপ ?

২

অযোধ্যায় আজি সখি একি অভিনয় !
পুরন্ধ্রী গাহিতেছিল "জয় রাম জয়"—

* কুমারসম্ভব ; তৃতীয় সর্গ।

একি তথা অকল্যাণ ! শঙ্খ-ধ্বনি অবসান !
রাজ-লক্ষ্মী ভালে হানে কঙ্কণ-বলয় !

৩

নন্দনে নাচে না আজি ইন্দ্রের অপ্সরী !
পথের ভিখারী আজি রাজরাজ্যেশ্বরী !
মানস-সরসী-মাঝে, স্বর্ণপুষ্প নাহি রাজে ;
ব্রজে আজি নাহি বাজে শ্যামের বাঁশরী !

৪

হে শারদীনিশীথিনি, চন্দ্রিকা-বৈভব
কোথা তব ? কোথা তব শেফালি-গৌরব ?
লো অলকা ! কোথা তোর, কবির মানস-চোর
নিত্যোৎসব ! শব সম সব যে নীরব !

৫

পরাজিত নরপতি, ভগ্ন অট্টালিকা ;
পত পত উড়ে আহা বিচ্ছিন্ন পতাকা !
কেলী-সরসীর ধার, রাজহংসী নাহি আর ;
হায় হায় সারি সারি বসেছে বলাকা !

৬

লো রূপসি, স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়ে গুগ্‌গুল,
জ্বেলেছিলি ধূপ ধুনা আনন্দে আকুল,
আহা তাহা করি খালি, তিক্তগন্ধ দিল ঢালি,
কোন্ সে রসের চূড়া, বিধাতার ভুল ?

৭

মদনের অঙ্গ নাই ; এ অজ্ঞাতবাসে,
তাই কি করিছে বাস এ দীরঘ শ্বাসে ?
মলয়া ববে না শ্বাস ? হবে না শাপের হ্রাস ?
সুন্দর কন্দর্প-তনু ঝুরিবে কি ত্রাসে ?

৮

বহাও দক্ষিণা-বায়, ফুটাও মালতী,
কুঞ্জদেবতার হোক্ সধূপ আরতি !
দেখি সে মধুর দৃশ্য, হাসুক অখিল বিশ্ব।
ধর ধর, হে মঙ্গলা, মঙ্গল-মূরতি।

মৃদু হাস্য।

১

হে কল্যাণি, তোমার ও সুললিত হাস,
দুঃখে ভরা এই বিশ্বে মধুর আশ্বাস !
সঙ্গীহারা, যেতে যেতে, অকস্মাৎ বনপথে,
পথিকের চক্ষে যেন পুষ্পের বিকাশ !

২

ও স্বচ্ছ তরল হাসি জানে না চাতুরী !
নাহি জানে ছদ্মবেশ, মরি কি মাধুরী !
ওর নাম নয় "হাসি" ; ক্ষুদ্র কোন শিশু আসি,
পথ আগুলিয়া যেন দাঁড়াল আ মরি !

৩

চিত্ত-কায়া-ছায়া-ধরা চিকণ আরসী !
কুন্দে ভরা তব হাসি শোভার সরসী !
(নীলাকাশে পূর্ণ ইন্দু !) রুদ্ধ গৃহে এক বিন্দু,
পশি যেন শশিকলা, হরিল তামসী !

৪

চূত-কুসুমেতে গাঁথা মনোহরা সিঁতি,
এ কে বালা শ্বেতাম্বরা মধুর-মূরতি !
নিকষে কনকরেখা, তব হৃদে দিল দেখা,
করে লয়ে ফুলমালা, আশা রূপবতী !

৫

শনৈশ্চর চুপে চুপে করিল প্রয়াণ ;
জগতে হইল আজি ধর্ম্মের কল্যাণ ;
মঙ্গল কলসে ঢাকা, শোভিল আম্রের শাখা ;
দুর্গে ওই দেখা দিল বিজয়-নিশান !

উচ্চ হাসি।

১

তব ওই উচ্চ হাসি শুনি, সুহাসিনী,
বোধ হয় 'দেয়ালি'তে, দীপোৎসব চারিভিতে !
বিবাহ-উৎসবে বাজে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী !

যেন সখি মধু মাসে,　　বৃন্দাবনে দোল রাসে,
অধরে অধর স্পর্শে রজতশিঞ্জিনী !
কুহরিয়া অনিবার,　　ধ্বনি করি চারিধার,
ছাদেতে বসিল শ্বেত কপোতের শ্রেণী।

২

সহসা বহিল যেন মলয় অনিল !
সহসা জাগিল যেন মাধব কোকিল !
সহসা বহিল বায়,　　শশাঙ্কের রশ্মি ভায়,
নিবিড় নীরদমালা হইল শিথিল !
অলক্ষ্মী হইল দূর,　　উদ্যম ধরিল সুর,
উৎসাহে ভরিয়া গেল সংসার নিখিল।
লাজ-বাঁধ গেল টুটি,　　সাগরগামিনী ছুটি,
ধাইল সাগর পানে ; হোলো চির-মিল।

ভেঙ না, ভেঙ না মান।

১

এমনি স্বভাব মোর ! হেরিলে মানিনী,
আমি তার কর ধরি,　　পোহাই গো বিভাবরী,
কই না একটি কথা সারাটি যামিনী !
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,　　ফুল্ল দীপালোক ভায়,
মাঝে মাঝে বেজে উঠে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী !

উঠানে চাঁদিনি হাসে, মাঝে মাঝে ভেসে আসে,
যামিনীর রুণু ঝণু নূপুর শিঞ্জিনী !—
আমি তার কর ধরি, পোহাই গো বিভাবরী,—
কই না একটি কথা সারাটি যামিনী!

২

অবাক চাহিয়া থাকি, সতৃষ্ণ-বদনে,
গভীর-তিমির-মগ্ন মানিনী-নয়নে !
হীরা মুক্তা চমকিছে, পদ্মরাগ ঝলকিছে,
প্রভা উথলিয়া পড়ে মুক্ত-আবরণে !
চৌদিকে রতন-জাল ! মেশামেশি লালেলাল,
পাটলে লোহিতে, পীতে, গোলাপি বরণে।
জিনিয়া কপোতগ্রীবা, শিখিনীর পুচ্ছবিভা,
বাসবের বৈজয়ন্তী সজল গগনে !
ততোধিক মনোহর, রঙে রঙ থরে থর,
বিচিত্র মানের ঘটা সুন্দরী বদনে !

৩

ভেঙ না, ভেঙ না মান, সেধ না হেলায়,—
মানিনীর কি মহিমা কে বুঝে ধরায় ?
চপল চক্ষুর রঙ্গে, অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে,
কুটিল অপাঙ্গে তার, শিথিল ব্রীড়ায়,
কি যে আমি শিখিয়াছি, বুঝান কি যায় ?

শিখেছি সে যাদুগরি, কি তন্ত্রে যতন করি,
মোহিনী প্রকৃতি বালা চিত্রে তুলিকায়,
শ্যামলতা জম্বূফলে, রক্তাভা অশোক-দলে,
বিচিত্র বরণ-ঘটা বিটপির গায়,
গোলাপে গোলাপি বর্ণ, অতসীতে খাঁটি স্বর্ণ,
শ্বেত পীত লাল বুটি পতঙ্গ-পাখায়,
চপল চক্ষুর রঙ্গে অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে,
সকলি হেরেছি আমি গোলাপি নিশায় !*
ভেঙ না, ভেঙ না মান, সেধ না হেলায়।

৪

ভেঙ না, ভেঙ না মান ; কর ধরি তার,
বন্দী করি রেখ ধরি করে আপনার'।
কে কবে রে ভালবাসে ঘনঘটা নীলাকাশে,
তাহে যদি নাহি হাসে দামিনী রঙ্গিনী ?
হিয়ায় হিয়ায় রাখি, দেখেছি সকলি ফাঁকি ;
রূপসীর কি মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিনি !
ছন্দোবন্ধে কেঁদে কেঁদে, দেখিয়াছি পায়ে সেধে,
সৌন্দর্য্যের কি রহস্য জানিতে পারিনি !

---

* দোহাই পাঠকের, তিনি যেন মনে না করেন, "গোলাপি নেশার" পাঠের পরিবর্ত্তে, মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ "গোলাপি নিশায়" মুদ্রিত হইয়াছে। যে রাত্রিতে এমন অলৌকিক মানের ঘটা, সে রাত্রি "গোলাপি" ভিন্ন অন্য কোন্ বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হইতে পারে ?

মাণিক্যের চাকচিক্য কবি-চক্ষে হল লক্ষ্য,
কবি-কুঞ্জে রাণী তাই মানিনী-নাগিনী !
তাই তার কর ধরি, পোহাতেছি বিভাবরী ;
রুণু রুণু বাজে, শোন, কামিনী-কিঙ্কিনী !
রুণু রুণু বাজে, শোন, কামিনী-কিঙ্কিনী !
বিশ্বে হেথা সবি মায়া, সকলি কায়ার ছায়া ;
অসত্যের যবনিকা তুলিয়া ভামিনী,
দেখ, দেখ, রূপ-কক্ষে বসেছে মানিনী !

মহিরাবণের পালা ।

কৃত্তিবাস-রামায়ণে পাঠ কর আগে,
মহীরাবণের পালা, অতি চমৎকার,—
তার পরে পাঠ কর কবিতা আমার ;
বুঝিবে তখন, ভাল লাগে কি না লাগে ।
গড় রচি, এ হৃদয় তার মাঝখানে
রাখিলাম ; চারি ধারে জাগিছে প্রহরী ।
মদনের পুত্র প্রেম কত মায়া জানে,
দ্বারে আসি দেখা দিল বধূ-রূপ ধরি !
দিল খেদাইয়া তারে সজাগ প্রহরী ;
তার পরে, অন্য দ্বারে, যুবতী সাজিয়া
দেখা দিল ; কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া ;
প্রহরী চিনিল তারে—পলায় সুন্দরী ।

ছেলে কাঁখে করি শেষে আইল জননী ;
একি মায়া !—চিত্ত-চুরি হইল অমনি !

পরাজয় ।

একি গো বিধির কীর্ত্তি ! হেমন্তঋতুতে
কোথা হ'তে কোথাকার ক্রূর রোগ আসি,
হরিয়া লইল হায় যত রূপরাশি
প্রেয়সীর !—হেরিলাম লাজে ও খেদেতে
আগুল্‌ফলম্বিত কেশ গিয়াছে ঝরিয়া ;
হায় যে অলকগুচ্ছে কুসুমের দাম,
চুম্বিয়া চিবুক চারু, যত্ন পরাতাম,
ছিন্ন মালা-ডোর সম পড়িছে ঝুলিয়া !
হেরি সে বিষাদমূর্ত্তি—দ্বিগুণ সোহাগে
টানিয়া লইনু বক্ষে ছিন্ন লতিকারে ;
আদর চন্দন রাখি হৃদয়-ভৃঙ্গারে,
লেপিনু শ্রীঅঙ্গ তার দীপ্ত অনুরাগে ।
বিধির হইল হার—বসন্তে আবার
ফিরে এল রূপ-রাশি প্রিয়ার আমার ।

গীতিকাব্য।

প্রিয়ারে আনিনু যবে বিবাহ করিয়া,
যুগ্ম সুভ্রূ (হরগৌরী !) খঞ্জন নয়ন
নিরখি, পরখি সবে ভানু-বিগঞ্জন
রূপরাশি, বাখানিল নিখুঁত বলিয়া।
আমি হেরি—বালিকার সরল হৃদয় ;
সর্ব্বংসহা মৌন ধরা সম সহিষ্ণুতা ;
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
পর দুঃখে ; নারীরূপা এ কোন্ দেবতা ?
বালক সমালোচক নহে এ নয়ন ;
রঙ্গিন মলাটে হেরি দুই চারি শ্লোক
গোবিন্দের (শিশুহস্তে সন্দেশ-প্রয়োগ !),
ভুলি না ভিতরে দৃষ্টি করিতে ক্ষেপণ !
একি কাব্য !—সারারাত্রি জ্বলিছে দেউটি,—
প্রিয়া-চক্ষে কাব্য পড়ি উলটি পালটি ॥

বিরাগীর আক্ষেপ।

১

এখানে আইলি কেন নৌকা তোরা বাহিয়া ?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ঐ সে অশোক গাছ,
সে কাহিনী আছে আজো মর্ম্মে মোর বিঁধিয়া !

এমনি তামসী নিশি, তারাশূন্য দশ দিশি !
যামিনী শিহরি উঠে নিজ বক্ষে চাহিয়া !
এ গ্রামের দিকে কেন নৌকা এলি বাহিয়া ?

২

চক্ষে হাসি, ওষ্ঠে হাসি, মূর্ত্তিমতী হাসিরাশি
আমার আনন্দময়ী নিত্য হেথা আসিত।
হেলিয়া আমার কাঁধে, কতই মনের সাধে,
পা দুখানি ছড়াইয়া, মালাগুলি গাঁথিত !

৩

পৃথিবীর বহু দূরে, স্বপ্নময় সুরপুরে,
প্রেমের মদিরা-পানে ছিনু মোরা ভোর গো !
কাচপাত্র চুরমার, সুরার তলানি সার,
আজুও ছোটেনি তবু সে নেশার ঘোর গো !

৪

তোরা কি বুঝিবি তারে কত ভাল বাসিতাম ?
নিজ-কণ্ঠহার করি, রাখিতাম বুকে ধরি ;
তবুও অবোধ মনে বুঝাবারে নারিতাম !
তোরা কি বুঝিবি তারে কত ভালবাসিতাম ?

৫

আমি জানি ভাল করে', দেবতাও হিংসা করে !
আমাদের এত সুখ প্রাণে নাহি সহিল !

নিশিযোগে আসি হায়, করাল তস্কর-প্রায়,
আমার সর্ব্বস্ব ধনে অনায়াসে হরিল !
বুকেতে বাজিল শেল, পঞ্জর ভাঙিয়া গেল,—
কাঙালে নাকাল করি বিধি-বাঞ্ছা পূরিল !

৬

আমা-বই অন্য কোন লোক সে চিনিত না ;
হাসি-বই অন্য কোন কাজ সে বুঝিত না ;
অন্তিমেও ক্ষীণ হাসি, দেখা দিল ওষ্ঠে আসি ;
হাসি-উপহার দিতে কভু সে ভুলিত না !

৭

সেই হাসি মর্ম্মে মর্ম্মে আছে মোর বিঁধিয়া !
এ গ্রামের দিকে কেন নৌকা এলি বাহিয়া ?
এমনি তামসী নিশি, ঘনঘোর দশ দিশি !
আমার সে হাসিরাশি গেল হায় উপিয়া !

৮

আমার এ শূন্য কোলে মাথটি রাখিয়া রে,
শবদেহ চক্ষু মেলি রহিল চাহিয়া রে !
সুরার সে অবশেষ, আগ্রহে করিনু শেষ,
প্রাণশূন্য সে অধরে চুমিয়া চুমিয়া রে।
আমার সে কাণ্ড হেরি, শিহরিল নিশাচরী,
যামিনী আতঙ্ক ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া রে !

৯

শশাঙ্কের শেষ কলা নীল অভ্রে ডুবিয়া,
গেল, গেল, চিরতরে, কোন্ ডাকিনীর ফেরে ?
কোন্ ভ্রমে এলি তোরা নৌকা হেথা বাহিয়া ?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ঐ সে অশোক গাছ,
করিছে আহ্বান যেন মোর পানে চাহিয়া !

১০

শব-দেহ ক্রোড়ে করে', আইলাম ধীরে ধীরে,
এই চম্পকের কুঞ্জে, অশোকেরে বেড়িয়া,
পোড়াইনু স্বর্ণকান্তি চিতানল জ্বালিয়া !
মালা-গাঁথা শেষ হ'ল, উৎসব ফুরায়ে গেল,
. আগমনী না ফুরাতে আমার গো বিজয়া।

১১

চিতার সে রজস্পর্শে মেদিনী কাঁপিল হর্ষে !
অশোক চম্পকে আর ফুলরাশি ধরে না !
গ্রামবাসী কুতুহলী, করে সবে বলাবলি,
"অন্য স্থানে এত চাঁপা, অশোক ত ফোটে না।"

১২

ফুলময়ী, ফুল ছিলি, ফুল-সঙ্গে খেলা খেলি,
ফুলসম ঝরে' গেলি, ফুলময় বিজনে;
তাই তোর দেহরেণু ফুলেতে মিশায়ে দিনু,
অশোক-চম্পক-তলে, ফুলময় কাননে !

১৩

সেই সে চিতার ভস্ম সর্ব্বদেহে মাখিনু !
যৌবনের আদি অঙ্কে যোগী-বেশে সাজিনু !
গহন অরণ্যে ঘুরি, শ্মশানে শ্মশানে ফিরি ;
পৃথিবি ! তুহার দিকে আর নাহি চাহিনু !

১৪

লো স্মৃতি, বাহিয়া কেন আইলি এ তরণী ?
সারি সারি চাঁপা গাছ, ওই সে অশোক গাছ !—
লেখা আছে পাতে পাতে, প্রাণমর্ম্মদাহিনী,
জীবনের সার কথা, সে নিশার কাহিনী !
এমনি তামসী নিশি, তারাশূন্য দশদিশি !
শিহরি চমকি উঠে ম্লানমুখী যামিনী !
কোন্ ডাকিনীর ফেরে, হায় এ গ্রামের ধারে,
আসিয়া পড়িলি ভ্রমে, বাহিয়া এ তরণী ?

কবির প্রতি উপদেশ ।

১

তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে,
টবের কুসুমগুলি তুলি,
মন-সাধে, আন্‌মনে, মুদ্রিত নয়নে,
কবিকুঞ্জে হইবে বুল্‌বুলি ?

হে কবি, সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে ?
যশ-সোমরস সুধু হয় বনফুলে।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
ভাঙা ভাঙা আধা আধা স্বরে ?
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে , সঘনে জঘন
রূপ-ভারে ঢলে ঢলে পড়ে,
নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা !
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা !

৩

শুদ্ধ চিত্তে, কায় মনে, কবিতা রচিবে
দূর করি চিত্তহরা খেদ—
কবি প্রাণ-ধনুকেতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
তবে গিয়া হবে লক্ষ্যভেদ।
ছুটিবে শব্দের তীর ভেদি তমোজাল,—
দ্রৌপদী পশিবে রঙ্গে হাতে স্বর্ণথাল !

৪

তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি,
দেব-দত্ত প্রতিভা তুলিকা,
হও কবি, ক্ষতি নাই ; চন্দ্র, তারা, রবি,
ফল, ফুল, তরু ও লতিকা,

নর-নারী-ময় এই বিশ্ব-রঙ্গভূমি,
আঁকিতে, সাজিতে পার ; কামরূপী তুমি

৫

তাহা যদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী-ছন্দে
গাও যদি মিলনের গীত,
কালের সহিত তবে মিছামিছি দ্বন্দে
কেন কর মরম ব্যথিত !
জান না যে পারিজাত শোভে দেব-গলে,
আরোহি দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে ?

৬

তব সুখে সুখী হয়ে, তব দুঃখে দুঃখী,
সংসার বলিবে বারম্বার—
"হাসালে, কাঁদালে ; এ যে বিচিত্র কুহকী !
দেবতুল্য মূরতি ইহার।"
লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি,
কাল দৌবারিক, চুম্বি চরণ তোমার,
খুলিবে তোমার লাগি অনন্তের দ্বারা !

অদ্ভূত অভিসার।

মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
ধ্বনিল রাধার চিত্ত-নিকুঞ্জ-মোহনে ;—

অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী-যমুনা-সদনে !
গেল রাধা ; তবে ওই মন্থর গমনে
মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
আকুল দুকূল ; ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ;
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে !
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া ! টানে তরুদল
লুণ্ঠিত অঞ্চল ধরি ! মুখ পদ্মোপরি
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি ;
বিহ্বলা মেখলা চুম্বে চরণের তল !
আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে তুহার,
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার !

হার-জিৎ।

১

তার হাসি রাশি, মোর নয়ন-লোর,—
তার বেলফুল, মোর সুতার ডোর ;
ওগো নিশি নিশি, হয় এ ব্যাপার,—
জানি না কার জিৎ, কার হার।

২

তার ছল্ কথা, এ আঁখি ছল্ ছল্—
তার কোশাকুশি, মোর বিল্বদল !

ওগো নিশি নিশি, হয় এ ব্যাপার,—
জানিনা কার জিৎ, কার হার।

৩

তার রাঙা চোক্, মোর দীর্ঘশ্বাস,—
রক্ত চন্দন, আর ধূপবাস !
ওগো নিশি নিশি, এই সমাচার,—
জানি না কার জিৎ, কার হার।

৪

তার তিরস্কার, মোর সোহাগ-বাক,—
তার বলিদান, মোর প্রেমযাগ !
ওগো নিশি নিশি, হয় এ ব্যাপার,—
জানি না কার জিৎ, কার হার।

(কেমন ? কবিতাটা মিষ্ট লাগিল ? এইস্থলে আমি টীকাস্বরূপ দুইটা কথা কহিতে চাহি। কবিতা ফাঁদিবার আরম্ভেই বলিতাম, কিন্তু, রস ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়, এই স্থলে বলিতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি। কিন্তু অনেকের দশা যাহা হইয়াছে, আমারও তাহাই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কবিতাটিতে অর্থের নাম গন্ধ নাই ; মাথাল ফল—শূন্য কলসি।

শুনিয়াছি যে, যে পারিজাতপুষ্প দেবতার গলে উঠিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, তাহাই আবার দৈত্যের গলে আরোহণ করিয়া ভুজঙ্গমের আকার ধারণ করে। তাই আমি মনে করিয়াছি যে bicycle

ও tricycle এ উঠিবার চেষ্টা করিব না। আমার পক্ষে ঐ চারপেয়ে ঘোড়ার গাড়িই ভাল। গাড়োয়ান, গাড়ি হাঁকাও—বড়া বাজার যাঙ্গে। সোমপানিকে দোকানকে সামনে খাড়া কর্না। সম্‌ঝা ?—

শ্রীRobin Goodfellow

(ভারতী-পত্রিকায় এই বেনামি-নামে কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল।)

তিল।

(১)

শৈশবেও প্রিয়া মোর আছিল অতুল !
বিরলে বিরামস্থলে, বিধি যেন কুতূহলে,
গড়িল সে অপরূপ রূপের পুতুল !
প্রসূতিরে চেতাইয়া, প্রতিবেশী সবে,
কহিত "এমন কন্যা হয়নি, না হবে !
রাখিও, রাখিও এরে, যত্ন করি হেন,
কুদৃষ্টি আবাগী কোন দেয় না'ক যেন !"
বৃথা বাণী !—সন্ধ্যা নামে যামিনী-ভগিনী,
দিনের সতাতো বোন, নিঃশঙ্ক ডাকিনী,
গোধুলী-আলোকে আসি, নেহারিল মুখ !
গোধুলী-আঁধারে আসি চুম্বিল চিবুক !
অধরে ঢালিয়া দিল মধুর গরল,—
জমাট বাঁধিয়া গেল কলঙ্ক তরল !

লোকে বলে "তিল" উহা—আমি কিন্তু জানি,
কলঙ্ক রাখিয়া গেছে সন্ধ্যা মায়াবিনী !

(২)

কলঙ্ক শশাঙ্ক-দীপ্তি করে কি আবিল ?
ফুল্ল নলিনীর কান্তি ভৃঙ্গ করে হ্রাস ?
সুন্দরি ! তোমার বক্ত্রে ওই ক্ষুদ্র তিল,
কি উল্লাস, কি উচ্ছ্বাস, করে গো বিকাশ !
আশা-ক্রোড়ে ভীতি যেন অসিত-বরণ—
তথাপি ভাস্বর কিবা আশার সুহাস !
জীবনের কোলে যেন সুন্দর মরণ !
মিলন ও বিচ্ছেদের যুগল বিলাস !
নগন লোচন মোর, হইয়ে মগন,
হেরেছে যামিনী জাগি সম্মোহন তিল !—
অদ্ভুত কল্পনা !—জ্যোৎস্না তোমার আনন,
অধরের তিল যেন ঘুমন্ত কোকিল !
তুমি গো কহিতে কথা—পোহাত শর্ব্বরী।
জাগিয়া উঠিত পাখী, কুহু কুহু করি !

গোলাপসুন্দরী।

আশৈশব, লীলাময়ী হে প্রকৃতি সতি,
আমার এ চর্ম্মচক্ষে কুজ্ঝটি-কুহেলি,

সূচিভেদ্য আবরণ ছিল যা বিস্তার,
করিবারে অপসার সেই আবরণে,
কত না করেছি আমি আয়াস-যতন!
কেন যত্ন? কার জন্য? জান না কি তুমি?
মোহ-যবনিকা খসি পড়িল যখন,
কবিতা-অঞ্জন, সখি, মাখি দুনয়নে,
দিবা রাত্রি নিদ্রা সহ বিসম্বাদ করি,
করিয়াছি সুগভীর জপ-আরাধন,
হেরিবারে কার, সখি, ত্রিদিব-বাঞ্ছিত
অনিন্দ্য আনন-কান্তি? কার মুখ হ'তে
সরাইতে অবগুণ্ঠ, করিয়াছি আমি
"শরীর পতন, মন্ত্র সাধনার"-পণ?
কতবার, মায়াময়ি, হায় কতবার,
(করিতে পরীক্ষা বুঝি নব তপস্বীরে?)
ঝটিতি দেখায়ে তনু, আবার তখনি,
ঘন জড়তার জালে বদন ঝাঁপিয়ে,
নদী-বক্ষে, নারী-কণ্ঠে, শূন্য নীলিমায়,
হইতে গো অন্তরিত না জানি কোথায়!
মিলন ও বিরহের সেই সন্ধিস্থলে
বসি ধীরে, শুষ্ক কণ্ঠে, তরুণ তাপস,
তোমার ছায়ার পানে রহিত তাকায়ে!
স্মৃতি লয়ে সুধাপূর্ণ কনক-কলস

আকণ্ঠ ঢালিয়া দিত ; তবু ও যেতনা
প্রাণের মর্ম্মের মাঝে দারুণ পিয়াসা !
তুমি কি গো নহ সাক্ষী, কত কষ্ট করি,
তোমার বিরহ-ব্রত পালিতাম আমি ?
মায়েরে না হেরি শিশু সম্মুখে আপন,
সামালিতে নাহি পারি হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
আবেগে কাঁদিয়া উঠে, আছাড়ি ভূতলে—
মর্ম্মের চীৎকার-রোল তেমনি আমার
পশে নি কি, হে প্রকৃতি, তব মুগ্ধ প্রাণে ?
অহো সে পবিত্র দৃশ্য ! গতায়ু নায়িকা,
পুষ্পরথে আরোহিয়া, যায় যবে চলি,
বিধুর নায়ক করে মধুর রোদন !
তেমতি গো, হে প্রকৃতি, তোমার বিরহে,
কতবার করিয়াছি মধুর ক্রন্দন !
ধরিত্রী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র-মণ্ডলী,
করি দেবি, তোলপাড় তোমার লাগিয়া,
তোমার মঙ্গল-মুখ তপাসি তপাসি,
প্রমোদ-কাননে কিম্বা বিজন বিপিনে,
মুকুলে, কুসুমে, ফলে, পল্লব শ্যামলে,
নদী, হ্রদ, সরোবর, নির্ঝরের নীরে,
ঊষার সুন্দর আস্যে, বালার্ক-ললাটে,
নক্ষত্রের ঝলমলে, সুধাংশু-মণ্ডলে,

শ্যামাঙ্গিনী যামিনীর ধূসর অঁাচলে,
বৈশাখের অগ্নিস্রাবী ঘূর্ণিত লোচনে,
শ্রাবণের অশ্রুখিন্ন নয়ন-পল্লবে,
শরতের শুভ্র অঙ্কে, হেমন্ত-মুকুটে,
বসন্তের সুধাভরা সুরভি নিঃশ্বাসে,
পাখীকণ্ঠে, মৃগচক্ষে, শিশুর হাস্যেতে,
যুবার আয়ত চক্ষে, প্রৌঢ়ের স্কন্ধেতে,
তুষার-ধবল, মরি, প্রবীণের কেশে,
বালিকার ভঙ্গিহীন সরল দৃষ্টিতে,
নবোঢ়ার ব্রীড়া-রক্ত বদন-মণ্ডলে,
যুবতীর বুকপোরা গাঢ় আলিঙ্গনে,
প্রৌঢ়ার লালসা-শূন্য সুপবিত্র প্রেমে,
বিধবার চিরপাণ্ডু আনত বয়ানে,—
অন্বেষিয়া চারিদিকে, হইলাম শেষে
তোমার বিরহে দেবি তোমাতে তন্ময় !
এত করি জপ, তপ, কৈশোরে, যৌবনে,
মরি মরি, এক দিন, যৌবন-সীমায়,
না জানি কি পুণ্যফলে, কি মাহেন্দ্র-ক্ষণে,
কবির দ্বিজত্ব হ'লো ! পাইনু হেরিতে
তোমার অপূর্ব্ব মুখ ত্রিলোক-সুন্দরী !
কেমনে কহিব আমি সে মধু কাহিনী ?
না জানি কি শাপগ্রস্ত মানব-রসনা !

ভাবের আবেশে যবে মানবের মন
হয় রে পুলকে ভরা, বিহ্বল হইয়া,
মুরছি পড়িয়া রয় জড়িত রসনা !
জীবরাজ্যে এক মাত্র মনুষ্য সক্ষম
অর্থের বিবাহ দিতে শব্দের সহিত ;
ভাবাবেশে অভিভূত বিপন্ন পুরোধা,
ভুলে যায় করিবারে মন্ত্র-উচ্চারণ !
হে প্রকৃতি, উরি এই ক্ষীণ রসনায়
কর গো সজীব এরে ; কণ্ঠে দাও ঢালি,
নন্দন-সুবাস-ভরা অমর মদিরা !
আমরি কি জ্যোৎস্নাময়ী বাসন্তী যামিনী !
আমের মুকুল গন্ধে পরাণ আকুল,
জাগাইছে দিগন্তেরে বসন্ত-কোকিল !
গগন প্লাবন করি সঙ্গীত-নির্ঝরে,
উড়িছে উধাও হয়ে, চকোর চকোরী !
ফুলবালা, লতাবধূ, মরি কি নীরবে,
প্রাণ-ভরে সুধারাশি করিতেছে পান !
কত পুষ্প-পরিবার মাতিয়াছে আজি
উৎসবে ! মালির যত্নে, বসন্তে ফুটিয়া,
চামেলি, মল্লিকা, বেলা, যুই, কুন্দ, জাতি,
(রতির বাসর সজ্জা !) ছয়টি ভগিনী,
মুখ চাওয়াচায়ি করি, প্রাণের সৌরভ

করিতেছে বিনিময় কতই আহ্লাদে!
ঝুমুকা-লতার ঝাড়ে উঠিছে কৌতুকে,
সুনীল অপরাজিতা, সহচরী তার!
আহা কি অযত্ন-সিদ্ধ আরণ্য কৌশলে,
মালতী লয়েছে খুঁজি মধুমালতীরে!
ফুল-সমাজের মরি আদান প্রদানে
সকলে আজিকে ব্যস্ত; সকলেই মত্ত
উৎসবে! একাকী পড়ি, তুমি কেন তবে
নিরানন্দে? আজি তব যৌবন-বসন্তে
ফুল-সখা ফুল-সখী মনের মতন,
নাহি কি মিলিল এক? শিখ নাই তুমি
আজুও কি ফুলভাষা? পশিয়াছে কীট
বুঝি তোর মরম-মাঝারে? বল্ বল্
কেন তোর এই দশা গোলাপসুন্দরী?
কুহু কুহু কুহু শব্দে জড় জগতেরে
রসায়ে, বসন্ত-দূত ডাকিল পঞ্চমে!
নীরব নির্ঝরে মরি অনন্ত বিমানে
প্লাবিয়া, বর্ষিল সুধা পূর্ণ শশধর!
তারাময় ছায়াপথ দিগঙ্গনা বালা
ছাইয়ে, ফেলিল উষ্ণ নিঃশ্বাস সুন্দর!
আহা সে মাহেন্দ্রক্ষণে, কে দিলরে খুলি
তাপসের চিররুদ্ধ অন্তর-নয়ন?

ফলিল তপস্যা-ফল ! সরিল আমরি
অবগুণ্ঠ, প্রকৃতির বদন হইতে !
আহা কিবা দেখিলাম ! মায়াময়ী দেবী,
অজড় অচল মূর্ত্তি ধরি অপরূপ,
তাপসের চারি চক্ষু চরিতার্থ করি,
গোলাপ সুন্দরীরূপে দিলা দরশন !
এ কি এ তরল রূপ ! একি এ মাধুরী !
হায় এ প্রপঞ্চময়ী অবনী-মাঝারে,
নিরখি তোমার ছায়া মানব-বদনে,
বিহঙ্গ-পালকে কিম্বা তড়াগে, কান্তারে,
ভাবে মুগ্ধ একেবারে হইতাম আমি
বাক্-শূন্য ; কিন্তু কহ আজিকে সহসা,
খুলিয়ে ঘোমটা সখি, একি এ দেখালে
অতুল্য স্বরূপ-রূপ ? গোলাপি বরণ
আহা ওই ঢল ঢল বদন-মণ্ডল !
আহা ওই চারু গণ্ড গোলাপি বরণ !
সুগোল গোলাপি ভুজ আহা মরি মরি !
গোলাপি অলক্ত-রাগে রঞ্জিত চরণ !
আহা কি মধুর হাসি ! রাজিছে সুন্দর,
শিশির-মুকুতা-রূপে অপূর্ব্ব দশন !
ও দুটি কি ভৃঙ্গ ভাসে শিশির-আসারে ?
আহা কি নিবিড় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়ন !

আগুল্‌ফ-লম্বিত ওকি কেশের তরঙ্গ ?
অজস্র অজস্র ভৃঙ্গ মকরন্দ পিয়ে,
মধুর অধর আঁখি চুমিয়া চুমিয়া,
বুঝি গো উঠিতে আর নহেক সক্ষম !
সুন্দর গোলাপি কান্তি হরিৎ বসনে
সুসজ্জিত, কিন্তু ওই হরিৎ বসন
আমরি কি অপরূপ ! বোধ হয় যেন
দেহেরই অঙ্গ এক ; যেনরে শৈবাল
সলিলে, আমরি, মরি লাবণ্য-লহরী !
হায় কিন্তু ওকি ঐ মনোজ্ঞ উরসে ?
ও কি কণ্টকের রাশি ? অথবা উহারা
প্রাণবৃন্তে গাঁথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ ? হাসি
ধরে না অধরে ! সুখের উচ্ছ্বাস বুঝি
ধুইয়া ফেলেছে মুছি কণ্টকের গ্লানি ?
কণ্টক-কলঙ্ক আহা গোলাপি গৌরবে,
আরো যেন সৌন্দর্য্যের করিছে বর্দ্ধিত
ঔজ্জ্বল্য ! বিপুল বিশ্বে আছে যে চারুতা,
তার প্রসবিতা তুমি হে প্রকৃতি সতি,
তাই কি সৌন্দর্য্য-সাথে থাকে বিজড়িত
মধুর বিষাদ এক, নিত্য ও নিয়ত ?
অপূর্ণেরে করি পূর্ণ, মর্ত্ত্যলোকে আনে
স্বর্গ-শোভা ;—সুপবিত্র বিষাদ-মাধুরী !

হে প্রকৃতি, তোমার ও মোহনীয় বেশ
নিরখি, আনন্দ-উৎস উছলিল মরি
মরুভূমে ; মুঞ্জরিল শুষ্ক হৃদি-তরু !
মদনের ভস্মকালে, হিমাদ্রি-শিখরে
অকাল বসন্ত যেন ! সে বরাঙ্গ-রূপ
বর্ণের তুলিকা দিয়া চিত্রিব কেমনে ?
কবির হৃদয়-বাঞ্ছা তুমি গো সুন্দরী,
তোমার ও অপরূপ রূপ ও চরিতে
নহি কি গো আমি চিরমুগ্ধ ? প্রেম কভু
হয় কি মুখর ? যথার্থ প্রেমিক-চিত্ত
ভীরু বড় ; তাই সখি মূক এ রসনা ।
কত রঙ্গ জান তুমি, হে বর রঙ্গিণী,
তাই কি গো এত দিন লুকাচুরি-খেলা
খেলিলে আমার সঙ্গে ? হে মঙ্গলময়ি,
তুমি কি করিতে পার প্রেমের তাচ্ছিল্য ?
আমার বিশ্বস্ত হিয়া হয় নাই কভু
মর্ম্মাহত ; কি মধুর তোমার বিরহ !
জানি আমি বেণু-রন্ধ্রে, নিঃশ্বাস পূরিয়া,
রাগিণীরে জাগাইয়া, তাহার সহিত
প্রাণভোরে প্রেমালাপ বড়ই মধুর !
সহসা থামিয়া কিন্তু মুহূর্ত্তেক লাগি,
নিঃশ্বাস করিয়া রুদ্ধ, নীরব চুম্বন

রাগিণীর চারু ওষ্ঠে (বেণুর ছিদ্রেতে)
নহে কি মধুরতর ? তাই, রসময়ি,
প্রেমের রহস্যলীলা তুমি যত জান
কে বা জানে ? এতদিন হে প্রকৃতি সতি,
খেলিলে গো কত রঙ্গে লুকাচুরি-খেলা,
মোর সঙ্গে ; কি মধুর তোমার বিরহ !
হায় সেই শুভক্ষণে, হে প্রকৃতি সতি,
গোলাপসুন্দরীরূপ, হেরিয়া তোমার,
হইল গো অপসার প্রাণের জড়তা !
মোহ, যার অন্য নাম পাপ ও কলুষ,
হইল গো ভস্মীভূত তব রূপানলে !
সেই দিন হ'তে পরে কত শতবার,
কখন দর্শন দিতে তরঙ্গিণী-তটে,
সাজাইয়া কেশজাল কুমুদ-কহ্লারে,
তরল হীরক-জালে ভূষিয়া অলকে,
মরালের কলস্বরে মুখরিত করি
চারু কাঞ্চী, অপরূপ নদী-কন্যা-সাজে,
বাজাইতে মরি মরি মৃণাল বাঁশরি !
কখন বা দাঁড়াইয়া আকাশ-প্রাচীরে,
হস্তে শূল অট্টহাসি ভৈরবীর মত,
দিতে দেখা উলঙ্গিনী ঝটিকার বেশে !
মেঘ-ঐরাবৎ-শুণ্ড সাপটিয়া ভুজে,

দোলাইতে মুহুর্মুহু ; চৌদিকে ঘুরায়ে,
বিদ্যুৎ-অঙ্কুশাঘাতে করিতে অস্থির
মাতঙ্গেরে ; বিন্দু বিন্দু খসিত অজস্র
গজমুক্তা, প্রসারিত যামিনী-অঞ্চলে !
এইরূপে নিত্য তুমি, নব নব বেশে,
হে অপূর্ব্ব কুহকিনী, হে বহু রূপিণী,
কল্পনারে করি জয়, সত্যের মন্দিরে
দেখাইতে ছায়াবাজী ! কঙ্কাল হইতে
সৃজিতে অপ্সরী-মূর্ত্তি ; দাবদগ্ধ-বনে
সৃজিতে অলকা পুরী, আনন্দ-নগরী !
পান করি হলাহল, নীলকণ্ঠ যথা,
বাঁচাইলা বৃন্দারকে, হায় গো তেমতি
মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসি, হে করুণাময়ি,
নিরক্ত অধর ওষ্ঠে চুম্বিয়া সুধীরে,
শুষিতে বিষাক্ত ক্রূর ফেনপুঞ্জরাশি !
দুইধারে, মরণের পঞ্জর হইতে,
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রকাশি,
জীবনের যুগ্ম পক্ষ দেখা দিত মরি !
হে অপূর্ব্ব কুহকিনি, হে বহুরূপিণি,
তোমাতে আমাতে এই মধুর সম্ভাষ,
তোমাতে আমাতে এই মধুর মিলন,
কি নাম ইহার সখি, চাহিনা জানিতে !

চাহি মাত্র হে প্রকৃতি, অবাক্ নয়ানে
হেরিতে ও বরকান্তি ;—আহা মরি মরি
অনন্ত মাধুরীময়ী অনন্ত যৌবনা !
তুমি ও এমনি নিত্য করিও গো দেবি,
তাপসের প্রাণমন করিয়ে বিহ্বল,
তাপসের চারি চক্ষু করিয়ে সফল,
পুষ্পবৃষ্টি ! রূপবৃষ্টি ! প্রাণময়ী সুধা !

ফুলবালাদিগের উক্তি।

১

মোরা যত ফুলবালা,
সুপবিত্র দেববালা,
মন্দার ও পারিজাত মোদের ভগিনী ;
তাই রূপময়ী মোরা।
নন্দন-সৌরভ পোরা,
মোদের এ চারু অঙ্গে হাসে গো ধরণী !
তরু-কোলে দুলি যথা,
বসন্ত বিরাজে তথা,
গুঞ্জে উপবনে অলি, কুঞ্জ-বিহঙ্গিনী !

২

দুর্জ্জয় দৈত্যের ভয়ে,
দেবদেবীগণে ল'য়ে
লুকাইয়ে ছিল ইন্দ্র এই ধরাতলে ;
বহুকাল থাকি হেথা,
দেবের হৃদয়-লতা
ফুটিল, শোভিল মরি করুণার ফুলে !
আমাদের প্রসূতিরে,
দেববালা করুণারে,
তাই গো রাখিল দেব ধরার দুকূলে !

৩

তাই মোরা মনোরম,
তাই গো মোদের সম,
আদরিণী, সোহাগিনী, নাহি এ ভুবনে ;
কে না ফুল ভালবাসে ?
সকলে নিকটে আসে,—
পরশে এ দেহ কান্তি কতই যতনে।
আমরাই (বলি সত্য !)
জগতের সুখ-তত্ত্ব !
বৃথা নরে মরে হায় সুখ-অন্বেষণে।

৪

না জানি কি গুণ ধরি !—
পুষ্প পাশে নরনারী
আসিলেই, হেসে ফেলে যেন গো স্বপনে !
চিররোগী ভোলে রোগ,
শোকাতুর ভোলে শোক,
চিন্তার ললাট-রেখা মিলায় সঘনে ;
"আত্ম-ত্যাগ মহাদান,"
স্মরিয়া, এ কম প্রাণ,
পর-উপকার-ব্রতে ঢালি গো যতনে !

৫

এত মোরা গুণ রাখি,
তবু অবিনয়ে ঢাকি,—
ছলা কলা সাজে কভু দেববালা-চিতে ?
নীরবে বৃন্তটী হ'তে,
পরাগ-কেশর হ'তে,
পল্লবিত হই মোরা অস্ফুট গতিতে ;
নীরবে সৌরভ ছোটে,
নীরবে এ হিয়া ফোটে,
নীরবে একান্তে পড়ি মাতাই জগতে !

৬

করিলে গো নত শির,
ঝরিলে বিনয়-নীর,
জগত আপনি তারে শিরে তুলে রাখে !
তাই দেব-শিরে উঠি,
কভু দেব-গলে ফুটি,
দেবরাণী বক্ষে ধরি দোলায় আমাকে ;
কৌস্তুভ-রতনে ফেলি,
মাধবের বক্ষে ভুলি,
রঙ্গিণী ইন্দিরা রাখে অধিনী জনাকে।

৭

না জানি কি অদৃষ্টের,
মহিমা গো আমাদের !
এত মোরা শান্ত, তবু ডরে গো দেবতা ।
সন্তানক সুমালার,
ঘোর ক্রোধ দুর্ব্বাসার,
জান' ত সকলি সেই পুরাণ-বারতা ?
আমাদের অমঙ্গলে,
কাঁদেন শিশির ছলে,
মোহিনী প্রকৃতি দেবী হ'য়ে আকুলিতা ।

৮

না গো ও শিশির নয়,—
তরল মুকুতাচয়,
ঝরিয়া পড়ে গো নিতি মোদের হৃদয়ে ;
উষার নয়ন-জলে,
নিরাশা-বাড়ব জ্বলে,
তাইতে সে জল ঝরে মুকুতা হইয়ে ;
অদিতি-নন্দিনী উষা,
গোলাপী-বরণা যোষা,
অনিরুদ্ধ তরে কাঁদে বায়ুর আলয়ে।

যেমতি বরণ-দ্যুতি,
তেমতি মনের (ও) গতি,
ঢল ঢল করি মোরা ভাবের সাগরে ;
তাই বাসি প্রেমিকেরে,
তাই বাসি সুন্দরীরে,
"ফুল কবি" বাঁধে মোরে চির-প্রেম-ডোরে ;
সুন্দরতা কি যে ধন,
উদারতা কি যে ধন,
সুন্দর ভাবুক বিনা বোঝে কি অপরে ?

১০

নিরাশ প্রণয়ানলে,
শান্তি-জল দিই ঢেলে ;
নিজে গিয়া দূতী হ'য়ে, বুঝাই নারীরে :
সৌন্দর্য্য-গরব বৃথা,
জানাবারে এই কথা,
শুকাইয়া যাই তার চক্ষের উপরে ;
যায় গো গলিয়ে হায়,
হৃদয় গলিয়ে যায়,
ফোটে গো প্রেমের ফুল নারীর অন্তরে ।

১১

বিনা-আমা-সবাকার,
উপকরণের আর,
কিবা আছে পূজিবারে প্রেম-প্রতিমারে ?
বিদ্যার কুন্তল-মাঝে,
সুন্দরের চাঁপা রাজে,
শোভে নারী-কম-কণ্ঠ বেলফুল-হারে ;
হতাশ পুরুষ হায়,
কি দিয়ে তুষিত তায়,
যদি না থাকিত ফুল এ ধরা-মাঝারে ?

১২

আইলে গো দশভুজা,
আইলে সুখের পূজা,
কি সাজে স্বামীরে ভেটে বঙ্গের কামিনী ?
নববধূ, নববর,
সুখের বাসর-ঘর,
কোন্ উপাদানে শোভে বিবাহ-রজনী ?
আমরা গো ফুলবালা,
কচি কচি দেব-বালা,—
আমরাই করি সবে মোহন, মোহিনী।

১৩

মল্লিকা ও মাধবীরে,
পবন মিলায় ধীরে,
চির সখিত্বের পাশে বাঁধে দোঁহাকারে ;
শিখি সেই কারিগরি,
যতন প্রয়াস করি,
মোরাও নারীর সাথে মিলাই নারীরে ;
আদরিণী বঙ্গনারী,
'গোলাপ' 'কদম' করি,
কত শত প্রিয়নামে সম্ভাষে সখীরে !

১৪

কে আছে মোদের সম ?
বীরনারী নিরুপম,—
শকুন্তলা-সীতা-সখী জাগে এ অন্তরে
কণ্বসুতা ভগিনীর,
বিশ্বসুতা সঙ্গিনীর,
বিদায় কালের বাণী বিদিত সংসারে !
অদ্যাপিও তাই স্মরে'
অশোক ঝরিয়া পড়ে'
নব মল্লিকার চক্ষে বারিধারা ক্ষরে।

১৫

সরল তরল প্রাণ,
ধরা-আপনার-জ্ঞান,
হেন মৃত মহাত্মার সমাধি-উপরে,
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটি মোরা,
সুবাসে মোহিত তারা,
ধরার যন্ত্রণা ভোলে মুহূর্ত্ত-ভিতরে !
চূর্ণিত-চূর্ণিত হিয়া,
ওফিলিয়া ছাড়ে কায়া,—
মৃতদেহে জড়াই গো কতই আদরে !

১৬

অদভুত ইহা হ'তে
কি আছে এ অবনিতে ?
একেবারে উঠি গিয়া দেব-শির-পরে।
তোমারা চরণ লাগি,
হও গো সর্ব্বস্ব-ত্যাগী,—
বিনয়-তপস্যা-বলে মোরা উঠি শিরে !
যদি সবে মোক্ষ চাও,
আমাদের সঙ্গ লও,—
দরিদ্র পতঙ্গ যথা মোদের উদরে !

১৭

"ফুলকবি" পূজে মোরে,
মোর গুণ গান করে,—
তাই গো রজনী যবে নামে এধরাতে,
দুর্ব্বাদল-পরশিনী,
পরীর নূপুর-ধ্বনি
শুনাই মোদের কুঞ্জে, লুকায়ে নিভৃতে।
(অপরের অগোচর !)
নক্ষত্রের মনোহর,
কলকণ্ঠ-গীত-ধ্বনি, শুনাই নিশিতে।

১৮

বড়ই সুন্দর মোরা !
তাই এই বসুন্ধরা,
কথায় কথায় করে মোদের উপমা ;–
চাঁপা সম বর্ণ হবে,
পদ্ম সম চক্ষু হবে,
তবেই, নচেৎ নয় নারীর গরিমা।
মোদের সুমুখ রাজে
সকল মঙ্গল কাজে,
আমাদের মহিমার নাহি কভু সীমা !

১৯

আমরা গো আহ্লাদিনী,
সাজ বেশ নাহি জানি,
তাই গো নিজের হাতে প্রকৃতি রূপসী,
সাটী দেয় পরাইয়া,
কেশ দেয় জড়াইয়া,
ধরেগো মুখের কাছে সরসী-আরসী ;—
"ফিক্" করে' হাসি মোরা,—
অমনি হাসে গো ধরা,
হেসে উঠে একবারে রবি, তারা, শশী !

২০

ললাটে সিন্দূর পরি,
নিতি নববেশ ধরি,
তবুও কুমারী মোরা ধরার দেবতা !
প্রেমিকে প্রেমিকা-সাথে,
ভালবাসি মিলাইতে,
নিজে প্রেম নাহি করি, অপূর্ব্ব বারতা !
একান্তেতে যে আহ্লাদ,
উভয়ে যে পরমাদ,
জানে অভাগিনী নারী, পুরুষ-সেবিতা।

২১

ভ্রমরাও প্রজাপতি,
বায়ু, রবি, নিশাপতি,
সতত প্রেমের কথা কহে গো আসিয়া ;
আমরা গো ফুলবালা,
কচি কচি দেববালা,
কিন্তু মোরা ধরে থাকি বীর-নারী-হিয়া ;
তোষামোদে গলি হায়,
অবুদ্ধি মানবী-প্রায়,
ভাবিনা, ভাবিনা, কভু গরলে অমিয়া।

২২

ভাল কথা এল মনে ;—
আমাদেরো বৃন্তাসনে
আছে গো অমিয়া রাখা মৃত সঞ্জিবনী !
অন্তরে অন্তরে ঢাকি
গরলও রেখে থাকি,—
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সে তেমনি।
ঘোর শমনের অরি,
মোর বলে ধন্বন্তরি ;
মোদের সমান গুণী ধরে কি অবনি ?

২৩

শুনেছ নূতন কথা ?
মোরা যত দেবসুতা,
নারীর জনম ধরি, নরের সতিনী !
নারীগলে কুতূহলে,
নাচি মোরা হেলে দুলে,
পুরুষে দংশন করে ঈরিষা-সর্পিণী।
ফুলে ফুলে সম্মিলন,
তাও কি গো অসহন ?
কে কোথায় শুনিয়াছে এমন কাহিনী ?

২৪

মোরা বড় ধনবতী,
কত শত হীরা মতি,
করে সদা ঝল মল মোদের হিয়ায় ;
পেলব পল্লবে শুই,
দেখ বায়ু ভৃত্য ওই
দোলায় সুখের দোলে, চামর ঢুলায় ;
তরু লতা মনোহরা,
তাদের (ও) গো রাণী মোরা ;
আমরাই স্বাদু ফল, মোহে নর যায়।

২৫

কত শত নর নারী,
হয় রাজা রাজেশ্বরী,
হেরিয়ে মাহেন্দ্র-ক্ষণে ডুমুর-কুসুমে !
কত শত কবিবর,
কত শত বীরবর,
শিরে জয়মাল্য পরি, ধন্য হয় ভূমে !
গুণহীন নারী নরে,
কিংশুক বিদ্রূপ করে,—
মোরা—
উত্তমে অধম করি, উত্তম অধমে।

২৬

দীন হীন ভিখারিণী,
হয় গো রাজার রাণী,
মোরা সবে ফুটি গিয়া তাহার কুটিরে !
আমরা রজত হেম,
অমার সখিতা-প্রেম,
সৌন্দর্য্যের সার মোরা ভুবন-ভিতরে।
কেনা আমা সবে ডরে ?
কেনা ডরে ফুলশরে ?
দেখ, দেখ—
ভুবন-বিজয়ী মোরা ঈশ্বরের বরে।

গোলাপ।

(১)

আয়, আজি তোর তরে গাই নব গীত,
ওলো কুসুমের রাণি !
যথা বায়ু কাণে কাণে, তুষিবারে তোর প্রাণে,
কহে প্রেমের কাহিনী ;
যথা ওই মধুকর, করে গুন্ গুন্ স্বর,
তোর ভুলাইতে প্রাণী ;
আয়, আজি তোর তরে, গাই নব গীত,
ওলো কুসুমের রাণি !

(২)

সুন্দর সামগ্রী ফুল ! হেরিলেই মন
উঠেরে নাচিয়া ;
কত সুখ হয় চিতে, সুধাকরে নিরখিতে,
রজনী জাগিয়া !
রতি-মনো-বিনোদন, কনক কমল যেন,
রয়েছে ফুটিয়া ;
সুন্দর সামগ্রী ফুল, হেরিলেই মন,
উঠেরে নাচিয়া।

(৩)

তাই তোরে সমাদরে, বঙ্গ কুল-বালা
বাঁধেরে খোঁপায়,—
অধরে মধুর হাসি, সুখবরী পরকাশি'
পতিরে দেখায় ;
তুষিতে হৃদয়েশ্বরী, দূতীপদে তোরে বরি'
তাইরে ইংরাজ মহাপ্রাণ,
গোলাপ গোলাপী করে, দেয় কত সমাদরে—
আনন্দে অজ্ঞান।

(৪)

কণ্টকে আবৃত তুই, তাহাতে মানব
ডরে কি কখন ?

রুধির বহিয়ে যায়, তথাপি অবাধে ধায়,
লভিতে রতন।
তোরে যবে করে পায়, সব দুঃখ ভুলে যায়,
ফুরায় যাতন।
গুণেরই সমাদর, হয় এ পৃথিবী'পর,
লো ফুল-শোভন!

(৫)

তোর তরু কাঁটা ধরে যে নিয়ম বলে,
কুসুম-ঈশ্বরি ?
সেই সে নিয়ম বলে চারু শতদল দোলে,
মৃণাল-উপরি ;
সেই বিধি অকাতরে মুকুতা সৃজন করে
জলধি-ভিতরি ;
চপলা মেঘের ক্রোড়ে, বঙ্গ কুলীনের ঘরে,
রূপময়ী নারী।

(৬)

তুমি নাকি বিনোদিনী! ফুটিতে না হেথা
ভারত-ভিতরে ?
ভারতের দুঃখ-কালে ভারত কুসুম দলে,
বরিল তোমারে ;
ভারতের লক্ষ্মী তুমি, পবিত্র ভারত ভূমি
পাইয়া তোমারে ;—

ছুটাও যশের বাস, কলঙ্কের হোক্ হ্রাস,
এ দুঃখ-তিমিরে।

(৭)

আয় আজি তোর তরে, গাই নব গীত,
ওলো কুসুমের রাণি!
তোর রাঙা বর্ণ হেরি, বাসর-কামিনী স্মরি,
হয় হরষিত প্রাণী,—
তোর শ্বেতবর্ণ হেরি, বঙ্গের বিধবা স্মরি
হয় আকুল পরাণী;—
আয় আজি তোর তরে গাই নব গীত,
ওলো কুসুমের রাণি!

একটী শুষ্ক গোলাপ ফুল দেখিয়া।

১

ছিলে তুমি ফুল,
প্রকৃতির সোহাগের ধন;
উদ্যানেরে আলো করি, ছিলে তুমি ফুলেশ্বরি!
ভুলাইতে সকলেরি মন,—
ভ্রমর চটুল, হইত আকুল,
করি তব মুখ-পরশন!

২

এবে শোভাহীন,
মধুরিমা হয়েছে বিলীন।
গতশ্রী বিদ্রূপ করি, মৃত গন্ধ আছে মরি,
তাহে নাহি ভোলে অলি-মন—
ওই অলি ধায়, ওই অলি যায়,
গন্ধময়ী মালতী-সদন !

৩

শোন্ রে গোলাপ—
তার সনে করিয়া আলাপ,
কহ তার কাণে কাণে, "কেন দুঃখ দেয় প্রাণে,-
কেন রে বাড়ায় মনস্তাপ ?
তপন উদিবে, সেও শুকাইবে,
ফুরাইবে যৌবনের দাপ।

৪

হায় ! এই ভবে,
চিরস্থায়ী কে কোথায় কবে ?
আশাময়ী আশা করি, চাহ প্রজাপতি ধরি,—
প্রজাপতি কোথায় পলায় !
যাক্ কিছুদিন, হবে শোভাহীন,
তুমিও এ গোলাপের প্রায়।"

———

উন্মাদিনীর কাহিনী।

১

আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী!—
ভাদ্র-ভাগীরথী-পারা ছুটিছে আনন্দ-ধারা;
আবার হাসিয়ে সারা চন্দ্রহাসা যামিনী!
রজনীহাসার বাসে আবার মেদিনী হাসে;
পতির আসার আশে পুলকিতা কামিনী!
বর্ণে অতসীর ফুল, কর্ণে কনকের দুল,
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-সাজে, রাজে কুল-কামিনী!
আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী।

২

ছুটিছে এয়োর দল, সর্ব্ব-অঙ্গে কোলাহল;
ছুটিছে বালিকাদল, সর্ব্ব-অঙ্গে দামিনী!
বাজে শঙ্খ, জ্বলে ধূপ, একি শোভা অপরূপ;
রূপ যে ফাটিয়া পড়ে তোর, হর-কামিনী!

৩

হেরিবারে নরবলি আবার কি কুতূহলী
হয়েছিস্? একি সাধ, একি সাধ অম্বিকা?
কে আর পূরাবে সাধ? নাহি সে সোণার চাঁদ,—
আমার সে লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী বালিকা!

৪

ভুলিলি কি দশভুজা ? হইত গো দুর্গাপূজা,
বোধনে ও আমন্ত্রণে আমাদেরো দালানে !
সেই মহাস্নানদ্রব্য, গন্ধ, বাস, পঞ্চগব্য,
আসে না আসে না আর এই মহাশ্মশানে !

৫

সেই আঙুলের দাগ, বাছার সে রক্তরাগ,
এখনো লাগিয়া আছে এই পূজা-দালানে !
হো হো হো হো, হাসি পায় ? সে দাগ কি ধোয়া যায়,
চির রাঙা রক্তজবা গিরিজার বাগানে !

৬

মনে নাই, মহামায়া ? তোর ও চরণ-ছায়া,
পড়েছিল শেষবারে যবে এই ভবনে,
রূপে গুণে মহাধন্যা, আমার বালিকা কন্যা,
সাষ্টাঙ্গে নমিয়াছিল তোর রাঙ্গা চরণে !

৭

তোর সেই সিংহাসুর, কার্ত্তিকের সে ময়ূর,
হেরি কত হাসি খুসি আমার সে বালিকা !
শুনিয়া সানাই বাঁশী, কচি মুখে উচ্চ হাসি !
কোথায়, কোথায় গেল সে গোলাপ-কলিকা !

৮

তোর পানে চেয়ে চেয়ে, ননীর পুতলি মেয়ে,
দিল কত করতালি, মহানন্দে মগনা,—
পাষাণী ! পাষাণ-মেয়ে, নাহি বুঝি তোর চেয়ে ?
তাই তারে কেড়ে নিলি ওলো হর-ললনা !

৯

বাড়িল উৎসব-যাগ ! এক পাল এল ছাগ ;—
সেই ছাগ মধ্য হ'তে, শিশুছাগ তুলিয়া,
আমার বালিকা মেয়ে, এক দৃষ্টে রয় চেয়ে !
"ইহারে পালিব আমি," বলে উচ্চ হাসিয়া।

১০

"বলির সামগ্রী ও যে, দশভুজ দশভুজে,
লইবেন দশ ছাগ—যারে তুষ্ট বালিকা !
না বধিলে ওর প্রাণ, হবে মহা অকল্যাণ,—
ছাড়্ ছাড়্ ছাগশিশু,—রুষিবেন অম্বিকা !"

১১

"কালি ছাগবলি হবে ! এ দুষ্টামি কে রে সবে" ?-
ছাড়ি দিল ছাগশিশু, মহাক্ষোভে বালিকা !
সজল সে আঁখি-তারা, আমরি কি মনোহরা !
শিশিরে উজ্জ্বল যেন শতদল-কলিকা !

১২

সে রাত্রিতে গৃহ-বাসী, নরনারী, দাসদাসী,
হেরিল অদ্ভুত স্বপ্ন—যোগমায়া আসিয়া,
"চাহি না রে ছাগবলি, চাহি না রে ছাগবলি,
ছাগবলি মহাপাপ" কহে দেবী রুষিয়া !

১৩

পরদিন শশব্যস্ত, মোরা সবে ভয়ত্রস্ত,
কহিলাম "ছাগবলি দাও তবে তুলিয়া !"
"এও কি সম্ভব হয় ? মিথ্যা স্বপ্নে এত ভয় ?"
কহিলেন গৃহকর্ত্তা, সকৌতুকে হাসিয়া !

১৪

বাজিল রে শঙ্খ ঢোল, একি উৎসবের রোল,–
একে একে নয় ছাগ বলি হলো আঘাতে !
হেরি সেই লোহু-রাশি ! মা হাসিল অট্টহাসি !
রোষাগ্নি উঠিল জ্বলি লোচনের সীমাতে !

১৫

দশম ছাগেরে যবে, বলি দিতে উচ্চ রবে,
আগ্রহে তুলিল খাঁড়া, তুই ভুজ আস্ফালি !
বালিকা ধাইয়া ছুটে, ঘাতকের পদে লুটে ;—
কোথা দুর্গা ? দুর্গা হলো নৃত্যকালী করালী !

১৬

"থাকিতে আমার প্রাণ, হবে না এ বলিদান,
আমি ভালবাসি ওরে"—কহিল রে বালিকা !
তবু অসি সর্ব্বনাশী, পড়িল কণ্ঠেতে আসি,—
আমার বালিকা হলো ছিন্নমস্তা কালিকা !

১৭

হতবুদ্ধি, দাঁড়াইয়ে, মহা ভয়ে চীৎকারিয়ে,
ঘাতক কহিল কাঁদি "একি কাণ্ড করিলাম" !
আমি কাটামুণ্ড চূমে, পড়িয়া রহিনু ভূমে,—
আগমনী না ফুরা'তে কি বিজয়া হেরিলাম !

১৮

তার পর, কত বর্ষ, লয়ে দুঃখ, লয়ে হর্ষ,
এল গেল—কিন্তু তবু কি জাগ্রতে, স্বপনে,
হেরি সেই ভীমা শ্যামা ! নেচে নেচে কহে বামা-
"জীবে দয়া নাহি যথা, থাকিনে সে ভবনে।"

১৯

"উপাসনা, আরাধনা, সকলি রে বিড়ম্বনা—
সর্ব্বজীবে বাসে যেই, সেই উপাসক রে !
আমার পূজার ছলে, নরনারী দলে দলে,
আজি বাঙ্গালির ঘরে প্রচণ্ড ঘাতক রে !

২০

"হেরিয়া শিশুর মুখ, মা যেমন পায় সুখ,
ঘন ঘন দেখে যথা বাছার বদন রে,
মোরো স্তনে দুগ্ধ বয়, কত হয় সুখোদয়!
ছাগেরও মুখচন্দ্র করিয়া চুম্বন রে।

২১

"ছুঁইলে একটি পাতা, সর্ব্বাঙ্গেতে বাজে ব্যথা,—
আমি লজ্জাবতী লতা, বিশ্বের জননী রে!
রুধিরে করায় স্নান, সহে না এ অপমান;—
চন্দন-চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপনী রে।"

২২

আবার এসেছে বঙ্গে সেই সিংহবাহিনী!
ভাদ্র-ভাগীরথী-পারা ছুটিছে আনন্দ-ধারা,
আবার হাসিয়ে সারা চন্দ্রহাসা যামিনী!
রজনীহাসার বাসে আবার ধরণী হাসে,
পতির আসার আশে পুলকিতা কামিনী!
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-সাজে কুলের কামিনী রাজে,
আমি কিন্তু একি হেরি, কিবা দিবা রজনী?
চারিধারে, চারিধারে, রুধিরাক্ত অবনি!*

* ছাগমাংস-প্রিয় পাঠকেরা বলেন যে, এই মাংস মা ভগবতী স্বয়ং খান্ না, তিনি অসুরকে খাওয়ান্। হা অদৃষ্ট! তামসিক ভক্তের পাল্লায় পড়িয়া, শেষে করুণাময়ী বিশ্বজননীও কি guilty of abetment হইলেন?

বাকি পাঁচ শত রূপেয়া।

১

আবার এসেছে পূজা ; দশভুজা হাসিছে !
জিনি হরিদ্রার বর্ণ, জিনি অতসীর স্বর্ণ,
বদনে বালেন্দু-আভা উথলিয়া পড়িছে !
হেরিয়া মায়ের মুখ, সবারি ভরিল বুক ;—
মোহিনী রাগিণী কত প্রাণে আজি জাগিছে !
ভক্ত সন্তানের পানে, বিকশিত-দুনয়ানে,
অপাঙ্গে করুণা-ধারা, মা অভয়া চাহিছে !
বিশ্ব আজি হাস্যময়,—উমাশশী হাসিছে !

২

বহে প্রীতি-পারাবার, যেন এক পরিবার
সারা বঙ্গ !—মুক্তাবলী বদ্ধ এক বাঁধনে !
আমি মাত্র এক-ঘরে, একাকিনী আছি পড়ে ;
তুষাগ্নি হৃদয়-মাঝে, কালিমা এ আননে !

৩

মোরো গৃহে একদিন, বাজিত আনন্দ-বীণ !
উথলিত হৃদিকুঞ্জে পিককুল-কাকলী !
সেই প্রমোদের পটে, প্রীতি-যমুনার তটে,
বাজিত গো নিশি দিন মধুময় মুরলী !

৪

মুখরিত-অলিপুঞ্জে শিখীময় হৃদিকুঞ্জে
জাগিত শ্যামার শিস্, দোয়েলের লহরী,
কদম্ব উঠিত ফুটি, হরিণী আসিত ছুটি,
প্রাণ-বৃন্দাবনে যবে বাজিত রে বাঁশরি !

৫

ছিলাম সৌভাগ্যবতী ; কতই বাসিত পতি !
হৈমবতী সম ছিনু পতি-অঙ্ক-ভাগিনী !
নয়নের মণি জিনি, আদরিণী, সোহাগিনী,
ছিল গো দুহিতা-রত্ন, মহানন্দ-দায়িনী !

৬

কোথা সে মুখর-অলি ? কোথা সে চাঁপার কলি ?
কোথা সে গোলাপবালা, ঢল ঢল শিশিরে ?
কোথা শুক্লা চিরানন্দা ? এ যে অমানিশি অন্ধা !
মোর চক্ষে বসুন্ধরা ঢাকা ঘোর তিমিরে !

৭

এসেছেন সারাৎসারা, একি আনন্দের ধারা !
বালবৃদ্ধ নরনারী সকলেই নাচিল !
আমি মাত্র অভাগিনী, বসে আছি একাকিনী !
একটি মলিন হাসি অধরে না জাগিল !

৮

বয়ঃস্থা হইল কন্যা, রূপেতে গুণেতে ধন্যা,
তবুও অনূঢ়া রহে আমাদের ঝিয়ারি !
আমরা করিনু পণ, হবে পাত্র অতুলন,
তবেই অর্পিব তারে এ অপূর্ব্ব কুমারী !

৯

করি বহু অন্বেষণ, এমে পাশ অতুলন,
দুহিতার যোগ্যপাত্র, অবশেষে জুটিল !
কিন্তু তবু হোলো ক্ষোভ, একি সর্ব্বনাশা লোভ !
দশটী সহস্র মুদ্রা পিতা তার চাহিল !

১০

কে শুনিবে অনুরোধ ? একেবারে কর্ণরোধ !
বঙ্গের বেয়াই, তব নাহি বুঝি কাণ গো ?
হাত পা পাষাণে গড়া, হে মূরতি মনোহরা,
হে বেয়াই, প্রাণে তব নাহি বুঝি সান্ গো ?

১১

একি সর্ব্বনাশা পণ ? হে বঙ্গের দুর্য্যোধন !
সূচ্যগ্র-সমান ভূমি কভু নাহি ছাড়িবে !
হে অপূর্ব্ব কুম্ভকর্ণ ! এ বিশ্বের যত স্বর্ণ,
নিদ্রাভঙ্গে, লীলারঙ্গে, উদরে কি ঢালিবে ?

১২

তবু সে সোণার চাঁদ, জামাই পাইতে সাধ !
আগ্রহ-আকুল মোরা হইলাম উভয়ে !
বাঁধা দিয়ে ঘর বাড়ি, আনিলেন তাড়াতাড়ি
রৌপ্যরাশি, স্বামী মোর প্রফুল্লিত-হৃদয়ে !

১৩

বিবাহ হইল যবে, নরনারী বলে সবে—
"ধন্য বর, ধন্য বধূ, দুই মনলোভার
এ বলে আমারে হের, ও বলে আমারে হের,—
মণি-কাঞ্চনের যোগে হয়েছে কি শোভা রে !

১৪

বিবাহান্তে কন্যা যবে, কাঁদিয়া আকুল রবে,
চলি গেল, আমি যেন ধনে প্রাণে মজিলাম !
"কেঁদ না—দুদিন পরে আবার আসিবে ঘরে"—
তার চক্ষু মুছাইয়া, নিজ চক্ষু মুদিলাম !

১৫

তিন চারিদিন পরে, আসিবারে পিতৃঘরে
হইল আকুল যবে, আমার সে সরলা,
আনিবারে গেল দাসী ; বেয়াই কহিলা হাসি,
"বাকি পাঁচ শত কই ? এত কেন উতলা ?"

১৬

বল বল, হে ধার্ম্মিক, তব কথাগুলি ঠিক্
অলীক স্বপন বুঝি, বেদান্তের মায়া গো ?
দিয়াছিলে সাত দিন, শোধিবারে এই ঋণ,
বঙ্গের বেয়াই তুমি বেহদ্দ বেহায়া গো !

১৭

পাইয়া জামাতা-রত্ন, দুদিন সুখের স্বপ্ন
দেখিলাম, মোহমুগ্ধ, দিবসেও জাগিয়া !
একদিন, তার পর, বহিল তুমুল ঝড় ;
কল্পনার অট্টালিকা গেল হায় ভাঙ্গিয়া !

১৮

জন্ম-জন্মান্তর-পাপে, নিয়তির অভিশাপে,
একি হলো ? ঘটিল রে অঘটন-ঘটনা !
অকস্মাৎ মৃত্যু আসি, নাথেরে ফেলিল গ্রাসি,—
মাথায় পড়িল গদা, হারাইনু চেতনা !

১৯

দারুণ সংবাদ পেয়ে, মূর্চ্ছিতা হইল মেয়ে !
রক্ত কমলিনী আহা হয়ে গেল শ্বেত গো !
তবু চাও "পাঁচ শত" ! একি তব কথামৃত !
বঙ্গের বেয়াই, তুমি মানুষ না প্রেত গো ?

২০

পড়েছি বিষম ঘোরে, আটকি রেখ না ওরে !
বঙ্গের বেয়াই, তুমি কি প্রশান্ত, স্থির গো !
ঐ যে দেয়াল খাড়া, উহাও গো দেয় সাড়া,—
বঙ্গের বেয়াই, তুমি অবাক্ বধির গো !

২১

মা মা করে নিশি দিন, কারাগারে হলো ক্ষীণ—
কে শুনিবে কথা তার ? কে বুঝিবে ব্যথা রে ?
গিরি-নির্ঝরিণী-পারা, কেঁদে কেঁদে হোলো সারা—
ঘুমায় তেত্রিশ কোটী স্বর্গের দেবতা রে !

২২

সকল রোগের অরি, তুমি ওগো ধন্বন্তরি !
মৃতেরে বাঁচাও তুমি, জগতে প্রচার গো !
অসাধ্য এ কর্ণরোগ ?—একি তব কর্ম্মভোগ !
বঙ্গে এসে অবশেষে মেনে গেলে হার গো !

২৩

এইরূপে ক্রমাগত, বহুমাস হোলো গত—
এইরূপে একদিন, মহাষ্টমী-দিবসে,
বসে আছি চুপ করি, গণ্ডে অশ্রু পড়ে ঝরি,—
"কি ছিলাম, কি হয়েছি !" ভাবিতেছি মানসে !

২৪

হেন কালে ত্বরা আসি, বেয়াইর বুড়া দাসী,
কহিল, "মা ঠাকুরাণী, কন্যা তব বাঁচে না"।
উঠিলাম শিহরিয়া
বক্ষঃ গেল বিদরিয়া
দিনু পত্র—হেন ভাবে ভিখারীও যাচে না।

২৫

উত্তরে আইল পত্র, কথামৃত দুটি ছত্র—
"এস নিজে—পাঁচ শত সঙ্গে যেন আসে গো"!
পাঠান্তে ভাবিনু মনে, "রাক্ষস মরেনি রণে—
ভারতের বুড়া ঋষি মিথ্যা কথা ভাষে গো!"

২৬

ছিল সোণা গাত্র যুড়ে, গেছে তা বিক্রমপুরে—
বাকি ছিল কয় গাছা স্বর্ণচূড়ি দু'করে;
আর ছিল স্বর্ণহার— স্মরি মুখ দুহিতার,
বিনিময়ে পাঁচ শত বাঁধিলাম আঁচরে।

২৭

লয়ে সেই বাকি টাকা, (আর কি গো যায় থাকা?)
বেয়াই-বেয়ান্-গৃহে উপনীত হইলাম!
পেয়ে শুভ্র রৌপ্যরাশি, বেয়াইর একি হাসি!
আমি দুহিতারে হেরি, উচ্চরোলে কাঁদিলাম!

২৮

পাইয়া আমার দেখা, ঊষার তারকা-রেখা,
ম্লান হাসি, দিল দেখা দুহিতার অধরে !
চুম্বিয়া আমার মুখ, আনন্দে কাঁপিল বুক,—
জন্মশোধ শুইল সে মোর বক্ষঃ-উপরে !

২৯

অকাল হেমন্ত আসি, লয়ে পাণ্ডু হিমরাশি,
তুষারে ডুবায়ে দিল সে কনক-নলিনী !
অকাল নিদাঘ আসি, লয়ে খর রৌদ্ররাশি,
নিঃশেষ শুষিয়া নিল সে রজত-তটিনী !

৩০

আবার এসেছে পূজা ; দশভুজা হাসিছে !
জিনি হরিদ্রার বর্ণ, জিনি অতসীর স্বর্ণ,
বদনে বালেন্দু-আভা উথলিয়া পড়িছে !
হেরিয়া মায়ের মুখ, সবারি ভরিল বুক ;
আমারি নয়নে শুধু অশ্রুধারা ঝরিছে।
আমি হেরি দিবারাতি,— আগ্রহে দু'হাত পাতি,
বিকট রাক্ষস এক অবিশ্রান্ত বলিছে,—
"বাকি পাঁচ শত চাই— বাকি পাঁচশত চাই !"
হের, ওর জঠরাগ্নি দাউ দাউ জ্বলিছে !

কদম্ব-সুন্দরী।

হ্যা দেখ, তোমারা কেহ যাও যদি কভু
মথুরায়, তীর্থ-ফল-রসাস্বাদ-আশে,
অথবা অজস্র-স্থান-দরশন-যশে
হইবারে যশস্বী, হেরি মন-সাধে
পর-পারে মনোহর সুন্দর "গোকুল"
(যমুনা, দুকূল সম, বেড়িয়াছে যারে !)—
"শ্যাম-কুঞ্জ", "নন্দগ্রাম", "চারু বৃন্দাবন"
"নিধুবন" "ব্রজবন" "গিরি গোবর্দ্ধন"—
—হেরি সব এই দৃশ্য, আনন্দে আকুল,
ভুল না, ভুল না কভু করিতে উজ্জ্বল
দুই চক্ষু, নিরখিয়া "কদম্ব-সুন্দরী",—
"কেলী-কদম্বের কুঞ্জে", যমুনার ধারে !
আর যদি হও তুমি বঙ্গের সন্তান,
বঙ্গের সাহিত্য-রসে হও যদি তুমি
রসবান, পাণ্ডা-মুখে "বিদ্যাপতি"-নাম
শুনি হর্ষে, নাচে যদি তোমার ধমনী,
(বিদ্যাপতি শুক্রতারা কবিতা-আকাশে !
বিদ্যাপতি কলপিক চির মধুমাসে !)—
অবশ্য হেরিবে তুমি, বিনা অনুরোধে
কেলি-কদম্বের কুঞ্জে, কদম্ব-সুন্দরী।

কেলি-কদম্ব কুঞ্জে যত তরু আছে,
প্রতি কদম্বের মরি বাকলে বাকলে,
লেখা আছে শ্রুতি-মধু প্রেমের কাহিনী !
পাণ্ডারা তোমার গলে বরগুঞ্জমালা
দোলাইয়া, শুনাইবে সে সব কাহিনী !

* * *

কোন্ কদম্বের তলে (গভীর তিমির,
বৃষ্টি পড়ে ঝর্ ঝর্, দলকে দামিনী !)
রাধিকা সুযোগ বুঝি, সখী-ছাড়া হ'য়ে,
মিলিলা একান্তে আসি, শ্রীকান্তের সাথে !
উপরে বিদ্যুৎ-মেঘ, ভূতলে আমরি
নব জলধর-কান্তি, স্থির সৌদামিনী !

* * *

কোন্ কদম্বের তলে, চন্দ্রাবলী-কাণে,
রঙ্গে দিলা দোলাইয়া কদম্ব-ঝুমুকা,
প্রেমাদরে রসোরাজ ;—সে সুরঙ্গ হেরি
অঙ্গভঙ্গে নাচে রঙ্গে ময়ূর ময়ূরী !
কোন্ কদম্বের তলে রাধা বিরহিণী
পঞ্চ দিন, পঞ্চ নিশি, অজ্ঞান হইয়া,
পালিলা বিরহ-ব্রত ! শিহরি শিহরি,
সে অশ্রু-পরশে মরি যত পুষ্পরাশি
গেল ঝরি ! আহা ! শোক-খিন্ন তরু

আর নাহি মুঞ্জরিল ; সেই দিন হ'তে,
চিরতরে বিসর্জ্জিল মুকুল, মঞ্জরি !
কোন্ কদম্বের তলে, শ্রাবণের দিনে,
(গুরু গুরু ঘন মেঘ গগনে গরজে !)
গোপিনীরা মহোল্লাসে, কাঁচলি আঁটিয়া,
দীঘল আঁচল যত্নে বাঁধি নিতম্বিনী
কটিতটে, হিন্দোলায় উঠিয়া বসিয়া
গাহিছে বর্ষার গীতি ; বাজিছে কঙ্কণ,
নূপুর-শিঞ্জন ; ছুটিছে হাসি-তরঙ্গ
তালে তালে ; ত্নয়নে বিদ্যুৎ খেলিছে !
হেনকালে অকস্মাৎ মড়্ মড়্ করি
একি শব্দ ! ভয়াকুলা দেখিলা চাহিয়া
গোপাঙ্গনা, অর্দ্ধভগ্ন কদম্বের শাখা—
এখনি ভূতল-লগ্ন হইবে হিন্দোলা !
কেহ চীৎকারিল উচ্চে, কেহ দড়ি ছাড়ি,
পড়ি গেল হিন্দোলায়, কেহ গেল মূর্চ্ছা !
—গোপাঙ্গনা-পুষ্প মাঝে ফুল্ল-কমলিনী,
গোপিনী-মণির-মাঝে কহিনুর্-মণি,
ব্রজ-আনন্দ-দায়িনী, স্মরিয়া কেশবে,
কহিলা "রক্ষ হে নাথ, রক্ষ এ দাসীরে,
—বিপদ-কালের বন্ধু, দীন-বন্ধু কোথা ?"
আইলা পুণ্ডরীকাক্ষ, হাসিয়া হাসিয়া,

পর্শিলা তরুর দেহ ! ভগ্ন শাখা মরি
হ'ল লগ্ন, দূরে গেল গোপীর কুস্বপ্ন !
ফিরে এল উচ্চ হাসি, হিন্দোলে দোলন,
নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন !

* * *

এত বলি সুচতুর পাণ্ডা, সুগম্ভীরে,
দেখাইবে তোমা সেই ভগ্ন-শাখা-চিহ্ন,
সন্ধি-স্থলে ; তুমি কিন্তু হেস না'ক হাসি
বিদ্রূপের ; হে ধীমান, জান না কি তুমি,
ক্ষুধার্ত্ত আত্মার ইহা অমিয় সমান
সুখাদ্য ? বালক যথা আরসি নিরখি,
চুম্বি প্রতিবিম্ব-মুখ পায় মহাসুখ,
তেমতি সত্যের ছায়া, মধুর কল্পনা,
বিতরে অতুল সুখ নর-নারী-চিতে !
অজাগর সর্প যথা চন্দন-তরুরে,
আবেষ্টিয়া, হলাহল সধূম, উগারে,—
নর-চিত্তে অবিশ্বাস-পন্নগ তেমতি !
শৈশবের সরলতা হারায়ে ফেলেছি,
না জানি কি পাপে ! কবি যদি বলে—
"নক্ষত্র-কুসুম ওই ফুটেছে আকাশে,
"জ্বল্ জ্বল্ দুলি দুলি মন্দাকিনী-জলে
"ভাসে ওই দীপাবলি। দেয়ালি-উৎসবে

"মাতিয়াছে বুঝি যত দেবের অঙ্গনা"—
শুনি কথা (মূর্খ-কবি-বাতুল প্রলাপ!)
হেসে মোরা হই সারা, বুদ্ধি-বিমাতার
শ্রী-চরণে দিই মোরা অর্ঘ্য-উপহার!

* * *

সখা হে, মিনতি করি, মনে কর সেই
সরস শৈশব-কাল ; উষায়, প্রদোষে,
চাঁদনি-নিশীথে, শশব্যস্তে টানি শ্বেত
অঞ্চল, বৃদ্ধা পিতামহী-মুখে কত কি
শুনিতে! বিষাদ-হর্ষে হাসিতে, কাঁদিতে।
এবে তুমি গৃহে ফিরি নিশীথে, প্রদোষে,
ক্লান্ত-দেহ, তব এই যৌবন-বসন্তে,
(মম এই অনুরোধ!) আবার শুনিও,
বৃদ্ধা পিতামহী-মুখে অলীক কাহিনী
সেই সব, সেই সব আষাঢ়ের কথা!—
বুঝিবে তখন সখে কল্পনা রঙ্গিনী
কত যাদু জানে, কিবা সুধারাশি ঢালে
বাঙালির দাবদগ্ধ মুমূর্ষু-পরাণে!

* * *

এই তরু—দেখিছ না? সম্মুখে তোমার
আপাদমস্তক ওর ছাইয়া গিয়াছে
ফুলে ফুলে। কি লাবণ্য! হয়েছে ধরণী

ধন্য, ধরি ওরে বক্ষে—শিহরি শিহরি,
মরি মরি, যেন তরু নব পুষ্পান্বিত
হইতেছে, পলে পলে চক্ষের উপরি
ভব, যেন বিরহিণী প্রকৃতি-রাধিকা,
শুভক্ষণে নেহারিয়া মদন-মোহনে,
পুলক-রোমাঞ্চে ভরা, পীন-পয়োধরা,
প্রফুল্লিত-কলেবরা, যৌবন-মাধুর্য্যে,
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য ! ধরিয়াছে বনলক্ষ্মী
যেন, আপনারি হস্তে, ব্রজ-ভূমি-শিরে,
সুবিচিত্র আতপত্র পরম কৌতুকে !
ইহারো কাহিনী আছে—শোন মন দিয়া,
ধর্ম্ম-কথা পাণ্ডা-মুখে। আহা কর্ম্ম ফলে
এ তরুটি ছিল সদা, দীন হীনবেশে,
(তরু-রাজ্যে মরু যেন !) পর্ণ-পুষ্প-হারা
তার পর, এক দিন, পুণ্যপুঞ্জ-ফলে
রাধিকার, পূর্ণ হ'ল কুসুমে কুসুমে !
সুন্দর কাহিনী সেই ! এমনি বাদর !
গর্ভিণীর তৃপ্তিকর সুন্দর সুগন্ধ
হিল্লোলে উঠিতেছিল মেদিনী হইতে !
কুঞ্জে কুঞ্জে তপাসিয়া মদনমোহনে
বিরহিণী, ক্লান্ত হয়ে বসিলা আসিয়া,
পত্রপুষ্পহীন আহা এই তরুতলে—

খিন্ন-মনে, ছিন্ন যেন সরসী-নলিনী!
রাধিকার অশ্রুজল ঝর্ ঝর্ ঝরে
পড়িল তরুর মূলে! প্রাণ-শূন্য তরু
তবু অচৈতন্য! ব্রজাঙ্গনা আঁখি মুদি,
ধ্যানে হইলা মগনা, যথা পুরাকালে,
হে ভবেশ, তব তরে পার্ব্বতী সুন্দরী
করিলেন মহাধ্যান হিমাদ্রি-শিখরে!

* * *

আইল প্রদোষকাল—সন্ধ্যার প্রদীপ
ঘরে ঘরে লাগিল জ্বলিতে; ধ্যান-ভঙ্গে
রাধা, হেরিলা বিস্ময়ে—রত্নের দেউটি
জ্বলিছে সম্মুখে তাঁর, বামদেশে তার
সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তি!
কি উজ্বল কেশ!
জ্বলিছে কাঞ্চনে যেন প্রবাল-মুকুতা!
দুটি চক্ষু নীলমণি-প্রভা; সর্ব্ব অঙ্গে
নীলাম্বরী সাটী, বরাঙ্গের সাথে গেছে
মিশি, জলে জল যথা! কর-যুগে
প্রস্ফুটিত নীল-পদ্ম, মৃণাল-বাঁশরি!
ঈষৎ মুচকি হাসি, কহিলা মূরতি
গোপিনীরে, "ব্রজাঙ্গনে, চিনিতে নারিলে
মোরে? তপন-নন্দিনী আমি, যমুনার

অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এই লও আনিয়াছি
তব তরে মৃণাল-বাঁশরি” এত বলি
দেবী, অদৃশ্য হইলা।
সুস্বপ্ন হেরিলে,
খেলে যথা মৃদু হাসি সুপ্তের অধরে,
হাসিলেন হরি-প্রিয়া ; তুলি সে মুরলী,
পরীক্ষিলা মহাহর্ষে উলটি পালটি
কতবার। তার পরে অধরের রন্ধ্রে
বাঁশরির রন্ধ্র মিলাইয়া, আনমনে
(যেন গো স্বপনে !) বাজাইলা। একি লীলা !
কি কুহক জানে এ বাঁশরি ! আইলেন
পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে, সখাগণ
গাহিতে গাহিতে, গোষ্ঠ-গীতি ; ব্রজনারী
সারি সারি, মুখরিত কাঞ্চী ও শিঞ্জিনী,
আবীর-কুঙ্কুমে-মাখা লালে লাল সাড়ি,
আঁখি ঠারি, রঙ্গভঙ্গে গাহিতে গাহিতে,
আসি উপস্থিত তথা চক্ষের নিমেষে !
একি মহোৎসব ! বুঝি আবার আইল
দোল পূর্ণিমার দিন গোপ-গোপী-মাঝে ?
কি কুহক ! সে আনন্দে শিহরি শিহরি,
ভরি গেল পত্রপুষ্পে কদম্ব-তরুটি !
লো বাসন্তি, তোর মৃদু চরণ-পরশে,

হরষে কি জাগে হেন তরু-পুষ্প-লতা ?

* * *

হেরি শুনি এই সব হও যদি ক্লান্ত,
অগ্রসরি কিছু দূর, সেই তরু-কুঞ্জে
(বৃহৎ নিকুঞ্জ সেই যমুনার ধারে !)
চারিধারে পিয়াল ও তমালের রাজী,
জটাজূটময় কত বট ও অশ্বথ
(নিত্য সনাতন তরু) শিরিষ, বকুল,
অসংখ্য কদম্ব আর দেবদারু তরু,
ক্ষীরফল, আম, জাম, রসালের শ্রেণী—
(যেন কোন নরপতি, দূরদেশ-বাসী,
আসি এই বৃন্দাবনে, তীর্থ-দরশনে,
করেছে স্থাপন মরি নয়ন-রুচির
এ শিবির !) হেরি নীর নীল কালিন্দীর,
প্রক্ষালিও হস্তপদ ; তার পরে যদি
থাকে মতি তব তাম্র-কূটে, জোগাইবে
পাণ্ডা, মহাযত্নে, খম্বীরা তামাকু' চারু,
সরু "হুঁক্কা" অনুচ্ছিষ্ট—অভীষ্ট যেমতি
তোমার ; তুমিও রঙ্গে ধূম্রপান করি,
(লো হুঁক্কে, নিদ্রার সখি, শান্তি-সহচরি,
তোর ঐ চক্রাকার ধোঁয়ার পরিধি
চক্রে চক্রে আনে সু-শান্তি, ক্লান্তি করি

দূর, শূর-তুল্য করি, চিরদুঃখীজনে
বঙ্গের।) তুমিও রঙ্গে হেরিও সলিলে
কচ্ছপের জলক্রীড়া, আর তরুশিরে
মহাদুষ্ট বানরের দন্ত-খিচিমিচি !

* * *

ঐ যে দেখিছ উচ্চে সুগ্রীব রাজার
বংশধর ; সারি সারি, বৃহৎ লাঙ্গুল
কাহারো, কাহারো ক্ষুদ্র—বুদ্ধিতেও ওরা
উজ্জ্বল উপাধি-ধারী ! ছলে ও কৌশলে
রাজস্ব আদায় করে যাত্রীদের কাছে !
ঘাটেতেও দুই চারি মুদির দোকান
আছে তথা (পরামর্শ ভুল না, ভুল না !)
কিছু তথা ক্রয় করি, রাজস্ব-স্বরূপে
দিও তাহা বানর-রাজারে ; তা না হ'লে
হইবে দুর্গতি বড়, পরম লাঞ্ছনা !
আমি যবে গিয়াছিনু, দেখিলাম তথা
যাত্রী এক, মহা রুক্ষ আকৃতি প্রকৃতি,
অহিন্দু বাঙ্গালি-মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গের বেশ,
ধরিত্রী মুষ্টিতে তার, সর্ব্বক্ষণ মুখে
হুতাশন, শ্রীমুখে সিগার, হস্তে শোভে
বর্ড্‌স্‌ আই !—আমি যবে বানরবৃন্দেরে
দিলাম দক্ষিণা, চাহিয়া বাবুর দিকে

করিনু ইঙ্গিত দিতে কিছু।

"ড্যাম ইট" !

আমিত অবাক ! অগতির গতি সেই
শ্রীমধুসূদন, বিপদ-সিন্ধুর তরী,
দীনবন্ধু, দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ,
ডাকিতাম তার-স্বরে অন্তর-অন্তরে
তাঁরে। শুনিলা শ্রীহরি—দলে বলে নামি
আইল বানর দল; কাড়ি নিল যত্নে;
বঙ্গ-রত্নে দিয়ে ফাঁকি, সিগার তাঁহার
আর তাঁর brid's eye।

তার পর বাবু
হুইস্কি ও সোডার মতন মুখখানি
করি, কি হেরিলা ? হায় শিক্ষানবিশেরা
মহাসুখে টানে ধূম বৃক্ষ-শাখে বসি।
বাবু হইলা ক্রোধান্ধ ! "Damn beast" বলি
দিলা গালি;—শাখামৃগ, কিচিমিচি করি
আবক্ষলম্বিত সেই দাড়ির উপরে
বাবুর, ফেলিয়া দিল জলন্ত সিগার !
অনল্প পুড়িয়া গেল দাড়ি, অতি অল্প
হয়ে গেল অর্দ্ধদগ্ধ; প্রশান্ত বাবুটি
চাহিলেন ঊর্দ্ধ দিকে হতবুদ্ধি হয়ে,—
দাড়িগুলি গেছে উড়ি পাখী হয়ে যেন !

চতুর্দ্দিকে হাস্যরোলে আর গণ্ডগোলে
ঘাট হৈল পরিপূর্ণ; মর্কট-মণ্ডলি
হয়ে মহা কুতূহলি, করিতে লাগিল
আরো উচ্চে মুখভঙ্গি; পাণ্ডারাও তথা
মহারঙ্গী, যার তার ললাটে আহ্লাদে
দিল ফোঁটা; দুষ্ট এক বৈষ্ণব বালক
ছিল তথা, গাহিল সে তান মান লয়ে—
"হদ্দ মজা দুনিয়ার!
কৃষ্ণ-বধ হৈবে কোথা,
কংস-বধ হৈল সার;
হদ্দ মজা দুনিয়ার!"
যথা যবে রঙ্গালয়ে লাগিলে আগুণ,
আশঙ্কায় মরি, হুড়াহুড়ি করি, ছাড়ি
গ্যালারি ও পিট্, তাড়াতাড়ি বাহিরায়
সবে, অভিনেতা আর দর্শকমণ্ডলি,
চেয়ারে বেঞ্চেতে আর মানুষে মানুষে
হয় মুখামুখী, মুণ্ডে মুণ্ডে ঠকাঠকি,
চতুর্দ্দিকে উতরোল, ভীম গণ্ডগোল,
(খুলে গেছে দ্বার যেন বাতুল-আশ্রমে!)
সেইরূপে বাবুটির দাড়ির দগধে
বহিল তুমুল ঝড়; পড়িয়ে তুফানে,
সে রহস্য কাহিনীর নায়ক সুধীর,

দ্রুত, হইলা বাহির !

* * শঙ্কা হয় মনে—

পাছে নিন্দা বলে (হায়, মার্জ্জারের ভীতি
যথা কপোতের বক্ষে, তেমতি এ শঙ্কা !)
পাছে নিন্দা বলে "হে কবি, এ তব রীতি
কি রূপ ? রুচির মাথা খাইয়া কেমনে
এ গম্ভীর বর্ণনায় ব্যঙ্গের কাহিনী
আনিলে ? সভার মাঝে সংযত-প্রকৃতি
যেন কোন শিষ্ট লোক, হঠাৎ, সহসা
আরম্ভিল নৃত্য।"

সত্য ; মিথ্যা কভু নহে

হে বিজ্ঞ সমালোচক,—অনিত্য সংসারে
এমনিই প্রকৃতির রীতি ! বসন্তান্তে
নিদাঘ যেমতি ; দিনান্তে রজনী ; শুভ্র
জ্যোতিঃ—তার পাছে ছায়া ! তুমিকি জাননা
পতিহীনা হয়ে উন্মাদিনী, শব-বক্ষে
করে নৃত্য ? গৌরাঙ্গীর রূপরাশি ধরে
অতুল ঔজ্জ্বল্য, শ্যাম স্নিগ্ধ সাটী পরি,
জান না কি তুমি ?

জানি না, জানি না আমি !

মুর্খ আমি ;—জানি শুধু প্রদীপ জ্বালিয়া,
নিশীতে, (গৌরাঙ্গী সে ; রূপে গুণে সে গো

অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী !) জানি গো হেরিতে,
জ্ঞানশূন্য হয়ে, তার সুন্দর চিবুকে
আহা মূল্য-হীন তিল, (শশাঙ্ক-কলঙ্ক !)
অতুলনা ভবে !

সম্পাতে ছায়ালোকের
শাস্ত্রী যে, সে দার্শনিকে সুধাইও চুপে,
কেন হেন পাপপুঞ্জ এ মঙ্গল-ভবে ?
কেন হেন গ্লানি আহা কমলের হাস্যে ?
শিশু-আস্যে ? কেতকীতে ? যুবতী-যৌবনে ?

* * *

আমি শুধু (কবি আমি !) অবাক্ হইয়া,
হয়ে মাতোয়ারা, সেফালি-সৌরভে ; পিয়ে
সুধাংশুর সুধা, শারদী-নিশীথে ; হর্ষে
বসি চুপে, সেফালির সৌরভ-মণ্ডলে,
চিন্তি যবে—এ জগতে সৌরভ ও প্রীতি,
রমণী-কণ্ঠের গীতি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না,
সবি এক ; মরি মরি একই মৃণালে
শত শতদল-গাঁথা !—সে মাহেন্দ্র ক্ষণে,
আমি হেরি মর্ম্মস্পর্শী সে লাবণ্য-মাঝে,
বিশ্বচিত্তহারী সেই সৌরভ-মণ্ডলে,
বসি এক বিহঙ্গম, গরুড়-আকৃতি,
মুহুর্মুহু উদ্গারিছে ধূম !—কৃষ্ণ ধূম

পুঞ্জ পুঞ্জ জলধরে, চক্ষের নিমিষে
সৃজিছে। কুঞ্জর-বৃন্দ ঐরাবৎ-শুণ্ড
আস্ফালিয়া, অনর্গল ফেলিছে ভূতলে
ভীম শব্দে জল রাশি !—গোমুখীর শৃঙ্গে
জলের কল্লোল যথা !—গিরি-গোবর্দ্ধনে
ইন্দ্রের আক্রোশ যথা, রক্ষিতে তুহারে
হে ব্রজ, ব্রজের নাথ, শত্রু-দর্প-হারী,
হইলা যখন গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী !
হে পান্থ, একান্তে এই যমুনা-পুলিনে,
চারিধারে প্রকৃতির গরিমা-ঐশ্বর্য্য,
কি আশ্চর্য্য, হের এই কদম্ব-তরুটি
কি বিশাল !—অশ্বত্থের অন্তরের বন্ধু !
ভীম কান্ত সৌন্দর্য্যের একি সমাবেশ !
কাননলক্ষ্মীর যেন বিরাট স্বপন !
সৌখিন, সৌন্দর্য্য প্রিয় তেন কোন দৈত্য
পালিয়াছে নিজহস্তে এ যাদু-দুলালে !
কেলি কদম্বের কুঞ্জ যমুনার ধারে.
কি সুন্দর ! মনোহর দেব-ব্যূহ যেন !
চারিধারে উচ্চশির সেনার মণ্ডলি ;
তারি মাঝে রাজে এই কদম্ব তরুটি
মদনমোহন-কান্তি দেবসেনাপতি !
তরুটির পাদমূলে, ধবল মর্ম্মরে,

দেখিছ না ? দেবেন্দ্রের অপ্সরা-স্বপন !
বিচিত্র পাষাণ-মূর্ত্তি ! সীমন্তে সিন্দুর
পাষাণীর, পা দুখানি অলক্তে রঞ্জিত !
গলে বরগুঞ্জমালা !—কদম্বের কুঞ্জ
হয় যবে কুসুমিত, পাণ্ডারা সোহাগে,
শ্রীঅঙ্গে মাখায়ে মরি পুষ্পরেণু কণা,
করে এই অঙ্গনারে পুষ্প-আভরণা !
দুই কর্ণে দেয় মরি কদম্ব-ঝুমুকা
দোলাইয়া ; গলে দেয় কদম্বের মালা ;
বিরচিত কদম্বের পেলব পল্লবে
সর্ব্বাঙ্গে পরায়ে দেয় কদম্বের শাড়ি !
আহা মরি, ফুল-কঙ্কণে, ফুল-নূপুরে
পুষ্পময়ী, চির-আনন্দে আনন্দময়ী,
কে গো এ বসন্ত-লক্ষ্মী বাসন্তী বসনে
এ ব্রজ-ভবনে ?

ব্রজের এ মৌন-বধূ
এত' নহে কিশোরী বালিকা, মুকুলিতা
রূপের কলিকা, বাল-রাধীকার সখী !
এ নহে রাধিকা ; পাষাণ প্রতিমা মাঝে
কোথা সেই রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ? হেরি
যাহা, সারা ব্রজ করে পূজা, "জয় রাধা"
"জয় রাধা" বলি !—প্রৌঢ়ার এ সাজ নহে,

এ নহে যশোদা !—বিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে
হের, যুবতী-লাবণ্য, যুবতীর ভূষা !
দেখিছ না ? কি উচ্ছ্বাস কনক-কলসে
উরসের, কি উচ্ছ্বাস বদন-মণ্ডলে !
হের কিবা গ্রীবা-ভঙ্গী ! তরঙ্গ উথলে
লাবণ্যের, রাজ-হংসী যমুনার জলে !
ইহারি নাম কদম্ব-সুন্দরী ! গোপীর
এ মূর্ত্তি ! রাধার সখী ! শুনিতে কি চাহ
তাঁর এ প্রতিমা কেন ? শুন মন দিয়া
শ্রবণ-ললাম সেই সুন্দর কাহিনী।

* * *

বহুদিন, বহুদিন গত ; এক দিন
এই বৃন্দাবনে, বঙ্গের মৈথিল কবি
বিদ্যাপতি, এসেছিলা তীর্থ দরশনে !
আদরে যতনে তাঁরে সুচতুর পাণ্ডা
দেখাইল কুঞ্জে কুঞ্জে, বিপিনে বিপিনে,
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি, ভক্তের বাসনা !
একি সেই নব বৃন্দাবন ? আহা মরি
চির সাধের স্বপন, কবির !—নবীন
তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল !
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
আকুল নব অলিকুল ! নব শোভন

নিকুঞ্জে মরি, নব নব প্রেম-বিভোর
একি সেই বৃন্দাবন ? নব যুবরাজ
নবীন নব নাগরী সহ, নিতি নিতি
মিলিয়ে নবীন ভাতি, যথা বিহরিত
নবীন কিশোর ?

একি সেই বৃন্দাবন ?

যথা, রসময়-রাস-রভস্-রজ-মাঝে
মরি, ঋতুপতি রাতি রসিক-বর রাজে :
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই,
রাস-রসিক সহ রস অবগাই ;
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গ হি নটই,
রণরণি কঙ্কণকিঙ্কিণী রটই *
বিদ্যাপতি কবি আনন্দ-সায়রে মগ্ন,
মুখে নাহি বাণী !—তাঁর চির জীবনের
স্বপ্ন, হইল সফল ! কবির উজ্জ্বল
আঁখি, হইল আরো উজ্জ্বল ! প্রীতি-মুগ্ধ
কবি হইয়ে অজ্ঞান (প্রাণের মধুর
কনক-কটোরা ভরি) করিলেন পান
ব্রজের অমিয়া ! তুই সুচির-যৌবনা
অয়ি ব্রজভূমি ! তোর রূপ-পানে ভোর

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত

বহিল কবির নেত্রে পুলকের লোর !

*　　*　　*

অয়ি ব্রজ ভূমি, চিরদিন, চিরদিন,
তুই, প্রেম-পিপাসিতা ! বাহু-আলিঙ্গনে
বাঁধিলি কবিরে তাই নিবিড় বন্ধনে !
দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল,
বিরহজনিত দুঃখ সব দূরে গেল !
চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল,
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল !
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস,
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ।*

*　　*　　*

হেরিলা স্বচক্ষে কবি, সেই বৃন্দাবন,
গোবিন্দের গিরি হ'তে প্রেমের ঝরণা
ঝর্ ঝর্ ঝরে, কি নিদাঘে, কি বসন্তে ;
মরি আদি-অন্তহারা মন্দাকিনী-পারা !
আহা সেই পূতবারি, দারুণ ঝঞ্ঝনা-
সর্ব্ব দারুণ যন্ত্রণা-ভয়-দুঃখহারী !
ব্রজ-নর-নারী, প্রেম-ঝরণার তটে,
মন্দিরের সন্নিকটে, নয়ন মুদিয়া,
"জয় জয় রাধাবিনোদিয়া" বলি, পিয়ে,

*বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

সেই বারি রাত্রি দিবা, আপনা বিসারি,—
কবিও করিলা পান অঞ্জলি পূরিয়া !
রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি হেরিয়া, হেরিয়া,
কুঞ্জে কুঞ্জে চলিলা ছুটিয়া ! সারাদিন,
চিত্তহারিণী ব্রজকাহিনী, পাণ্ডা-মুখে
শুনিয়া শুনিয়া, কুঞ্জে কুঞ্জে বঙ্গকবি
চলিলা ছুটিয়া, হর্ষে উধাও, অস্থির !
রঙ্গে ভঙ্গে গাহিতে গাহিতে গোষ্ঠগীতি
বালগোবিন্দের, কভু যশোদামাতার
প্রীতির গীতি, হাসির কথা, রঙ্গ-গাথা
ক্ষীর-সর-নবনী-চোরের !

কভূ কবি,
গীত গাহি বলে,—কোন্ ছলে, শ্রাবণের
নব জলধর (রঙ্গিণী দামিনী ধনী,
ক্রোড়ে বসি, পরামর্শ দেয় তার কাণে।)
ছেয়ে ফেলে কুঞ্জবনে ঘোর অন্ধকার-
বিতানে-বিতানে—অবিরল বৃষ্টিধারা-
পাতে, অবিরল ঝঞ্ঝা-বাতে, গোপ গোপী-
বৃন্দে, করিয়া অস্থির, খেদায় নিকুঞ্জ-
বন হ'তে !—শুধু আহা দুষ্ট জলধর
(দামিনীর নর্ম্ম-সখা, শঠ শিরোমণি !)
ফেলে না জলের কণা সে নিকুঞ্জবনে,

যথা মরি শ্রীরাধিকা, সখী-ছাড়া হয়ে,
দাঁড়াইয়া বিনোদিনী, একা, একাকিনী।
গুরু গুরু গরজনে দুরু দুরু করি
কাঁপে হিয়া, স্রস্ত বাস, আকুল-কুন্তলা,
বিপদ-বিহ্বলা!—হাস্যমুখে, বনমালী,
সুযোগ পাইয়া, তথা মিলিলা আসিয়া!
মোহন মালিকা হয়ে, বাহু আবেষ্টিয়া,
কণ্ঠ তাঁর বেড়িল রাধিকা! মরি মরি,
তমালে বেড়িল যেন সুবর্ণ-লতিকা!
রসবতী রসিক-শিরোমণি পাশে
মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে।
চন্দ্রবদনী ধনী কানু চকোর,
নব বারিদে জনু চাতক ভোর।
হিয় মিলনে প্রিয় অতি উতরোল,
ধক্ ধক্ অন্তর, গদ গদ বোল!*
কভু কবি গীত গাহি বলে "কালিন্দীর
কালো জলে নামিয়াছে, উলঙ্গিনী-বেশে,
গোপিনীরা মহোল্লাসে! (বিবিক্ত প্রদেশে,
যমুনা-পুলিনে, "নারী-ঘাট" সেই!—যথা
পুরুষের যাইবার নাহি অধিকার!)
কি মধুর জলক্রীড়া! এ উহার গাত্রে

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

ফেলিতেছে জল। কলকণ্ঠে, হাস্যালাপে,
সুখ-কথা, প্রেম-কথা, মিলনের কথা,
দম্পতি-বিবাদ, মানের সংবাদ, কত
কথা, কত কথা বলে! এ উহার অঙ্গে
পড়ে ঢলে; নিত্য নব রঙ্গের রঙ্গিণী,
যমুনা-তরঙ্গে কেশের তরঙ্গ ঢালি,
বন হরিণীর মত জলের নিকুঞ্জে
বেড়ায় ছুটিয়া!—কম্বু-বিনিন্দিত গ্রীবা
নানাছন্দে, জলে কাঁপাইয়া, শ্রেণী বাঁধি
যমুনা-জল-হংসিনীর মত, ভাসিতে
ভাসিতে, কতই রঙ্গে যায় সাঁতারিয়া!
কুমুদিনী, কমলিনী, নলিনীর মত,
নারী-মুখ-শতদল দেহের মৃণালে,
যমুনার জলে, কি সুন্দর!—হে স্বর্গের
অপ্সরারা, আয় তোরা, আয়, দেখে যারে,
অপরাজিতার সাথে, সন্ধ্যা মায়াবিনী,
গেঁথেছে চম্পকমালা এক পুষ্পহারে!

* * *

হৃদয়ে ধরে না ধৈর্য্য! একি এ অসহ্য
যৌবন-আবেগ! আজি নীবীবন্ধ-সাথে
খুলিয়া গিয়াছে যেন সমস্ত বন্ধন!
চঞ্চল ও বাহুমূলে, তপ্ত বক্ষতলে,

অস্থির চরণে, অঙ্গের লাবণ্যরাশি,
কোন্ মন্ত্রবলে, আজি হইয়ে তরল
মিশে গেল, এই চির ঢল ঢল নীল
কান্তি, চঞ্চল, তরল যমুনার জলে !
মধুর দৌরাত্ম্য হেরি, কক্ষের কলসী
ভাসিয়া চলিয়া যায়, উধাও, অস্থির !
ধনী তারে কঙ্কণের মৃদু কিনি কিনি
করি, টানি আনে ; আহা পাইয়া আঘাত,
অভিযোগে কলসী কাঁদিয়া বলে "উঠ
সখি, চল, ছি ছি আলি, একি নাগরালি।"

* * *

স্নানান্তে পুলিনে উঠি মগনা নগনা
গোপাঙ্গনা, দাঁড়াইল বস্ত্র পরিবারে !
একি লীলা ! শূন্য ঘাট ! কোথায় বসন ?
হের, হের, খোঁজ, খোঁজ ! কোথায় চুনরি !
কোথায় ঘাঘরি ? কোথা গেল শাড়ি ? কোথা
রূপালি আঙ্গিয়া ? কোথা সোণার কাঁচলি ?
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল যেন রে
ব্রজে, গোপীদের মাথে !—ছি ছি কি লাঞ্ছনা !

* * *

কে গো ওই বাজায় মুরলী ? তরুতলে
ত্রিভঙ্গমূরতি ! শ্যামল-জলদ-কান্তি !

একি রূপ ! পীতাম্বর, মদন মোহন !
হেরি তারে, গোপিনীরা যে যেখানে ছিল
পলাইল রড়ে, জলের ভিতরে, লাজে !
আকণ্ঠমগ্ন হয়ে, বিহ্বলা গোপাঙ্গনা
ঢাকিল স্থতনু ! একমাত্র নারী তথা
দাঁড়ায়ে রহিল ! যমুনা-পুলিন হ'তে
নাহি সে সরিল !
সে কি লাজহীনা ?
তুমি কি জান না, পাপ-গন্ধর্ব্বের কন্যা
অবলজ্জা ? সদা সে গো সাজসজ্জাময়ী ;
বসন-ভূষণ-প্রিয়া !—বসন হারালে
তিলমাত্র, গাত্র তার দহে ! অঙ্গ তার
কাঁপে, শিহরি শিহরি ; চক্ষে হায় হেরে
অন্ধকার ! কাঁদি কহে, গুমরি গুমরি,
"কি হইল ! হায় কি হইল ! হে ধরিত্রি,
হও গো বিদীর্ণা, পশিব তুহার মাঝে,—
আমি উলঙ্গিনী !"
উলঙ্গিনী শ্রীরাধিকা,
নয়ন মুদিয়া, রহিলা দাঁড়ায়ে জলে
নাহি গো পশিলা ! বংশীধর পীতাম্বর
পানে, জোড় হস্ত করি, কহিলা "হে হরি,
একি এ লীলা আজি তব ? তোমার নাম

দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ! আজি কিন্তু
কেন নাথ, ভুলে গেলে পূর্ব্ব আচরণ?
বস্ত্র হরি নিলে; এবে তাকাইতে তব
পানে, হবে লজ্জা!—নাথ এই কি বুঝেছ,
আমি আর, নয়ন খুলিয়া তব পানে
চাহিতে নারিব? তব পদে হ'ল দীক্ষা!
এতকাল করিলাম প্রেমশিক্ষা! বল
তার, দয়াময় হরি, এই কি পরীক্ষা?
জান না কি এই দীনা রাধা
ভুবন-ঈপ্সিত-রূপ শ্যামেরি হৃদয়-আধা?
মুদিলেও এ নয়ান,
জ্বলে আঁখে ও বয়ান!
ও মূর্ত্তি-দর্শনে তবে কেমন গো দিবে বাধা? *
লাজে মরি, ছি ছি, একি রীতি!—বস্ত্রচোর!
থাক তুমি বস্ত্র লয়ে। আমি মনোচরে
লয়ে, এই ভাবে, উলঙ্গিনী নারী-বেশে
পশিব নগরী-মাঝে! হে ব্রজরঞ্জন,
থাকে যদি ধর্ম্ম, আর আমার সুকর্ম্ম
থাকে যদি বিশ্বনাথ, অগতির গতি,
থাকে যদি মতি, তব পদে, ব্রজমাঝে

* পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "কবিতা ও গান" কাব্যের "বলি শোন্ খুলে" কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

অদৃশ্য হইয়া পশিব, হেরিব চক্ষে
সবারে ! আমারে কিন্তু কেহ না হেরিবে !
ওহে নিখিলের স্বামী, তুমি মম স্বামী,—
আজি কি গো হেথা দীনা ভিখারিণী হয়ে,
থাকিব দাঁড়ায়ে—তুচ্ছ বসন-অর্থিনী ?
নয়নে গরল রাখি, অধরেতে মধু,
নাহি কি ভকতি বঁধু হৃদয়-সরোজে ?”
এত বলি প্রেমময়ী রাধা বিনোদিনী
চলিলা নগর-পথ দিয়া, উলঙ্গিনী-
সাজে ! আহা চরণের, নূপুর-শিঞ্জিনী
ঝিমরি ঝিমরি বাজে ! আহা শ্রীঅঙ্গের
কঙ্কণকিঙ্কিণী করে কলরোল, তারা
উতলা পাগল, গৃহে গেলে যেন বাঁচে !
তারা বার বার “ওগো সহচরি,
লাজে হানি বাজ, চল চল গৃহকাজে !”

* * *

প্রেম আহা বিশ্বজয়ী ! সুভক্ত বৎসল
শ্রীহরি, তাঁহার চিত্তে জাগিল করুণা !
কে বুঝে তাঁহার মায়া ? মায়াময় তিনি !
সন্ধ্যাকাল। হতেছিল মন্দিরে আরতি,
বাজাইতেছিল শঙ্খ পৌরনারী সবে,
ঘরে ঘরে পথে পথে বিপণি দোকানে

জ্বালাইতেছিল বাতি ! ব্রজের মালিনী
যোগাইতেছিল মালা ; ব্রজগোয়ালিনী
কলসে বেচিতেছিল দুগ্ধ ; মহাহর্ষে
নাচিতেছিল ব্রজবালবৃন্দ ! সর্ব্বত্র
চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল পথে ঘাটে মাঠে !
হেনকালে অকস্মাৎ, একি লীলাখেলা
ব্রজমাঝে নিশুতি আইল ! নর নারী
পাষাণপ্রতিমা সম যে যেখানে ছিল
দাঁড়ায়ে রহিল ! প্রাণ আছে, জ্ঞান নাই
বুঝিবার ! দুই চক্ষু আছে, শক্তি নাই
হেরিবার ! ব্রজে আজি পাষাণমূরতি
চারি ধারে, সারা ব্রজ পাষাণের পুরী !

* * *

নগ্নমহিমার মরি সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্যে
দীপ্তিময়ী ব্রজেশ্বরী, রূপে আলো করি
নগরী, অকুতোভয়ে পশিলা মন্দিরে !
ব্রজের পাষাণ-আঁখি পাষাণ-দৃষ্টিতে
চাহিল, সে নগনারে নারিল লখিতে !
কেবল একটি পক্ষী, পক্ষীকুল-গ্লানি,
বৃক্ষে বসি নেহারিল নগ্না রাধিকারে।
অমনি যুগল চক্ষু দুষ্ট বায়সের
মুদিল, ডুবিয়া গেল চির অন্ধকারে।

দেবাঙ্গনা বরষিল লাজমুষ্টি ; মরি
স্বর্গ-বিদ্যাধরী বরষিল পুষ্প-বৃষ্টি
বিজয়িনী রাধিকার শিরে। শ্রীরাধিকা
পরিলেন লাজবস্ত্র ; মায়াগ্রস্ত ব্রজ
জাগিল ; জাগিল পুনঃ হর্ষ-কলরবে—
যেন কোন মোহময় স্বপ্ন-অবসানে !

* * *

বুঝিলা রাধিকা—কার বলে, এ অকূল
সিন্ধু, তরিলা ; ডাকিলা "দীনবন্ধু" বলে ;
কৃপাসিন্ধু দেখা দিলা হাসিয়া হাসিয়া !
বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ, গোপবধূ
ধুইলা চরণধূলা, অর্ঘ্যজল দিয়া !
সুকেশিনী, মরি, নয়ন-জলে ভাসিয়া,
মুছাইলা ধৌতপদ কেশরাশি দিয়া !
যোড়হস্তে প্রেমময়ী কহিলা সুস্বরে !—
"বঁধু কি আর বলিব আমি *
মরণে, জীবনে,   জনমে, জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি !
তোমার চরণে   আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।

* কবি চণ্ডিদাস হইতে উদ্ধৃত।

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে,
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে ?
এ কুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর !
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিষে, যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
হৃদয়ের নিধি, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

* * *

কবি-বিদ্যাপতি-মুখে শুনি এ সঙ্গীত,
উল্লাসিত পাণ্ডা, কতই কতই সুখী !
দর-দর-ধারে বহে নয়নযুগলে

আনন্দের ধারা ! মরি, মকরন্দ-পানে
বিহ্বল ভ্রমর যথা, বার বার আসি,
কুসুমে বসিতে চাহে, তেমতি সুমতি
পাণ্ডা, কহিল কবিরে "বল বল কবি,
বস্ত্রহরণের এই সুন্দর কাহিনী।
আর সব সুন্দরী গোপিনী, ছিল জলে
যারা, আকণ্ঠমগনা, ব্রজবিলাসিনী
ধনী, তারা কি করিল ? কেমনে উঠিল ?
এমন মধুর গীত কখন শুনিনি।
শ্রীমাধব গোপিনীবল্লভ, মুরলীর
রবে, হরিত গোপিনী-মন, হে সুকবি,
হরিয়াছ মম চিত তুমিও তেমতি,
অনুপম, অপরূপ ও গীতমাধুরি !"
কবি বিদ্যাপতি, মরি, শুনিয়া সুখ্যাতি,
ভাবে গদগদ কতই আহ্লাদে ! বল
এ জগতে, কোন্ কবি, কবিত্বের খ্যাতি
আপন, শুনিলে (চির সাধনার ধন !)
নাহি ভাসে আনন্দসলিলে ! ওই টুকু
লাগি, হায় ও যে সর্ব্বত্যাগী ; ওই টুকু
পেলে, বিশ্বে, হায় ও যে সব অবহেলে।
হাসিয়া হাসিয়া কবি, মনের আনন্দে,
মধুর ব্রজ-ভাষায়, গাঁথিয়া গাঁথিয়া,

গাহিয়া কহিলা "অপরূপ গোবিন্দের
লীলা। গোপিনীবৃন্দের অবলজ্জা হেরি
শ্রীহরি, অদৃশ্য হইলা। ব্রজ-ভিতরে,
বণিক-চত্বরে, শ্রেষ্ঠীর দোকানে, মরি,
নারী-পরিধেয় বস্ত্র যত গো আছিল—
মায়াবলে হরিয়া লইলা! নারী-ঘাটে
সারি সারি, স্তূপাকার করি, বসনের
রাশি, অদৃশ্য হইয়া, রাখিলা শ্রীহরি।
"কোথা গেল বস্ত্র? কে লইল? কোন চোর?"
এই রবে হাহাকার ধ্বনি, উঠিল গো
বণিক-চত্বরে!

হেথা সেই নারী-ঘাটে,
সুনীল যমুনা-জলে, আকণ্ঠমগনা,
ব্রজের অঙ্গনা সব, হর্ষ-কলরব
করিয়া উঠিল, হেরি সেই রাশি রাশি
(ব্রজবিলাসীর নয়নের ফাঁশি!) চারু
বসনের রাশি! হর্ষে, ছুটিয়া, ধাইয়া,
পুলিনে উঠিয়া, পরিতে লাগিল বস্ত্র
বিবস্ত্র গোপিনী!

রাধিকার কোনো আলি,
(পতির দুলালি) গুল-আনারের রঙে
রঞ্জিত, বাছিয়া নিল বাসন্তী চুনরী!

কোনো প্যারি "আচ্ছা" বলি "পিয়রি" পরিল
সচ্চা গোটাময় !—ব্রজবিলাসিনী ধনী
কোনো সুহাসিনী, মরি, গোলাপীবসনে
রঞ্জিল মোহন তনু ! পুলিননিবাসী,
চপল সমীর, তার অঞ্চল হেরিয়া
চঞ্চল হইল ; মরি, অনঙ্গ দেবের
বিজয়-পতাকা যেন সদর্পে উড়িল !
কোনো সুরঙ্গিণী, রাঙা "লাহাঙ্গার" হেরি
বর্ণভাতি, রঙ্গে শ্রীঅঙ্গে বেড়িল ; কেহ
হাসি হাসি, পরিল গো বারাণসী শাড়ী !
কোনো কলাবতী, মতি-পান্না-বিজড়িত
ঝক্‌মক্ কিংখাপে সাজিল ! অতি স্বচ্ছ
যমুনা-জল-দর্পণে মুখ-প্রতিবিম্ব
হেরি, বুঝিল নাগরী, আজি রজনীতে,
বাসর-শয্যাতে, হবে বিজয়িনী ! কেহ
লাল-বুটি-ময়, সুন্দর "দরেশ" মরি
হরষে পরিল ; জরির "তাঞ্জেব" কেহ ;
কেহ রজতের ভাতি "ওঢ়নি" ধরিল ;
কেহ কনকের ভাতি "ঘাঘরি" পরিল !
আহা, এইরূপে রাসরসময়ীসজ্জা
ভূষণে ভূষিতা, যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিতা,
শিরোপরি ধাতুর কলসী জলে ভরা,

বক্ষে ধরি কনক-কলসী রসে ভরা,
বিম্বাধরা, দু অধরে হাসি নাহি ধরে,
সুনয়না, দু নয়নে চাহনী না ধরে,
রাজহংসিনীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া,
গজেন্দ্রগমনে, গাহিয়া গাহিয়া গীতি,
কঙ্কণ বাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ-
হার দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,
চলিল সে নারী-সেনা ব্রজ-বিজয়িনী।
চরণচুম্বনে জাগি, পথ-ধূলি-রাশি
আনন্দে শিহরি উঠে! কোনো ধূলিকণা,
কোনো-চন্দ্রাননা-চরণ-পরশে, হর্ষে
পাইয়া চেতনা, কহে "ওগো গোপাঙ্গনা,
সমাপ্ত হইল মম এ ধূলি-জীবন!
এবে আমি অশোক হইয়া, ফুটিব গো
ফুল-বনে, নর-নারী-নয়ন রমিয়া।"
কোনো ধূলিকণা, উড়ি গিয়া, অধরেতে
বসে, কোনো রঙ্গিণীর; হাসি কহে ধূলি
(স্বর্গে উঠি!) "এবে আমি হইব বান্ধুলি!"
কোন ধূলিকণা, কোনো বরাঙ্গীর মরি
নখদর্পণেতে উঠি, হাসি কহে "আলি,
এবে আমি হইব শেফালি!" গোপী-বক্ষে
উঠি, হর্ষে লুটাপুটি, হাসি কহে কোনো

ধূলিকণা “একি সখি, সুখের যাতনা !
অঙ্গ মম উঠিছে শিহরি ! হে সুন্দরি,
বুঝি আমি কদম্ব হইব, পোহাইলে
বিভাবরী !”
শ্রীরাধার সহচরী সব,
করি হর্ষ-কলরব, যাইতে যাইতে,
ব্রজের সে রাজপথে, আসি উপস্থিত
ক্রমে সেই নিরানন্দ বণিক-চত্বরে ;
যথায় উঠিতেছিল হাহাকার-ধ্বনি,
বার বার বলি “কোথা বস্ত্র ? কোথা চোর ?
কোথা বস্ত্র ? কোথা চোর ? কে করিল চুরি ?”
* * * *
বিচিত্রবসনময়ী, রাসলীলাময়ী,
রজতে কাঞ্চনে বিভূষিতা, অনিন্দিতা,
গোপ-দুহিতা-বনিতা !—তাহাদের পানে
একদৃষ্টে, মুগ্ধনেত্রে, শ্রেষ্ঠীচত্বরের যত
বণিকেরা, বাক্যহারা-চাহিয়া রহিল !
সুধাই, সুধাই করে “কোথা হ’তে পেলে
এই বস্ত্র ?” আশঙ্কায় সুধাতে নারিল !
কতক্ষণে অগ্রসরি বস্ত্র-ব্যবসায়ী
ধনদাস (ধনদাস শ্রেষ্ঠীর অগ্রণী—
চক্ষুলজ্জা অল্প তার !) ভাল আকুঞ্চিয়া,
করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গি, জিজ্ঞাসিল ক্রোধে,

"বল ওহে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
কে দিল এ বস্ত্ররাশি? যাই বলিহারি
চৌরপণা!"
শুনি এই কঠোর আহ্বান
গোপীদের উড়িল পরাণ! বাক্যহারা,
কাঁপি থরথরি, ভূমি-পানে নেত্র করি,
সারি সারি গোপ-নারী রহিল দাঁড়ায়ে!
ধনদাস আর তার জ্ঞাতি-বন্ধু-দল,
চক্রাকার করি, ঘিরিল গোপিনী-ব্রজে!
গোপী-বৃন্দ করে হাহাকার!
বাতায়নে
বসি, গোবিন্দ-চরণ-প্রান্তে, শ্রীরাধিকা,
দেখিতেছিলা এই সব; কহিলা রাধা
"একি লীলা তব লীলাময়! সখীদের
এ লাঞ্ছনা, পরাণে সহে না! পায়ে পড়ি
হে শ্রীহরি, সম্বর সম্বর লীলা তব!
হের নাথ, উঠ, উঠ!—দুষ্ট ধনদাস,
বিশাখার অঞ্চল ধরিয়া—ওই দেখ—
টানিছে সরোষে!—কত কষ্টে সম্বরিছে
বস্ত্র, চন্দ্রাবলী। আহা সোহাগিনী আলি
কাঁদে উচ্চে; রাখ মান, রাখ বনমালি!"
অবগাহি রাধিকারে সোহাগ-সায়রে,

ঈষৎ আঘাত করি কপোলে চিবুকে
প্রেমাদরে, সরাইয়া চূর্ণকুন্তলেরে,
চুম্বিয়া মুখারবিন্দ, কহিলা গোবিন্দ
"সোহাগিনি ! মিছে তব ভয় ; আমি আছি
যবে, কি সংশয় ? চাহি দেখ ব্রজেশ্বরি !"

* * * *

মরি কি হরির মায়া !—দুষ্ট বণিকেরা
যতই টানিল বস্ত্র, অসহায়া সেই
গোপিনীবৃন্দের, ততই সে বস্ত্ররাশি
হয়ে যায় দীর্ঘতম ! চম্পকের বর্ণ
শাড়িখানি শেষ হলে, অশোকের বর্ণ
কোথা হ'তে শাড়ি আসি জোটে ; তাহা শেষ
হলে, কোথা হ'তে জোটে আসি, কটিতটে
সুবিচিত্র শাটী মরি অতসী-বরণ !
তাহা শেষ হ'লে, কে গো অন্তরীক্ষ হ'তে
জোগায় গো চুপে, ঝক্‌মক্ নীল-আভা,
অপরাজিতার বর্ণ নীলাম্বরী শাড়ি !
হরি যাহাদের লাজবস্ত্র, এই বিশ্বে
কে করে বিবস্ত্র তাহাদের ? আজি ব্রজে
একি লীলা ! চারিধারে শত শত মরি
দ্রৌপদী !—এ কৌতুকের নাহি গো অবধি !
বস্ত্র টানি পরিশ্রান্ত, ব্যথিত-দু-হস্ত,

দুষ্ট বণিকেরা, ভয়ে, লাজে, অধোমুখে,
ছাড়ি দিল বস্ত্র ; কহিল, "রাক্ষসী এরা
মায়াবিনী, শিখিয়াছে কামাখ্যার যাদু !"
হেনকালে পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে
আসি উপস্থিত তথা ! কহিলা সুস্বরে
"যাও সবে গোপবধূ, গোপের কুমারী,
নিজ নিজ গৃহে ; তোমরা ত' চোর নহ ;
ইহারাই অন্ধ, দুষ্ট বণিকেরা ! এরা
রাখে না সন্ধান ভাল, আপন গৃহের !
নির্লজ্জ পামর এরা, পথে ঘাটে ধরে
অবলা জনেরে !—বণিককুলের গ্লানি
ওহে ধনদাস, ওহে চন্দনবিলাস,
তোমাদের চক্ষু কোথা ? হের সারি সারি
তোমাদেরি দোকানেতে তোমাদেরি বস্ত্র !
ধিক্ ধিক্ ! "হা বস্ত্র" বলিয়া, ছুটিতেছ
যথা তথা, ধরিতেছ যারে তারে পথে !
ভাঙ বুঝি ভখিয়াছ শ্রেষ্ঠীকুলগ্লানি ?"
অবাক্ স্তম্ভিত হয়ে, লাজে ম্রিয়মান,
হেঁট করি মাথা, বুঝিল সে বণিকেরা
সত্যই অলীক চুরি !—হেরিল দোকানে
বিদ্যমান যত বস্ত্র !—হাসিয়া গোবিন্দ
অদৃশ্য হইলা !

মুক্তি পেয়ে আহ্লাদিনী,
গোপ-আনন্দ-দায়িনী, রাধার সঙ্গিনী
সব, বারবার বলি "শ্রীরাধার জয়"
"জয় জয় নন্দদুলাল," "আজু কুঞ্জমে
ফাগু খেলব্ চলোরে সহেলি,"—
গাহিয়া গাহিয়া গোষ্ঠগীতি, চঞ্চল চরণে,
কঙ্কণ বাজায়ে, শিঞ্জিনী নাচায়ে, বক্ষ-
হার দোলায়ে দোলায়ে, রাজপথ দিয়া,
চলি গেল নারী-সেনা ব্রজ-বিজয়িনী!

* * *

কভু কবি বিদ্যাপতি গীত গাহি বলে
সেই গীতি, শুনি যাহা, বিপদভঞ্জন,
চিরলজ্জা-নিবারণ, শ্রীমধুসূদন,
করিলা বারণ কলসীর শতছিদ্র
শত হস্ত দিয়া, মরি অদৃশ্য হইয়া!
অপূর্ব্ব সতীর হ'ল কলঙ্কভঞ্জন!
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ,*
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতি মান!
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন,

* চণ্ডীদাস হইতে উদ্ধৃত।

গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
　　না জানি ভজন পূজন ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
　　দিয়াছি তোমার পায়,
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
　　মন নাহি আন ভায় !
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
　　তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
　　গলায় পরিতে সুখ !
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
　　ভাল মন্দ নাহি জানি,
রাধার ধেয়ানে, পাপ পুণ্য সম
তোমারি চরণ খানি !

*　　*　　*

এইরূপে সারাদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আনন্দকাননে, মুগ্ধ বিদ্যাপতি কবি,
আইলা পাণ্ডার সহ মধুর বৈকালে,
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যমুনার ধারে !
কেলিকদম্বের কুঞ্জে যত তরু আছে,
প্রতি কদম্বের মরি বাকলে বাকলে
লেখা আছে শ্রুতিমধু প্রেমের কাহিনী !

কবিরে, চতুর পাণ্ডা বিনায়ে বিনায়ে,
নানা ছন্দে শুনাইল সে সব কাহিনী!
সর্ব্বশেষে এই চারু কদম্বের তলে,
যে স্থান এখন আছে পাষাণ-প্রতিমা,
কথার কৌতুকরঙ্গে উপস্থিত দোহে!
চুপ্! চুপ্! ওই শোন! একি গো ক্রন্দন?
মৃদু মৃদু একি গুঞ্জরণ! ভ্রমর গুঞ্জন
একি? মধুর অস্ফুট বীণার তারেতে
একি গো প্রেমের আলাপন? কুতূহলী
পাণ্ডা, বিস্ময়া-বিস্ফার নেত্রে, চাহিতেছে
চারিধার!—একি, একি, অদ্ভুত ব্যাপার!
সহসা তরুর বক্ষ হইল বিদার,
বল্কলের যবনিকা কে যেন সহসা
করে দিল অপসার! তরু-বক্ষমাঝে
একি রাজে? নারীমূর্ত্তি! উদ্ভিদ-দেবতা!
অদ্ভুত, অতুল্য রূপ, লাবণ্য-প্রতিমা!

* * *

ভয়ত্রস্ত পাণ্ডা, হেরি সে মোহিনী মূর্ত্তি,
ফেলি তথা মাথার পাগ্‌ড়ি; ফেলি তথা
চির যতনের ধন, ভাঙ ঘুঁটিবার
সোঁটা, ব্যস্তে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, গেল পলাইয়া!

* * *

কোথা বিদ্যাপতি কবি? অবাক্, স্তম্ভিত,
চরণ দুখানি কিলবিদ্ধ! লৌহ যথা
চুম্বকের তেজে, শ্যাম-হিরণ্ময়ী-কান্তি
তেমতি সে পল্লবের দুকুল-বসনা,
উদ্ভিদ-মুরতি নিরখি, বিমুগ্ধ, লুব্ধ
কবির, চরণে নাহি গতি!

অকস্মাৎ

বাহিরিল কবির সুমুখ হ'তে "অয়ি
বনদেবি, কে তুমি, কি তুমি?" সে মূরতি
উত্তরিল, বীণার ঝঙ্কারে, কবি-চিত্ত
রোমাঞ্চিয়া, বিমোহিয়া—"বন-দেবী নয়
এ অধীনী, আখ্যা মম কদম্ব-মোহিনী"।
"কদম্বমোহিনী?—কোন্ অলকায় ওগো
থাক তুমি, হে যক্ষমোহিনি!"

মূচকিয়া

উত্তরিলা মরি, তরু-বক্ষ-নিবাসিনী
সুহাসিনী "আমি নহি যক্ষবধূ, আমি
নহি গন্ধর্ব্বের প্রিয়া; আমি একাকিনী
আজন্মকুমারী, এই কদম্বের গর্ভে
থাকি আমি, এই ভাবে, কি দিবা যামিনী,
—কাছে এস; স্পর্শ বাঞ্ছ"—

বিদ্যাপতি কবি

আন্‌মনে, যেন গো স্বপনে, পরশিলা
ফুলের কাঁকণপরা, সুকোমল বাহু
বরাঙ্গীর ! একি গো পরশ ! কি যেন কি
বিদ্যুতের মত, অকস্মাৎ প্রবেশিয়া
কবির সুতনু-মাঝে, সর্ব্বাঙ্গ করিল
বিকল, বিবশ ! কি যেন কি অমৃতের
মত, সর্ব্বাঙ্গে ঢালিল বিহ্বল হরষ !
যেন কোন দেব-কন্যা পুলক-অলসে
ভরি দিল কবি-তনু, ললাট অর্চ্চিয়া
হরিচন্দনের রসে ! মন্দাকিনী-জলে
অবগাহিয়া, অবাক্ হইয়া যেন গো
তীরে দাঁড়াইয়া, ভোলা কবি নিরখিলা,
সৌরভে সৌন্দর্য্যে ভরা ইন্দ্রের অমরা !
যেন কবি মিথিলায়, নব বসন্তের
নব সমাগমে, নব মলয়াহিল্লোলে,
(যবে নবীন প্রেমিক, বসন্তের পিক,
ঢালি দেয় গীতধারা বধূর অঞ্চলে)
নব পল্লব মর্ম্মরে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
নব প্রেমের উন্মেষে, হৃদয়-স্পন্দনে,
করিলা অবগাহন বসন্ত-নির্ঝরে !

* * *

রোমাঞ্চিত-কলেবর, কহিলা সুকবি

"অয়ি দেবি! আজন্ম, আজন্ম কাল হ'তে,
তুমি কি গো আছ বন্দী এই তরুমাঝে?
হায় রে এ দশা কে করিল? দগ্ধবিধি,
নিষ্ঠুর পাষাণ, তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে,
কোমল শিরিষপুষ্পে কেমনে বিঁধিল?"
"নহি আজন্মবন্দিনী—এই ব্রজে
ছিনু আমি গোপের নন্দিনী!"
"তারপর?"
"তার পর একদিন আমার দুষ্কৃতি
এ দুর্গতি করিল আমার!"
"এ ছলনা
গোপাঙ্গনা কেন? কেন এ দাসের সাথে?
তোমার দুষ্কৃতি? অকলঙ্ক হাস্য-মুখ
তব, কুন্দশুভ্রবদনের কান্তি, জ্যোতিঃ
লাবণ্যেতে কি প্রশান্তি! তোমার দুষ্কৃতি?
দর্পণে মূরতি যথা, স্বচ্ছ সরসীতে
(মিথিলার রাজোদ্যানে) কুঞ্জ-প্রতিবিম্ব
কুঞ্জ ব'লে হয় ভ্রান্তি, তেমতি তোমার
সরল হৃদয়, স্বচ্ছ অনাবিল দেহে,
আহা ওই অকলঙ্ক নয়ন-মুকুরে,
প্রতিভাত হয়! দেবি তোমার দুষ্কৃতি?
ওগো মনে নাহি হয়, তুমি করেছিলে

পাপ, কোনো অসময়।”
"রাধিকার সখী
ছিনু আমি ; জানেন অন্তরযামী হরি,
জনার্দ্দন, শ্রীমধুসূদন ; বাসিতাম
ভাল, কত যে রাধারে ! রাধাও দাসীরে
বাসিত গো প্রাণপণে ! কোথা ব্রজলীলা ?
কোথা ব্রজবালা ? এবে নিশার স্বপন !
আমি শুধু একমাত্র লক্ষযুগব্যাপী
চির-ম্রিয়মাণা, চির-মৃত্যুঞ্জয় সাক্ষী !
আজি কিন্তু ওগো কবি, হেরি তব মুখ,
জাগিয়াছে এ পরাণে পুরাতন সুখ।”
“তুমিও কি নহ দেবি, নিশার স্বপন ?
শঙ্কা হয় মনে, পাছে যাও মিলাইয়া,
সুখ-মরীচিকা সম, জল বুদ্বুদের
সম, স্বপনের সম ! দাও একবার,
ভাল করি পরখিতে, দাও একবার,
ভাল করি পরশিতে, লাবণ্য-সম্ভার,
সুন্দর, অতনু-তনু, গোপিনি, তোমার !”
“হে কবি, কি স্পর্দ্ধা তব ! প্রথম আলাপে
প্রগল্‌ভ বাসনা তব একি এ তোমার !
বড়ই হাসির কথা !”
"কবির এ স্পর্দ্ধা

জগতে বিদিত। বুঝি দেবতার শাপে,
হয় সে সর্ব্বস্বহারা প্রথম আলাপে!”
হে গোপি, তোমার ওই আলাপী বয়ান
করেছে আলাপী মোরে। সাজে না তোমারে
ছলনার ভাণ; সখি, সাজে না আমারে!
আমি বুঝিয়াছি তব চিত; মম চিত
বুঝিয়াছ তুমি! অভিনব শ্যামকান্তি
হরিয়াছে মম ভ্রান্তি; বুঝিতে কি বাকি
আছে আর? আপনি দিয়াছ ধরা—
কেন আর তবে আপনারে দাও ফাঁকি?”
“আজি নহে, কালি!”

“গোপবালা, আজি নহে?
কালি কেন? শাস্তি দাও কোন্ অপরাধে?”
“হে কবি, ক্ষম গো মোরে। কালি সন্ধ্যাকালে,
শুনিবে কাহিনী যবে, বুঝিতে পারিবে,
আমার আকিঞ্চন নহে বঞ্চনার!”
“কদম্ব কাহিনী তব কদম্ব মোহিনি!
শুনাবে না আজি তবে?”

“আজি নহে, কালি”
“আজি কি শরের মত? বিহঙ্গের মত
সে কি উড়ি যাবে? যুগযুগান্তের মত,
সে যে গুরুভার হয়ে, চাপিয়া বসিবে

বক্ষের উপরি !”

"ওই শোন শঙ্খধ্বনি
আরতির ; ওই শোন যমুনার ঘাটে
দেবের মন্দিরে স্তুতিপাঠ ; আজি মম
সমাপ্ত হইবে উদ্ভিদ-জীবন ; কালি
শাপ-অবসানে, হইবে তোমার সহ
দেখা, যমুনা-পুলিনে , নিভৃতে নিকুঞ্জে
তথা, হে কবি, পূরাব তব মনোবাঞ্ছা !
নিবেদিব সর্ব্ব কথা তোমার চরণে,
অপরূপ অদ্‌ভুত কদম্ব-কাহিনী !
এই দেখ ! ধীরে ধীরে, কদম্ব-বাকল
ঘিরিছে আমারে ; হের, ভগ্ন এ ফাটল
হয়ে গেল লগ্ন !—কালি হবে পুনঃ দেখা !
আজি যাও প্রিয় সখা, বিদায়, বিদায় !”
এত বলি সবিষাদে উদ্ভিদ-দেবতা,
তরুবক্ষনিবাসিনী কদম্বমোহিনী
অদৃশ্য হইলা। ক্ষিপ্ত বিদ্যাপতি কবি,
দুই বাহু পশারিলা, আলিঙ্গিয়া আহা
ধরিয়া রাখিতে ! আঘাত পাইল বাহু,
তরুত্বক-স্পর্শে ! হর্ষ-হারা সন্ধ্যা বায়ু
চঞ্চল হইল , সন্ধ্যা করুণে কাঁদিল
ঝিল্লি-ছলে ; নিশীথিনী, সতত কাতরা

পরদুঃখে, আঁখি-প্রান্তে অঞ্চল টানিল ;
কাতরে শিশির-অশ্রু নীরবে মুছিল !
হে কবি, বিষণ্ণ কেন ? তুমি কি জান না
এ জগতে এমনিই মিলনের রীতি ?
অনুরাগ-প্রীতি পুড়ে হ'ত খাক্, যদি
পলে পলে জাগাইতে মিলন-অনলে
না থাকিত বিশ্বে বিরহ-ইন্ধন ! বল,
কে গাইত মিলন-সঙ্গীত ? ম্লান ওষ্ঠ
কাঁপিয়া উঠিত থর থর করি, কণ্ঠ
পরিশুষ্ক হ'ত, যদি বিরহের ছন্দে
না হ'ত গ্রথিত সে সঙ্গীত ! গাও
তবে, গাও কবি, কণ্ঠ ছাড়ি (সারানিশি
যমুনাপুলিনে বসি, মোহিনী রূপসী
গাঁথিছে তোমার লাগি বনমালা !) গাও
বিশ্ববিমোহিনী গীতি, সারা বঙ্গ যাহে
আনন্দ-তরঙ্গে ভাসে হয়ে মাতোয়ারা !
সজনি ভাল করি পেখন না ভেল !*
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥
আধ আঁচলে খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।

* বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত।

আধ উরজ হেরি   আধ আঁচল ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা   কনক-কটোরা
অতনু কাঁচল উপাম
হারে হরল মন   জনু বুঝি ঐছন
পাশ পসারল কাম ॥
দশনমুকুতাপাঁতি   অধর মিলায়াতি
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরিল আশা ॥

কল্পনা।

(কিট্স বিরচিত ওড্ টু ফ্যান্সির অনুকরণে লিখিত।)

করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া ?
চারু কল্পনারে দাও রে ছাড়িয়া।
জগতের সুখ বিদ্যুতের মত,
না হ'তে আঁখির পলক পতিত,
বরিষা কালের জলবিম্ব প্রায়,
দেখিতে দেখিতে মলাইয়া যায় !

অধিক ঘাঁটিলে রঙ যায় সরি ;
অধিক ঘাঁটিলে রূপ যায় মরি ;

অধিক ঘাঁটিলে, প্রজাপতি-পাখা,
হ'য়ে যায় চূর্ণ, করে হয় মাখা।
কোথা সে নয়ন, বিশ্ব-মনোহর,
অধিক অধিক নিরখিলে পর
না হয় মলিন? কোথা বা সেই,
সুষম অধর—গোলাপ-বিজয়ী,
অধিক চুম্বিলে, অধিক পর্শিলে,
হলাহল যাহে নাহিক উথলে?

দাও কল্পনারে, দাও রে ছাড়িয়া,—
করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া?
তুলনারহিত মোহিনী কল্পনা,
কত যাদু জানে, কত গুণপনা;
বাছিয়া বাছিয়া, বাখানি বাখানি,
তব পাশে কত সুখ দিবে আনি।

হেমন্তে যখন বাহির জগতে—
ফোটে না কুসুম কভু কোন ভিতে,
আনিবে গোলাপ, অতুলনা চাঁপা,
ভাল শোভে যাহে কামিনীর খোঁপা;
আনিবে মল্লিকা, আনিবে টগর,
ভাল শোভে যাহে দম্পতি বাসর;
শিশির-মণ্ডিত আনিবে সেউতি,

সিউলি, বকুল, যুথী, কুন্দ, জাতি ;-
সহসা তোমার গৃহ-চারিভিত,
স্বর্গীয় সৌরভে হবে আমোদিত।

সহসা হইবে বীণার ঝঙ্কার,
বাজিবে মুরলী, বাজিবে সেতার !
নারদের বীণা, মাধবের বাঁশী,
সে সঙ্গীত শুনি হইবে উদাসী !
ডাকিবে কোকিল পঞ্চম ধরিয়া,
উঠিবে পাপিয়া বিভাস গাইয়া !
জনশূন্য দ্বীপে, প্রস্পেরোর মন্ত্রে,
পূরিত আকাশ যথা বাদ্যযন্ত্রে,
সেইরূপে তত বক্ষের ভিতরি,
সহসা ঝরিবে সঙ্গীত লহরি।

তুলনা-রহিত মোহিনী-কল্পনা,
কত যাদু জানে, কত গুণপনা !
তুলি যবনিকা, দেখাবে তোমায়,
অপরূপ রঙ্গ-ভূমির উদয় !
নয়ন ধাঁধিয়া বিদ্যুত দলকে,
চারু ইন্দ্রধনু শূন্যেতে ঝলকে,—
নদ, নদী, গিরি, তরু, লতা, ফুল,
আরসী, সরসী, সফরী চটুল।

সহসা দেখিবে,—বেদীর উপরে,
দেবদারু-তলে, হিমাদ্রি-শিখরে,
উপবিষ্ট দেব ঋষি ব্যোমকেশ,
(ঔদার্য্য-ব্যঞ্জক ললাট-প্রদেশ !)
উৎফুল্ল আননে, হ'য়ে একচিত্ত,
কহেন উমারে এ বিশ্বের তত্ত্ব,—

কেন এ অসংখ্য অসংখ্য জীবের
হইছে জনম ; কেন বা এদের
পুনঃ হয় লয় ? কেন এ আশ্বাস ?
কেন মানবের জ্বলন্ত বিশ্বাস,
আছে পরলোক ? এই সব কথা,
তন্ন তন্ন করি, বুঝান্ সর্ব্বথা !

বদলিবে দৃশ্য ! দেখিবে আবার,—
অশোককানন, লঙ্কার মাঝার ;
বসি তরুতলে, জনম-দুঃখিনী—
কাঁদেন জানকী সতী-কলি-মণি !
হেনকালে তথা আইলা সরমা,—
দেখি সেই শোক-মূরতি সুষমা,
হইলা অস্থির ! মুছি অশ্রুনীর,
চুম্বিলা সীতার চিবুক রুচির !

দিলেন সিন্দুর ললাটে তাঁহার,—
"গোধূলি—ললাটে তারার" আকার !

তুলনা-রহিত মোহিনী কল্পনা,—
কত যাদু জানে, কত গুণপনা !
ল'য়ে যাবে তোমা, ইন্দ্রের সভায়,—
গীত-বাদ্য-সুধা উছলে যথায় !
নাচিতেছে রম্ভা—দেয় করতালি,
দেবগণ যত, "ভাল—ভাল", বলি।
গলে পারিজাত, দেব শচীপতি,
দেখে একদৃষ্টে, চরণের গতি।

মরি কি ভঙ্গিমা ! গোলক-ধাঁধা,—
দেবের পরাণ পড়িল বাঁধা !
জলন্ত বিদ্যুৎ ধায় চারিভিতে !—
হেন কালে, মরি, একি আচম্বিতে,
রম্ভার কটির বসন খসিল।—
দেবেশ ইন্দ্রের ধৈরয টুটিল !
এই সব সুখ, বাছিয়া, বাছিয়া,
মোহিনী কল্পনা দিবে রে আনিয়া !

অধিক ঘাঁটিলে রঙ্‌ যায় সরি ;
অধিক ঘাঁটিলে রূপ যায় মরি ;

অধিক ঘাঁটিলে প্রজাপতি-পাখা,
হ'য়ে যায় চূর্ণ, করে হয় মাখা ;—
কোথা সে নয়ন,—বিশ্ব-মনোহর,—

অধিক, অধিক নিরখিলে পর,
না হয় মলিন ? কোথায় বা সেই,
সুষম অধর, গোলাপ-বিজয়ী,
অধিক পর্শিলে, অধিক চুম্বিলে,
হলাহল যাহে নাহিক উথলে ?
তবে—করতলে এরে কি কাজ রাখিয়া ?
চারু কল্পনারে দাও রে ছাড়িয়া !

ময়না।

এমেরিকা দেশীয় এড্‌গার পোকৃত "রেভ্‌ন" নামক কবিতার অনুকরণে বিরচিত।)

১

"কি দোষে গো প্রিয়া ত্যজিলে আমায় ?
কি দোষে রে কাল হরিলি তাহায় ?
কি দোষ ক'রেছি, কিছুই জানি না,
কেন বিধাতার হেন বিড়ম্বনা ?"
এই সব আমি ভাবিতেছি মনে,—
প্রিয়ার সুমুখ জাগিছে স্মরণে !

২

মধ্যাহ্ন রজনী ! ঘোর অমারাত্রি,—
ঝিল্লীচ্ছলে ওই কাঁদিছে ধরিত্রী !
ততোধিক হৃদি তমস-আচ্ছন্ন,—
অনন্ত অজেয় মোর এ মালিন্য !
পূর্ণিমা হইবে, জগত হাসিবে,—
এ হৃদয় মম নাহি উজলিবে !

৩

জ্বলিতেছে ওই প্রদীপের শিখা,—
এ হৃদি-মাঝারে ঔদাস্তের রেখা,
আরও যেন স্পষ্ট করিছে অঙ্কিত ;—
এ রেখার চিহ্ন হবে না নিহত ।
অন্তঃশিলা ফল্গু-জলের মতন,
হৃদয় করিছে রক্ত-উদগীরণ !

৪

ছট্‌পট্‌ করি, দুই পার্শ্বে যাই,—
মশারি গুটাই, আবার খাটাই !
"কপালকুণ্ডলা" দেখি ধীরে ধীরে,
"দূর কর" বলি, ফেলি পুনঃ দূরে !
হায় রে বাতুল ! বৃশ্চিক-দংশন,
কর-মার্জ্জনেতে যায় কি কখন ?

ওই কালী-মূর্ত্তি শিয়রে স্থাপিত!
তার পানে চাহি বাতুলের মত,
বাতুলের মত কহি তাঁর কাছে—
"আমার কদম্, বল কোথা আছে,
মর অঙ্গ ত্যজি, পাব কি মা তায়?
পাব কি কদমে, বলে দে আমায়!"

৬

"পাব কি কদমে"? বলিনু যেমতি,
অমনি পবন বহিল ঝটিতি!
নিবে গেল দীপ! ঘনমেঘ আসি,
ঢাকিল আকাশে নক্ষত্রের রাশি!
শূন্য হিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল,—
ভগ্ন বক্ষঃ মোর অসাড় হইল!

৭

কক্ষ অন্ধকার! বাহির আঁধার!
হায় রে আঁধার হৃদয়-আগার!
ভীত হৃদয়েরে প্রশান্ত করিতে,
আপনা আপনি লাগিনু কহিতে,—
"পাইব বই কি, পাব আমি তারে,—
পরলোকে গিয়া, পাইব প্রিয়ারে!

৮

"পাব সে আমার শৈশব-সঙ্গিনী,
সুখস্বরূপিণী, সন্তাপহারিণী !"—
বলিনু যেমতি, "না না না" করিয়া,
কে যেন কক্ষেতে বলিল উঠিয়া !—
কেহ নাহি ঘরে, কে কথা কহিল ?
ভাবিয়া আকুল, পরাণ উড়িল !

৯

এমন সময়ে—নক্ষত্র-আলোক,
বাতায়ন-পথে হ'য়ে প্রবেশক,
দেখাইল মোরে—(অদ্ভুত আশ্চর্য্য !
নহে পরিজ্ঞেয়, বিধাতার কার্য্য !)
কোথা হ'তে এক ময়না আসিয়া,
ব'সেছে কালীর চরণ বেষ্টিয়া !

১০

"বল্ নিশাদূত কে তোরে পাঠালে ?
কথা কহিবারে কে তোরে শিখালে ?
পাব কি কদমে এ জন্ম-অন্তরে ?
পারিস্ কি পাখি ব'লে দিতে মোরে ?"
কথা শুনি মোর, "না না না না না না,"
ওষ্ঠ খাড়া করি, কহিল ময়না !

১১

কথা শুনি এর, হইল বিস্ময় ;
কিন্তু তথাপিও হইল না ভয় !
"না না" বিনা কথা জানে না ময়না ;
"না না" বিনা অন্য কথাই কয় না !—
অবশ্য পাইব প্রিয়ারে আমার,
পাইব কদমে বৈতরিণী-পার !

১২

পুষেছিল এরে হতভাগ্য নর ;
রাশি রাশি দুঃখ, দুঃখের উপর
সহি অহর্নিশি, হইয়ে নিরাশ,
শিখাইল এরে নিরাশার ভাষ !
তাই অন্য কথা জানে না ময়না ;
"না না" বিনা অন্য কথাই কয় না !

১৩

বল্ বল্ পাখি সুধাই আবার—
মরিলে কি দেখা পায় পুনর্ব্বার ?
ত্যজি মর-তনু, বৈতরিণী-পার,
পাব কি দেখিতে সুমুখ তাহার ?
পাব না কদমে, যন্ত্রণা যাবে না ?
উত্তরিল পাখী "কখন পাবে না !"

১৪

"ভূতযোনি তুই ! পাখী কভু ন'স্ !
ছাড়্ মোর গৃহ, যে হোস্ সে হোস্ !
যে প্রণয়ে অগ্নি প্রদান করিলি,
যে আশা-কুসুম সমূলে ছিঁড়িলি,
পাখী কভু ন'স্, প্রেত কিম্বা ভূত,—
ছাড়্ ছাড়্ গৃহ, ওরে নিশাদূত !"

১৫

কেবা শোনে কথা ? পাষণ্ড ময়না,
গৃহ ত্যজি মোর, বাহির হয় না !
অদ্যাপিও আছে শিয়রে আমার,
কালী-মূর্ত্তি-পাশে, অশিব-আকার !
যাবৎ এ প্রাণ বাহির হয় না,
তাবৎ এ ভাবে রহিবে ময়না !

ভালবেস না।

১

বাস ক'রে থাকে কীট পার্থিব কুসুমেরে !
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনেরে !
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্বুদ্ প্রায়,
চকিতে মিলায়ে যায় ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

২

জতুর কুসুমে গাঁথা আশার মালিকা রে,—
দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে অনলের শিখা রে!
মালা সহ শরীরেতে, নর-বক্ষঃ-উপরেতে,
দগ্ধ চিহ্ন থেকে যায়! ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

৩

ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় রে,
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে!
ওই পুনঃ আঁখি ঠেরে, নিরখিয়ে বিজয়েরে!
প্রণয় বিষম খেলা; ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

৪

মেঘে আবরিত হয় সুধাংশু-আনন রে!
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ কানন রে!
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে!
কাট হেরি হীরাভ্রমে ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

৫

ভেবেছ কি মরণান্তে সতী-দাহ হবে রে?
পতির পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে?

তটে কাষ্ঠ ঘৃত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতূহলে,
নগরে ফিরিয়া যায় ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

৬

নাচে বক্ষঃ গুরু গুরু তোমার পরশে রে,
অমনি গলিয়া যাও মোহ-ভ্রম-বশে রে !
কুহকী-কুহক-জয়ী, বিষম নাচনি ওই,
বিষম প্রেমের খেলা ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

৭

আইলে বসন্তকাল কু-ফুলও ফোটে রে !
লুতিকাও অলিসঙ্গে মল্লিকায় জোটে রে !
রজনীগন্ধার মত, ঘোর গন্ধে আকুলিত,
অরুচি জনমে প্রেমে ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

৮

চিরদিন পূর্ণশশী উদয় ত হয় না !
চিরদিন ঋতুরাজ ধরাতলে রয় না !
চিরদিন ভালবাসা, হৃদয়ে করে না বাসা,—
বনপাখী বনে যায় ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

৯

সকলি জলের খেলা, ইন্দ্রধনু প্রায় রে!
দেখিতে দেখিতে প্রেম মিলাইয়া যায় রে!
আবার শোকের ধারা,— তিমিরে হইয়ে সারা,
দর্শকের আঁখি যায়! ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

১০

গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেলা রে!
অগ্নির বিকার মাত্র সুন্দরী চপলা রে!
রত্নের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই,
অঙ্গার-বিকার মাত্র! ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

১১

ছুঁইলেই গ'লে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে!
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে!
অভিনয় না ফুরাতে, রঙ্গভূমি-প্রাঙ্গণেতে,
সূর্য্যরশ্মি দেখা যায়! ভুল না রে, ভুল না!
কারে ভালবেস না রে, বেস না!

১২

নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে!
শশধরে ম্লান করে ঊষার উদয় রে!

সরলা বালিকা হায়, প্রগল্‌ভা হইয়া যায় !
বাসি প্রেম তিক্ত বড় ! ভুল না রে, ভুল না !
কারে ভালবেস না রে, বেস না !

১৩

বৃথা বাণী ! বৃথা বাণী ! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে !
তার কাছে "প্রেম"-সত্য, কভু কি অলীক রে ?
কভু নয়, কভু নয় ! হে প্রেম, তোমারি জয় !—
অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিণী রে !—
চিরদিন সুধা-প্রসবিণী রে !

নব বর্ষের প্রতি।

১

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে!
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে !
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উদ্যানে ?
হাসি রাশি নয়ন বিশালে !
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরী,—
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি ?

২

অপূর্ব্ব এ বৃন্দাবন সৃজিলে নিমেষে,
কে গো তুমি দেব বংশীধারী !

মুরলীর গান-রসে আনন্দ আবেশে,
মুগ্ধ স্তব্ধ যত নরনারী !
আম্র-মুকুলের মালা দোলে তব গলে !
সুরভী-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে !

৩

বংশীর সুধার ধারা গলি গলি পড়ে,—
কি হরষ, হে নব বরষ !
ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে,
পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ !
শ্যামাঙ্গী, প্রবীণা ধনী, প্রাচীনা অবনি,
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা রমণী !

৪

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ, শ্লথ এ রুধির,
হে কুহকি, শুনি তব গান,
জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে ভক্ত-বীর,
সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ !
"ভক্তি-দুর্গাপূজা-পর্ব্বে, সুপুত্র সাজিয়া,
পূজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া !

৫

হে বরষ, শত হস্তে উদ্যমের লাটি,
শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,

সাজাইব পূজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটী,
পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল !
হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে,
নিদ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে !

সৌম্য ।

হে মোহন ! তোর ওই ঢল ঢল নয়ন-উৎপল,
বদনমণ্ডল মরি, ঢল ঢল লাবণ্যে মাখানো,
কোমল-কুঞ্চিত কেশ, রঙ্গে যেন তরঙ্গে খেলানো,
সুন্দর সরল হাসি, আঁখিতারা সতত উজ্জ্বল,
আমার তাপিত প্রাণে ঢালি দিল তরল বিমল
শান্তি সুরধুনী-জল ! নন্দনে যা আছয়ে সাজানো,
তুই তারি একটী মল্লিকা ! নীলাকাশে আছে যা ছড়ানো,
তুই তারি—মরি মরি, একবিন্দু চন্দ্রিকা শীতল !
তোরে হেরি, ওরে শিশু, পড়ে মনে ম্যাডোনার কোলে,
বালক যীশুর মূর্ত্তি ! রাঙ্গা-পায়ে মধুর-নূপুর,
তুই যেন ব্রজের গোপাল ।—যেন মলয়-হিল্লোলে,
ফুল্ল কদমের শাখে হাবভাবে নাচিছে ময়ূর ।
এ ক্ষুদ্রে মুকুর মাঝে, (কে দেখিবে ? এস করি ত্বরা !)
অসীম সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি, নিজে আসি, পড়িয়াছে ধরা !

অপূর্ব্ব রাঙা মেয়ে।

(আমি, আমার ভাইঝিকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া, বিশ্বধাত্রী জগজ্জননীকে "রাঙ্গা মেয়ে" বলিয়া, এই কবিতাটিতে সম্বোধন করিয়াছি। ভক্তদিগের আশীর্ব্বাদে, আমার কবিতা জয়যুক্ত ও আমার সাধনা সিদ্ধ হউক্।)

১

রাঙা মেয়ে, রাঙা মেয়ে, রাঙা মেয়ে মোর,
কাড়িয়া লয়েছ, বাছা, নয়নের ঘুম!
বদনে মা নাই তোর সুষমার ওর!
চরণে কি বাজে ওই? রুণু রুণু রুম্!

২

রাগ হয়! অতিঘন যামিনীর ঘোর—
ধরামুখে লেগে আছে! অন্ধকার সবি!
রাঙা মেয়ে, রাঙা মেয়ে, রাঙা মেয়ে মোর,
তুই সুধু জ্বল্-জ্বল একখানি ছবি!

৩

ঝিনুকের দাগে দাগে, অরুণের রাগে,
রাঙা মেয়ে, ওই তোর রাঙা মুখ জাগে!
তর্মুজ কাটিয়া দেখি! তাহারো ভিতর,
লালে-লাল রাঙা মেয়ে, হাসিছ সুন্দর!

৪

একি কাণ্ড! এ ব্রহ্মাণ্ড, মুখপানে চেয়ে,
অবাক্ আপনা-হারা, ওলো রাঙা মেয়ে!

অণুরূপে, বিভুরূপে, হে অনন্ত, অপরূপে,
বিশ্বরূপে, বিশ্বধাত্রী, আছ তুমি ছেয়ে !

অদ্ভূত রাঙা মেয়ে।

১

হেরি তোর মুখখানি, রাঙা মেয়ে মোর,
নিবিড় আনন্দে আত্মা হ'য়েছে বিভোর !
শ্রীমুখের কি রাঙিমা !
নয়নে কি মধুরিমা !
নিরুপমা ! সুষমার নাই যেন ওর !
বুঝেছি, বুঝেছি কন্যা, তুই ক্ষুদ্র চোর !

২

গোলাপের কুঞ্জে গিয়া, রূপের পুতলি,
এনেছিস্ লাল আভা, চুরি করি, ছলি ?
শেফালীর কুঞ্জে পশি,
কি সুযোগে, চোর-শশী,
এনেছিস্ চুরি করি শেফালীর হাস ?
শত ধোতে নাহি যায় এ শেফালি-বাস !

৩

বৃন্দাবনে, গোপী-কুঞ্জে, আনন্দ-ভবনে,
বুঝি মাগো গিয়াছিলি, গোপনে, স্বপনে ?

সেই প্রেম, সেই ভক্তি,
বিশ্ববিমোহিনী শক্তি,
কৃষ্ণ-পদ-রজঃ হ'তে এনেছিস্ হরি,
রাঙা মেয়ে, বুঝি তুই, ছদ্মবেশ ধরি' ?

৪

হিমাচলে চুপি চুপি গোমুখীর জলে
স্নান করি, সুরধুনি, "জয় গঙ্গা" বলে,—
সেই পুণ্য পবিত্রতা,
ওলো আদরিণী সুতা,
বুঝি তুই এনেছিস্ বাঁধিয়া আঁচলে ?
হেরিলাম তোরে আমি কোন্ পুণ্যফলে ?

৫

অয়ি পুণ্যশীলে, অয়ি পরম পবিত্রে,
অয়ি বিশ্ববিমোহিনী শোভন চরিত্রে !
জাহ্নবীর জলস্পর্শে,
হের মা, হের মা, হর্ষে,
আমার এ আত্মাবধূ, ঘোর চণ্ডালিনী,—
সেও আজি দেববধূ—ত্রিদিব-বাসিনী !

খোকাবাবু।

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে, "সবারি কবিতা
হয়ে গেল। মোর কই ? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা !"

খোকার সে কাঁদ-কাঁদ মুখখানি, আধ আধ ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধা দুঃখিতা, লজ্জিতা !
কহিলাম মনে মনে, "খোকাবাবু ! ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে ! সৃষ্টিছাড়া ! কোথা তোর বাসা ?
চন্দ্র হারে, তারা হারে, তোর কাছে ! একি রে তামাসা !
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা।
শাদা কুন্দ নিরানন্দ, হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি ;
লাল পদ্ম লাজ পায় হেরি তোর টুক্‌টুকে মুখ !
কেমনে কবিতা লিখি ? যাদু তুই আনন্দের রাশি ;
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, স্নেহে ভরি গেল বুক !
অপূর্ব্ব * বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে !—বুঝি এতকালে,
পাব আমি নীলকান্ত মণি-ধনে, ননীচোরা লালে !"

দোলন চাঁপা।

১

হে চিরসুন্দর হরি ! উন্মীলি' নয়ন,
বন্দি' তব রাতুল চরণ,
মালঞ্চে পশিনু যবে আনন্দে মগন,
হেরিলাম সকলি মোহন !

* বৈষ্ণবেরা বলেন, আত্যন্তিক বাৎসল্যভাবের উদয় হইলে, ভ
শীঘ্রই শ্রীভগবানের বালক-মূর্ত্তি দেখিতে পান।

যে ধারে ফিরাই আঁখি,— অমিয়ার ধারা ;
রত্নের বেদীর মাঝে শোভার ফোয়ারা !

২

কুন্তলে মোহন চাঁপা, সিঁথিতে রঙ্গন,
মুচকিয়া হাসে ঊষারাণী ;
পাণিতলে ফুটন্ত গোলাপ অতুলন !
আহা ! রাঙ্গা চরণ দুখানি
পূজিতে, শিউলি আর কামিনী ঝরিছে,—
কি সৌরভ ! যেন ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলিছে !

৩

হেরিলাম, এক ধারে, হাসিছে ডালিয়া,—
সোহাগিনী বিলাতী কুসুম ;
প্রজাপতি-পাখা সম চারু সর্ব্বজয়া !
গৌরী-প্রেমে আনন্দে নিঝুম
হাসে শত রক্তজবা,— মৃদুল-সৌরভ,
শোভা পায় ফ্রান্‌শিস্‌সিয়া উদ্যান-গৌরব !

৪

নারীমাঝে রম্ভা যেন ফুটিছে চামেলী,—
নিজ গন্ধে নিজেই আকুল !
প্রগল্‌ভা ঝুমুকা হাসে করি' রঙ্গকেলি,
ঊষা যেন পরিয়াছে দুল !
সারা রাত্রি যামিনীরে প্রদানি' আসব,
নিশিগন্ধা ক্লান্তা এবে, তবু কি বৈভব !

৫

নব দুর্ব্বাদলোপরি ল্যাভেণ্ডার চাঁপা,
প্রৌঢ়া সম, অবাধে হাসিছে !
তীব্র গন্ধে, অলিবৃন্দ আলাভোলা, খ্যাপা,
গুঞ্জরিয়া, আনন্দে বসিছে
ঝাঁকে, ঝাঁকে, মধুপাত্রে ; হরির চরণে
ভক্ত ভৃঙ্গ লিপ্ত যথা, ক্ষিপ্ত গুঞ্জরণে !

৬

মোহিনী অপরাজিতা হাসিছে সুহাসি,
চারিধারে নীলিমা প্রকাশি' ;
রূপ-গরিমায় ভোর, ফুল রাশি রাশি,
ঢলে পড়ে, লাবণ্য বিকাশি' !
এক পাশে তুই শুধু,— গন্ধ অতি মৃদু,
রে দোলন চাঁপা ! কেন লুকাস ও মধু ?

৭

শুভ্র বাস, শুভ্র দেহ ! ও রূপের তুল
কোথা পাব, আহরি' উপমা ?
বঙ্গ-গৃহে যেন বালবিধবা অতুল,
তপস্বিনী, দেবী নিরূপমা !
চাপা হাসি ! ফল্গু যেন নয়নের কোণে,
বহে যায়, দিবা নিশি, গোপনে, গোপনে !

৮

নিশাশেষে, তুই যেন পাণ্ডুর চন্দ্রমা,
সীতা যেন অশোকের বনে !
গোবিন্দ-বিরহ-ব্রত পালে যেন রমা,
মহাদুঃখে, বারুণী-ভবনে !
ম্লান প্রদীপের জ্যোতি সমাধি-উপরে,
তুই ফুল ! হেরি তোরে অশ্রুবারি ঝরে !

৯

আঁধারে মাণিক তুই ! যেন অলকায়
বিরহিণী যক্ষ-বিমোহিনী !
গৌরীশৃঙ্গে তুই যেন মগ্ন তপস্যায়,
উমারাণী, হিমাদ্রি-নন্দিনী !
ক্ষীণ আশা-জ্যোতি সম ঘোর নিরাশায়,
রে দোলন চাঁপা ! তোর ও মূরতি ভায় !

১০

ঘোর কলুষিত-চিত্তে অনুতাপ আসি',
হয় যথা ঈষৎ উদয় !
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন— মুহূর্ত্তেক হাসি',
ভক্তি যথা হৃদি উজলয় !
সীতারে বিসর্জ্জি যেন, সোণার প্রতিমা !
শেষ-রাত্রে, মিটি মিটি দেয়ালি-গরিমা !

১১

নিকষে কনকরেখা, বহুল নিশায়
যেন ম্লান তারকার ভাতি !
চিরবিরহিণী, নাথে পাইয়া নিদ্রায়,
আনন্দে পোহায় যথা রাতি !
সারাদিন হো হো করি, কাটায়ে জীবন,
দিনান্তে, মুহূর্ত্তকাল হরি-সঙ্কীর্ত্তন !

হরিদ্বার।

১

হেরিলাম হরিদ্বারে, ব্রহ্মাকুণ্ড, হরির চরণ,
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনখল্, দক্ষ প্রজাপতি !
হেরিনু শ্রবণনাথে, ভক্তিরসে রঞ্জিয়া নয়ন ;
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপূর্ব্ব মূরতি !
শঙ্খধ্বনি, দেবার্চ্চনা, ওম্ ধ্বনি, উদার ভারতী,—
শুনিলাম পথে ঘাটে সুমধুর "নমোনারায়ণ" !
দেবকন্যা শান্তি হাসে ! যোগীনেত্রে কি বিচিত্র জ্যোতি !
মঠগুলি কি সুন্দর ! কোথা লাগে দেবেন্দ্র-ভবন ?
কল কল তর তর যান্ গঙ্গা, বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
এ সুন্দরী নগরীরে ভুজপাশে মেখলিত করি !

গিরি-কুঞ্জে কি উৎসব ! বিহঙ্গেরে বিহঙ্গিনী মরি,
শুনাইছে কলকণ্ঠে, মনানন্দে, মোহিনী সোহিনী !
বসুধার চারু বক্ষে, হরিদ্বার স্বর্ণ-হারাবলী !
সৌন্দর্য্য-নির্ঝর আহা চারিধারে পড়িছে উছলি !

২

সৌন্দর্য্য-বিভোর হয়ে,—প্রাতে যবে দেবের অর্চ্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারি ধারে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিস্ময়ে মগন !—
একি রূপ মরি মরি ! কোন্ র্যাফেলের বর্ণ-সাজে,
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে, বিশ্বে অতুলন ?
লাজে হারে কাশী, কাঞ্চী ! দেবের মালঞ্চ যেন রাজে !
এ তো গো নগরী নয় ! কল্পনার কুঞ্জবন-মাঝে
সুকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দর্য্য-স্বপন !
সৌন্দর্য্যের চির-উপাসক আমি ! আঁখি মুদে আসে !
কেবা হরি ? কেবা হর ? নাহি থাকে নাম-রূপ-জ্ঞান !
পলকে পলকে আসি, ঝলকিয়া, নেত্রপটে ভাসে,
সুন্দরের শত মূর্ত্তি ! শতনেত্রে করি আমি পান
সেই লাবণ্যের ধারা !—সুন্দরের চরণ-বাহিনী,
সৌন্দর্য্যের পূতগঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী !

অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।

হে কৃষ্ণ, হে জনার্দ্দন, প্রাণ-সখা, হৃদয়-বিহারী!
তব পদ-অরবিন্দ বন্দি আমি, রাত্রি আর দিবা,
জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে উঠে তাই মোর কাঙাল প্রতিভা,
জ্যোতির্ম্ময়! তামার জ্যোতির স্পর্শে, চৌদিকে প্রসারি,
অপূর্ব্ব লাবণ্য-শিখা!—সূর্য্যকান্ত, রবিকর-হারী,
হাসে যথা, উগারিয়া দীপ-শিখা, অপরূপ বিভা!
কুরূপা শ্যামাঙ্গী আহা, মরি মরি, গৌরাঙ্গিণী-নিভা
হয় যথা, হাসে যবে সুহাসিনী, পতিরে নেহারি!
আমারে কটাক্ষ করি, কহে কোনো রসিক ধীমান্,
রঙ্গভরে, ব্যঙ্গস্বরে, সস্তাদরে পাইতে "বাহবা";—
"তোমার প্রতিভা এবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তা! হে কবি প্রধান!"
সে কৌতুকে, মহা হর্ষে, হেসে উঠে হৃদিহীন সভা!
উহারা হাসুক্ উচ্চে; চন্দ্রোদয়ে, শ্যামাঙ্গী নিশার
বাড়ে রূপ; কৃষ্ণ-প্রাপ্ত হোক্ নিত্য প্রতিভা আমার!

বলরাম-চূড়া।

উচ্চ-তরু-শাখে তার, আবীরের কি বাহার,
চমৎকার বলরাম-চূড়া!
রেবতী-রমণ-আঁখি হ'ত যথা ঘোর লাল,
উপহাসি লালে লাল সুরা!

কি সুন্দর তরুবর! মনোহর! মনোহর!
গুচ্ছে গুচ্ছে শোভে রাঙা ফুল,—
শিরে চূড়া, নীল ধড়া, যেন দেব হলধর,
কানে দোলে বীরবৌলি-দুল!
হে চিরসুন্দর হরি! চারি ধারে মরি মরি,
কি সৌন্দর্য্য ছড়ায়ে রেখেছ!
হে চিন্ময়, হে অরূপ, একি হেরি অপরূপ,
বিশ্বরূপ হইয়া বসেছ!
ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করি, প্রকাশিলে আপনারে,
আকাশ হইল ঘট পট;
মায়ার মুখস্ পরি, সাজিলে গো মরি মরি,
বহুরূপী ছদ্মবেশী নট!
কোথাও বা অতি ভীমা, লোল-জিহ্বা, শ্যামা বামা,
উলঙ্গিনী, উন্মাদিনী-বেশা,
হে মায়াবি, কাচি'কাচ, নাচিছ তাণ্ডব-নাচ,
আলু থালু অতি মুক্তকেশা!
রাধিকার রূপ ধরি', কভু রাসরাসেশ্বরী,
লীলাময়ী শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী;
ব্রীড়ারক্ত দু'অধরে হাসিছ মোহন হাসি,
চরণে নূপুর রিণি ঝিনি!
কভু তুমি গৌরকান্তি, নিরুপমা উমা সাজি,
দশভুজা, অম্বুজ-চরণা,

রূপে দিক আলো করি', চুরি কর ভক্ত-চিত্ত,
ভাবে ভোর, উল্লাস-মগনা !
কভু ম্যাডোনার বেশে, শিশু খ্রীষ্টে ক্রোড়ে করি',
করিতেছ বদন-চুম্বন ;
কভু মা যশোদা সাজি, শিশু কৃষ্ণে বুকে ধরি',
সোহাগে কহিছ, "যাদু ধন" !
তাথেই তাথেই নৃত্য ! পরি শুধু দিগম্বর,
কভু তুমি পাগল মহেশ !
কভু গলে বনমালা, শিরে চারু কৃষ্ণচূড়া,
ধরিছ রাখাল-রাজ-বেশ !
আজি হেরি প্রেমচক্ষে, ভাবে দুটী আঁখি মুদি,—
সাজিয়াছ এক অভিরাম ?
কি সুন্দর ! কি সুঠাম ! শিরে শোভে লাল চূড়া—
মদির-লোচন বলরাম !

এক থাল মিষ্টান্ন।

[সোদরা-প্রতিমা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী, বহুবিধ মিষ্টান্ন নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া, আমার জন্য পাঠাইয়াছিলেন,—সুতরাং বলা বাহুল্য এই মহীয়সী নারীটি প্রাতঃস্মরণীয়া। আমি inspired (শক্তি-আবিষ্ট) হইয়া, এই কবিতাটী লিখিয়া, উৎসর্গস্বরূপে তাঁহার করকমলে অর্পণ করিলাম। হায়! এই নিম্‌নিসিন্দাময়ী পৃথিবীতে মিষ্টরসে কে না বশীভূত?]

১

সোদরা-সদৃশি অয়ি, গীতিময়ী, প্রীতিময়ী,
আদরিণী শরৎকুমারী!
এক থাল এই তব, সুমধুর, অভিনব,
মিষ্টদ্রব্য—কি বিস্ময়-কারী!
ওগুলি কি "মতিচুর"? কোথা লাগে কোহিনুর!
"পুরকান্তি", হেমকান্তি-হারা;
"সিঙাড়া", অমৃতে গড়া, যেন ভারতের ছড়া!
যেন "গীতগোবিন্দী" ফোয়ারা!

২

কহিতে না পারি লাজে, আনন্দে শরীর-মাঝে
কদম্বপুলক উপজয়!
কহিতে না পারি লাজে, আমার রসনা-মাঝে
অকস্মাৎ ফল্গু-নদী বয়!

লুব্ধ-মুগ্ধ হ'য়ে চাই !— চিত্তে তবু ক্ষোভ পাই ;
চন্দ্রসম বিমল, উজ্জ্বল ।
এ-হেন রতন-রাশি, কেমনে ফেলিব গ্রাসি' ?
থাক্ জিহ্বা ! হ'স্ নে চঞ্চল !

৩

এমনি স্বভাব মোর ! হেরি যদি চিত্তচোর,
তরুকোলে কমনীয় ফুল,
একদৃষ্টে, তার পানে, পিপাসিত-দুনয়ানে,
চেয়ে থাকি, আনন্দ-আকুল !
কর মম নাহি সরে, কুসুমেরে সমাদরে,
তরুশাখা হইতে তুলিতে ।
সৌন্দর্য্যবিভোর হই, একদৃষ্টে চেয়ে রই !
এঁকে লই ভাবের তুলিতে ।

৪

দুটি নেত্র করে মানা ! কি চঞ্চল এ রসনা !
"খাও, খাও", বলে বার বার ।
জ্বলিল জঠর-অগ্নি, কি আর বলিব ভগ্নি,
নয়ন মানিল শেষে হার !
বিশ্বজয়ী রসনার পরামর্শ চমৎকার,—
আঁখি দুটি চুপে বুজিলাম !
রাশি রাশি মিষ্টরাশি বদনে ফেলিনু গ্রাসি,—
আহা কি আনন্দ পাইলাম !

৫

তখন বুঝিনু সুখ ! কি আনন্দ, কি কৌতুক
উপজিল, মুখে আর বুকে !
পিয়ে সেই মকরন্দ, নেত্র-রসনার দ্বন্দ্ব
একেবারে গেল বোন্ চুকে !
শীতকালে, নদীতীরে, দাঁড়াইয়া, নদী-নীরে
নামিবারে, মন নাহি সরে !
শেষে কিন্তু ডুব দিয়া, তনু উঠে পুলকিয়া !
তেমতি আনন্দ এ অন্তরে।

৬

আদরের পেস্তা দিয়া, সোহাগ-বাদাম দিয়া,
আর যতনের কিস্‌মিস্,
যাদুকরী কুহকিনি, গুণময়ি হে ভগিনি,
গড়েছ এ সুন্দর জিনিষ !
বাসরে সুন্দরী-কুঞ্জে কবে কোন্ কালে ভুঞ্জে
ছিনু আমি, গীতি সুমধুর !—
সে সঙ্গীত পড়ে মনে, হাসি খেলে দুনয়নে,
আস্বাদি এ মিষ্ট মতিচুর !

৭

হে ভগিনি যাদুকরি, নূপুর-শিঞ্জিনী পরি,
শয্যা ছাড়ি, প্রাতে, অতি ভোরে,

ক্ষীর-সাগরেতে গিয়া, আসিয়াছ ডুব্ দিয়া,
তুমি বুঝি স্বপনের ঘোরে ?
নন্দন-কাননে গিয়া, কল্পশাখা দোলাইয়া,
তুমি বুঝি পেড়েছিলে ফুল ?
তুলেছিলে পারিজাত ? তাই এত মিঠে হাত,
কুসুম-সৌরভে সমাকুল !

৮

তোমার এ মিষ্টপনা, তোমার এ গুণপনা,
বিলোকিয়া তোমার এ রীতে,
(আমিও জ্যোতিষী ভারী !) গণিয়া বলিতে পারি,
তোমার চরিত্র, সুচরিতে ?
হেরিলে কাঙাল জন, ঝরে তব দুনয়ন,
অন্নপূর্ণে ! তুমি মুক্তহস্তা !
ভাসে সে আনন্দ-নীরে, শুধুহাতে নাহি ফিরে,
দ্বারে কেহ হইলে দ্বারস্থ।

৯

রোগার্ত্ত হেরিলে পরে, তোমার দুচক্ষু ঝরে,
হোক্ না সে চণ্ডাল অধম !
দিবারাতি, অনিবার, সেবা তুমি কর তার,
ত্যজি অবলজ্জা, কুসরম।
হে স্বামী ! হে অন্তর্যামি ! কি আর বলিব আমি ?
পূর্ণ কর এ ভিক্ষা আমার,—

পুত্র কন্যা ক্রোড়ে ধরি, "মতি"-মালা* গলে পরি,
সর্ব্বশোভা-সর্ব্বগুণাধার,
সুখে থাক্ ভগিনী আমার !

এ জীবনে এ সমস্যা পূরিল না মোর !

১

এ জীবনে এ সমস্যা পূরিল না মোর !
যুবতী কি প্রৌঢ়া তুই ? হা রে চিত্তচোর !
কখন নবীনা হয়ে,
গলা মোর জড়াইয়ে,
পরাণে ঢালিয়া দিস্ স্বপনের ঘোর।
ফুল ফোটে—উৎস ছোটে,
বিহগেরা নেচে ওঠে,
যৌবন-বসন্ত সখি ফিরে আসে মোর।
কুঙ্কুমের ফেলাফেলি,
আবিরের খেলাখেলি,
প্রাণ-বৃন্দাবন হয় উৎসবে বিভোর !
আবেশ-বিহ্বল-বেশা,
আননে ত্রিদিব-নেশা,

* ইনি সুবিখ্যাত মাননীয় মতিলাল গুপ্ত ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

চরণে অলক্ত-রাগ, নয়নে কাজোর ;
রসলীলাময় হাস,
ফুল্লাধরে সুপ্রকাশ,
এনেছ পুষ্পের রাশ, ভরিয়া আঁচোর !
চুম্বি তোরে, লো কুহকী,
চেয়ে দেখি, একি, একি,
গভীর তিমির-মগ্ন দুই চক্ষু তোর !
নবীনা চলিয়া গেছে,—
বাহুযুগে বদ্ধ আছে,
মনস্বিনী-যোষা এক ! হইয়া ফাঁফোর,
সুধাই লো করযোড়ে—
ছলনা কোরো না মোরে !—
এ জীবনে এ সমস্যা পূরিবে কি মোর ?
যুবতী কি প্রৌঢ়া তুই ? হা রে চিত্তচোর !

৯

এ জীবনে এ সমস্যা পূরিবে কি মোর ?
যুবতী কি প্রৌঢ়া তুই ? হা রে চিত্তচোর !
বসেছিলে ফুল্লমনে—
কেন চারু নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুই বিন্দু বিষাদের লোর ?
চুম্বি সেই অশ্রুবিন্দু,
উথলিল শোক-সিন্ধু ;

সোহাগে কোমল কণ্ঠে বাঁধি-বাহুডোর,
সুধাইনু, "বল্ সখি, কি হয়েছে তোর ?
বসন্তের নব উষা,
কেন ত্যজিয়াছে ভূষা ?
লজ্জা কি লো, বল্ সখি, কি হয়েছে তোর ?"
ক্রোড়ে মোর মুখ ঢাকি,
গতাসু পুত্রের লাগি,
কতই ফেলিলি তুই-নয়নের লোর !
সান্ত্বনা করিব কোথা !
আমারো প্রাণের ব্যথা
দেখা দিল অশ্রুরূপে ; দ্বাদশ বছর,
পুত্রধনে লয়ে গেল ক্রূর কাল চোর—
তবু সে শোকের ছায়া,
জুড়ি মায়াময়ী কায়া,
বসে আছে ! হারে নারি ! কোন্ মায়া ঘোর,
বেঁধেছে পরাণে তোর তিমিরের ডোর ?
ক্রোড়ে লয়ে বসে আছি—
আন্‌মনে ভাবিতেছি,
সুখ, দুঃখ ; হেনকালে, ছাড়ি মোর ক্রোড়,
প্রবীণা উঠিয়া গেল—
দেখিনু নবীনা এল,
খুকিরে লইয়ে কোরে ! পূর্ণ শশধর

ধরিবারে, খুকী চায়—
"আয় চাঁদ, আয় আয়—
নিথর গগনে শুনি যুগ্ম সুধাস্বর,
হাসিয়ে ঢলিয়া পড়ে পূর্ণ সুধাকর !
বহুরূপি, লো কুহকি,
সত্যকরি বল্ দেখি,
এ জীবনে এ সমস্যা পূরিবে কি মোর ?
যুবতী কি প্রৌঢ়া তুই—? হারে চিত্তচোর !

কল্পনার প্রতি কবির উক্তি।

১

বল, বল, দেবকন্যা, আমার উপরে
কেন এত দৌরাত্ম্য তোমার ?
প্রসাদ দিবার তরে এস দয়া করে,
তবে কেন মুখ ভার্ ভার্ ?
অপরের চিত্তগৃহে মন্থর গমনে যাও,
মৃদুল কৌমুদী-রূপ ধরি !
ধরিয়া বিদ্যুৎরূপ, কেন এস মোর চিত্তে ?
চমকি, প্রাণের রাজ্য কাঁপে থরথরি !

২

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল—
ছিল যাহা পরাগের রেণু,

রবি-কর পিয়ে-পিয়ে, হয় সে মুকুল,
সুধীরে প্রকাশে ফুল-তনু।
হায় কিন্তু মোর চিত্তে, হিমাদ্রি-শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার!
পল্লবে, মুকুলে, ফুলে, নুয়ে পড়ে তরুলতা!
মুহূর্ত্তে একি গো রঙ্গ! মর্ম্ম বোঝা ভার!

৩

অপরের পার্শ্বে যাও, যেন শিশু-মণি,
সাঁওতাল-প্রসূতির কোরে!
প্রসব-যন্ত্রণা-ব্যথা জানে না রমণী!
ভাগ্যবতী পুত্রমুখ হেরে!
এস কিন্তু মোর-পাশে, কেন এ ভয়াল বেশে?
আত্মা মোর তোলপাড় করি!
যেন ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, ওম্ শব্দে নিঃসরিয়া,
উরিলা ব্রহ্মার কন্যা, দেবী বাগীশ্বরী!

৪

অপরের চিত্তে যাও, বিচিত্র উদ্যানে
যেন কোন সুন্দর ফোয়ারা!
রবির কোঁচড় হ'তে ছোট ছোট ইন্দ্রধনু
কাড়ি লয়, প্রতি জলধারা!
এস কিন্তু মোর চিত্তে নাএগ্রা প্রপাত মত;
গঙ্গোত্রির গঙ্গার মতন!

আছাড়ি আছাড়ি পড়ে, ভীষণ তরঙ্গরাশি
টলমল্ টলমল্ হিমাদ্রি-ভুবন !

বারাঙ্গনা !

জগাই, মাধাই যবে করিত দস্যুতা,
এক বারাঙ্গনা-গৃহে গিয়া উপস্থিত ;—
তর্জ্জিয়া, গর্জ্জিয়া কহে, "হে বারবনিতা !
আমাদের হস্তে তোর মরণ-নিশ্চিত !"
তস্করের মূর্ত্তি হেরি, উড়িল পরাণ,—
ভয়ে বারাঙ্গনা কহে "কোথা ভগবান্ !"
"রাখ্ তোর ভগবান্", কহিল জগাই—
"আগে দে গহনা ; দিস্ শেষেতে দোহাই ।"
হেনকালে, "হরি হরি" সঘনে উচ্চারি,
কে যেন রে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহিল, ফুকারি !
বিস্ময়ে মাধাই বলে "এ বড় বালাই,—
পিঞ্জরের শুক দেয় হরির দোহাই !
চল, যাই অন্য স্থানে"—এই কথা বলি,
সসম্ভ্রমে তথা হ'তে গেল দোঁহে চলি !
সে নিশিতে কুলটারো চমক ভাঙিল,—
বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করি, যোগিনী সাজিল !
কবির এ আঁখিযুগ জলে গেল ভরি,—
একবার, সবে মিলে, বল "হরি হরি" !

ভুলিস্ নে হরিনাম, কি সুখে, কি দুঃখে !
ধূলায় কুসুম ফোটে—
ভুর্ ভুর্ গন্ধ ছোটে !
হরিনাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে !

নিদাঘের ডালি।

গুমট্।

একখণ্ড মেঘ আসি, ছেয়েছে গগনে।
রৌদ্র নাই, তবু একি পরাণের জ্বালা !
আন্ চান্ করে প্রাণ !—এই মাছি গুলা,
ভন্ ভন্ করি উড়ে, বসিছে বদনে।
(মাতালের মুখে যেন !)—এত সন্তর্পণে,
তাল-বৃন্তে মুহুর্মুহু এত যে ব্যজন,
সকলি বৃথায় হায় ! প্রাণের মরমে,
কে যেন করিয়া গেছে বৃশ্চিক-দংশন !
গামোছা ভিজায়ে আন ; দেখিছ না দেহে
বহিতেছে ঘর্ম্ম, যেন শ্রাবণের ধারা ?
ছেলে গুলো জ্বালালে যে ; হাত-তালি দিয়া,
বারেণ্ডায় করে গোল, উন্মাদের পারা !
গুমটে মরিয়া গেছে চড়াই-শাবক—
টানিছে চীৎকার-শব্দে তাহারি পালক।

পিপাসা।

কি দারুণ তৃষা! বসি জলের কুঁজায়,
ডাকে কাক; বোল্‌তাও তৃষাসমাকুল,
বসে গিয়া সেই জলে; গীরগিটি-কুল,
মার্জ্জারের ঘর্ম্মবিন্দু মহা সুখে খায়!
কি আশ্চর্য্য অতঃপর! দুগ্ধ-দরশনে,
খোকা, খুকি, চিরকাল আতঙ্কে শিহরে;—
আজি কিন্তু সেই দুগ্ধ, মহা প্রেমাদরে,
করে পান! দেখ দেখ, মুদ্রিত-লোচনে,
কি করিছে অন্বেষণ গৃহের কুকুর?
লেলিহান জিহ্বা ওর; ধুক্ ধুক্ করে,
ক্ষীণ বক্ষ!—রেলযাত্রী ঘোর তৃষাতুর,
"পানি পাঁড়ে, পানি পাঁড়ে" বলি সকাতরে,
হয় যথা ক্লান্ত,—দেখ, নির্ব্বাক্ হইয়া,
অবসন্ন কুক্কুরটি-পড়িল শুইয়া!

স্নান।

দুটিবার আজি আমি করিয়াছি স্নান,—
তবুও এসেছি গঙ্গে, তোমার সকাশে!
নিদাঘের তীব্র রৌদ্রে দাবদগ্ধ প্রাণ,
মুঞ্জরি উঠুক্ দেবী তোমার পরশে!

মণি-দীপ্ত তোমার এ তরঙ্গ-আবাসে,
তরঙ্গের উপাধানে করিয়া শয়ন,
অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে চক্ষু মুদে মুদে আসে ;
জলের তরল শব্দে বিহ্বল জীবন !
সুখের এ বিহ্বলতা !—হরজটা-মাঝে,
ভবানী-ভ্রূকুটী-ভঙ্গী উপহাস করি,
আনন্দে বিহ্বল হয়ে, তুমি মা শঙ্করী,
করিতে বিহার যথা উলঙ্গিনী-সাজে !
কিম্বা যথা হরভালে, হাসি নবশশী,
চাহিত অবাক্ হয়ে, হে হর-রূপসি !

এই।

এই বাঁধা-ঘাটে, এই সরসীর জল ;
এই কূলে কূলে আহা প্রদোষ-বিহানে,
কামিনীর হুড়াহুড়ি ; অশথের তল ;
গ্রাম্য দেবতার পূজা তরুর-বিতানে ;
সোপানের নিম্নে এই শৈবালের দল ;—
উছলে পিছলে কেহ পড়ে যায় যদি,
এই বামা-কণ্ঠে, উচ্চে, পরিহাস-ছল,—
"আয় সই, জলে নাম্", মধুর ভারতী !
এয়ো ও বিধবা মিলে, সলিলে ডুবিয়া,

আনন্দে মগন হ'য়ে, উঠিতে না চায় ;
অঞ্চলের জালে ক্ষুদ্র সফরী ধরিয়া,
বালক, বালিকা জলে ছুটিয়া বেড়ায় !
এই সুশীতল চিত্র, হেরিয়া, হেরিয়া,
নিদাঘার্ত্ত আঁখি মোর গেল জুড়াইয়া !

আঁখি ।

মেঘদূতে পড়িয়াছি,—চোর মেঘ আসি,
(বাতায়ন দিয়া পশি !) দেয়ালের গায়ে,
চিত্রপটে দেয় দুষ্ট কলঙ্ক মাখায়ে ।
তেমতি চোরের মত, ধূলা এক রাশি,
দুগ্ধফেননিভ এই শয্যাটি আমার,
করে দিল মসী-তুল্য ; প্রিয়ার দশনে
লাগাইয়া দিল মিশি ; সযত্নে বামার
অঞ্জন লাগায়ে দিল খঞ্জন নয়নে !
বৃদ্ধ মৌলবী সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রুরাজি,
নিবিড় কৃষ্ণ কলপে করিল রঞ্জিত ।
ভাঙ খেয়ে, দরোয়ান্, ভোলানাথ সাজি,
ছিল বসে ; "মস্ত্" হয়ে, আরম্ভিল গীত-
"সুন্দর চুনরী !—হরি হরি বঁহিয়া !
ভরি পীচ্কারী, হরি, হোরি মচায়া !"

গ্রীষ্মের ফল প্রভৃতি।

উপেন্ !—লুকাট্, লিচু, পেঁপে, আক্, শশা,
যা পাও, কিনিয়া এন, আজিকে দশমী।
রসনার তৃপ্তিকর তর্মুজ লাল্মি,
অবশ্য আনিও তুমি, দধির দুর্দ্দশা।
হের, হের !—ইহা হ'তে ঘোল ও আমানি
সুস্বাদু ; (বড় বউ পাতিয়াছে বুঝি ?)
এক রাশ তেঁতুল ঢেলেছে চোক্ বুজি,—
তাই বলি, ব্রজে এল কোন্ গোয়ালিনী ?
দুইটী কুল্পী বরফ, হয়ে গেল পার !
রাণী বলে "আরো দাও"। বেদানার যম,—
সে বরং ছিল ভাল ! এ বড় বিষম !
জলের উপরে ঝোঁক্ হয়েছে উহার !
ধর্, ধর্ ! সাপটিয়া ধরেছে সুরাই,—
বালিকা-বড়াই নয় ; বালিকা-বালাই !

ফোয়ারা।

উদ্যানের মালী কোথা ? এ ধারে আসিয়া,
খুলে দিক্ একবার, জলের ফোয়ারা!
কি বিচিত্র দেখ, দেখ ! পরীমুখ দিয়া,
ছুটিছে তরল স্নিগ্ধ আলোকের ধারা।

শত ইন্দ্রধনু মরি সৃজিয়া সৃজিয়া,
পল্লী করে ভোজবাজী ! কুসুমে, পল্লবে,
তৃণ-শষ্পে শুষ্ক প্রাণ উঠিল জাগিয়া ;
অপ্সরী-নূপুর ওই বাজিছে সুরবে !
শুন, শুন, কাণ পাতি ; নদীকন্যাগণ,
কেহ নাচে, কেহ গায় ; মধুর এস্রাজে,
সেতারে আঘাত পড়ে ; কেহ মাঝে মাঝে,
গন্ধর্ব্ব সখারে করে সলাজে চুম্বন।
আতুর হয়েছে প্রাণ ? তৃষা কর দূর,
পিয়ে এ সঙ্গীত সুধা, মধুর, মধুর !



নাতিনী-সংবাদ।

দ্বিপ্রহর ; শুয়ে শুয়ে ধবল শয্যায়,
টানিতেছি আলবোলা ; চিত্ত-জানালায়
চিন্তার লূতিকা-জাল বুনিতেছি সুখে !
হেন কালে, বুট্‌পায়ে, মৃদুহাস্য-মুখে,
সৌখিন নাতিনী মোর, উপস্থিত আসি !
বসাইনু কাছে তারে, যতনে সম্ভাষি।
নবীনা নাতনী মোর, নাম নৃত্যকালী,
New year's দিনে যেন নারিঙ্গির ডালি !

উচ্চ ক্লাসে পড়ে বালা, মহিলা-কালেজে ;
লঙ্কা মরিচের ঝালে মাংস যথা মজে—
(আমি গো বাঙাল নহি, দোহাই পাঠক !)
কিংবা যথা হিঙ্ দিলে, প্রকাশে চটক,
সুরসাল কলাইর ডাল সুমধুর,—
তেমতি তেজাল' মোর নাতিনী চতুর।
কথায় কথায় বলে, Tennyson, Shelley,
গরীব রবীন্দ্রনাথে পাড়ে কত গালি—
"হনুকরণেতে পটু, মৌলিকতা নাই,
সাহিত্য-বড়বাজারে মহাধূর্ত্ত চাঁই !"
"পুরাতন সন্দেশেতে পূরি কিছু ক্ষীর,
বদন ময়রা করে সন্দেশ বাহির ;—
তেমতি বঙ্কিমচন্দ্র করে গুণপনা,
ডুমা স্কট্ হিউগোর কদর্য্য নমুনা।"
"ঠাকুর গোষ্ঠির ভাষা ইংরাজিতে ভাজা ;
ড্যাফোডিল পুষ্পে যেন মনসার পূজা,
মাখনেতে জুব্ড়ানো যেন দিশি রুটি—"
(নৃত্যকালী ভাল বড় বাসে পাঁওরুটি—
তাই গো এ Simileটি তার চাঁদ মুখে
লেগেছিল বড় ভাল !) আমি হেঁট্-মুখে,
শুনিতেছিলাম সব, হইয়ে ফাঁফর,
বাসর ঘরের যেন বাক্ শূন্য বর।

হেনকালে (বুঝি হায় ! প্রাতঃকালে উঠি,
স্মরেছিনু তব মুখ বাঁড়ূয্যে কপটী,
তাই গো আমার হৈল এ ঘোর দুর্দ্দশা !
তাড়াতে অশক্ত—সুখে রক্ত খায় মশা ।
নামের মাহাত্ম্য তব ভুবন-বিদিত,
যে নাম স্মরণ মাত্র, হয় পরাজিত
গর্ব্বিত বিপক্ষদল, গ্রাবু খেলা কালে !
চার ছক্কা, দুই বোম্, যায়-রসাতলে !)
হেনকালে, ছাড়ি মফঃস্বল-আলোচন,
নাতিনী সদরে আসি কৈল আক্রমণ !
অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রে, ভানুসিংহে ছাড়ি,
মোরে লক্ষি, রসনার তোপ্ দিল দাগি !
(ছাড়ি আর দাগিতে হ'ল না ভাল মিল !—
বঙ্গীয় সমালোচক, কিল্ খেয়ে কিল্,
অনায়াসে করে চুরি সাহিত্য-বাজারে,
তাইতে সাহস হৈল তব দরবারে
হে পাঠক ! ছত্র দুটি করিবারে পেশ্ !)
হাসিয়া নাতিনী কহে—বেশ্, দাদা, বেশ্,
এ বুড়া বয়েস, তবু নাহিক সরম,—
ঘুচিবে না এ জনমে কর-কণ্ডূয়ন ?
কতপদ্য ছাপাইলে, কলঙ্কের কালি !—
বঙ্গবাসী-পত্রিকায় খেলে কত গালি !

বঙ্গবৃক্ষে ফলে কবি যেন Black Berry
ঝরে না'ক একটিও মুকুল মঞ্জরী !
কবি হেম, দ্বিজেন্, নবীন আর রবি,
অতঃপর, দাদামণি, তুমি যে কবি !
বুঝি গো এ ঠান্‌দিদির house-keeping,—
শিখাইয়া দিল তোমা কবিতা-Pudding !
নাতিনীর ঠান্‌দিদি, আমার গৃহিণী,
পাশে ছিল বসি, এই কথা গুলি শুনি
উত্তরিল—"লো নাতিনী, বুড়া পেয়ে বুঝি,
করিস্ ভৎসনা ? তোর আইলে গুরুজি
(নাতিনী জামাই মোর—) করিস্ লো রঙ্গ,
বুঝা যাবে কার কত বাক্যের প্রসঙ্গ !
আমিও রতন চিনি, আমিও জহুরী !
নয় তোর বুড়া দাদা সামান্য হুনরি !
অসামান্য কবি উনি, জানি বিলক্ষণ,
মন দিয়া, শোন্ যত কবির লক্ষণ—
খোকা চেয়ে খুকীরে বাসেন উনি ভাল,
ওঁর চক্ষে ভৃঙ্গ হ'তে প্রজাপতি কাল !
জীর্ণ শীর্ণ শাটী পরি, দাঁড়ালে সমুখে,
ভাবেন অপ্সরা মোরে, না জানি কি চখে !
বারাণসী চেলি পরি, জ্যাকেট্ আঁটিয়া,
দাঁড়াইলে, দেখেন না বারেক চাহিয়া !

খোকা যবে চক্ষু বুজি, স্তন দুগ্ধ খায়,
ভোলানাথ, একদৃষ্টে, পাগলের প্রায়,
চাহিয়া থাকেন মরি (ভেবে হাসি পায়—)
কহেন—"ওঃ ! কি রহস্য ! এমনি করিয়া,
প্রকৃতির উপাধানে মাথাটি রাখিয়া,
এমনি, শিশুর মত, নিশ্চিন্ত, বিহ্বল,
থাকিতে শিখিব কবে আমরা সকল ?"
গোলাপ, কেতকী, পদ্ম ভালবাসে লোকে ;
উনি সুধু একদৃষ্টে, দোপাটীর দিকে,
রহেন তাকায়ে ; তার একটী পাঁপ্ড়ি
দুষ্ট সমীরণ যদি লয় কভু হরি,
অমনি কবির নেত্রে বহে অশ্রুজল !
সম্রাটের রাজ্য যেন গেছে রসাতল !
চালের, ডালের দর না জানেন উনি !
দিবা নিশি ওঁর মুখে এই কথা শুনি,—
বৃন্দাবনে ফুটিয়াছে গন্ধরাজ ফুল,
গোকুলে অশোক তরু ধরেছে মুকুল !
মোর আদরের কথা কি কহিব নাতিনী ?
কবি-সোহাগের আমি বড় সোহাগিনী !
কাড়ি লয়ে কনকের চারু রত্ন-চূর,
বাঁধি দেন দুই হস্তে পুষ্পের কেয়ূর !

প্রায় বুড়া ; তবু ভরা রসের পশরা,—
কি সাহসে ওঁর সাথে করিস্ ঝগড়া ?"
এত বলি গৃহিণীটি, নাতিনীর সঙ্গে,
রঙ্গে দেহ ঢালি দিল হাসির তরঙ্গে !
এক পাশে, শয্যাতলে, ভয়ে হয়ে সারা,
দেখিতে লাগিনু সেই হাসির ফোয়ারা !—
সৃজিয়া আশঙ্কা, আশা, উৎসাহ, আহ্লাদ,
ফুরাইল এতক্ষণে "নাতিনী সংবাদ" !

প্রকৃতি।

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি !
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের-কুমারী !
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—

নগনা, দোলনা-কোলে, মগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উঘারি !
আমি সে অমৃত বিষ, পান করি অহর্নিশ,
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী !
গীতের ঝঙ্কারে তোর, মাধুর্য্যের নাহি ওর ;
কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
(তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি !

২

অয়ি বর নারি,
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি,
তুহারি পূজারি !
ত্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই,
তোরে হেরি দুঃস্বপন গিয়াছি বিসারি !
দুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লোভ
ভুলিয়াছে ! মুক্তকর, ছিলাম প্রসারি,—
কি আশ্চর্য্য ! একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি ?
জ্বল্ জ্বল্ দীপ্তি ভায় ! দুচক্ষু ঝলসি যায়,—
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি।
আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল সুরপুর,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ফুল্ল কুলনারী,
যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি !

৩

সঙ্গলিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া-মোহ সব,—
তুমি মম ঐশ্বর্য্য-বিভব।
অকূলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অনুকূল,
জলধি-গর্জ্জন এবে হয়েছে নীরব!
প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার সুমূর্ত্তি রাজে
পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী!
কর দেবী এ আশীষ,— মহানন্দে, অহর্নিশ,
হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি,
পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি!

কেরাণীর গান।

"লেখ, লেখ, চালাও কলম!
কাষ্ঠে বসি, সারা দিনমান।
যতক্ষণ ক্ষীণ হস্ত দুটি,
নাহি হয় অসাড়, অসান।
দিস্তে দিস্তে লিখে কর পার;
ষ্টেশনারি করে ফেল খালি;
কেরাণীর হাড় কালি করে,
খালি কর দোয়াতের কালি।

"লেখ, লেখ, চালাও কলম—
মাথা ঘোরে, খড়ি উঠে মুখে !
মাস গেলে, এক কুড়ি, মুদ্রা,
হেসে হেসে, গণিব রে সুখে !
দুগ্ধ খাবে আমার শিশুটি ;
জোগাইব প্রিয়ার আহার ;
দ্বাদশীতে হইবে পারণ,
চির দুঃখী বিধবা মাতার !

৩

"লেখ, লেখ, চালাও কলম—
মাথা গুঁজে, হেসে, হেসে, সুখে
ভোর বেলা, আলু ভাতে ভাত,
আসিয়াছি গুঁজে, মুখে, বুকে !
ক্লান্তদেহে রজনীতে গিয়া,
এক পাশে থাকিব পড়িয়া !
ঘুচিলে এ কেরাণী-জনম,
সম্ভাষিব পুত্র আর প্রিয়া !

৪

"লেখ, লেখ, চালাও কলম,
হাড়ভাঙ্গা পরীক্ষার মত !
খাট, খাট, খেটে হও সারা,
পায়ে বেড়ী কয়েদীর মত !

ওই শোন, যুবকের দল
গঙ্গাতীরে গাহিতেছে গান,—
যেন ওরা করিছে বিদ্রূপ,
মসীজীবী কেরাণীর প্রাণ !

৫

"অহো ! অহো ! বড় সাধ যায়,
একবার ছুটে যাই মাঠে ;
একদল কেরাণীরা মিলে,
গিয়ে বসি ভাগীরথী-ঘাটে !
ভুলে যাই ক্ষণেকের তরে,
মসীজীবী কেরাণীর প্রাণ ;
জলেতে ডুবাই কালিময়
হস্ত দুটি, অসাড়, অসান।

৬

চাহি না পূজার ছুটী আমি,
হেরিবারে প্রিয়ার বয়ান !
চাহি না সাধের ছুটী আমি,
ডাকিবারে, "কোথা ভগবান !"
এক মুহূর্ত্তের ছুটী চাই,
অশ্রুজলে ভিজাতে নয়ান !
জুড়াতে এ তীব্র হুতাশন,
দাব-দগ্ধ কেরাণীর প্রাণ !

৭

চারিধারে শরিষার ফুল,
ক্ষীণ হস্ত অসাড় অসান,
মারচেণ্ট আফিসে বসিয়া,
কেরাণী গাহিতেছিল গান—
"লেখ, লেখ, চালাও কলম।"
বধির কি বণিকের কাণ?
"এই মোর সরম ভরম,
"এই মোর ধরম করম,
"লেখ, লেখ, চালাও কলম!"-
ওই শোন কেরাণীর গান!

রূপ-তৃষ্ণা।

জীর্ণ বক্ষ, দীর্ণ প্রাণ, সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণায় হায়,
রূপ-পিপাসায়!
দরশে মিটাতে চাই, পরশে জুড়াতে যাই,
বৃথায় বৃথায় চেষ্টা, কণ্ঠতালু হায়
সে অশ্লেষে, আরও গো শুকায়!
কুমুদ, কহ্লার ফোটে, উর্ম্মিমালা নেচে উঠে,
হায় তবু শূন্য কুম্ভ শূন্য থেকে যায়!
প্রাণ যায় মৃগ-তৃষ্ণিকায়!

২

অহো আমি মাতোয়ারা মোহ-মদিরায়,
ইষ্ট-দেবতায়,
পর্ব্বে পর্ব্বে পূজিয়াছি, পদতলে সঁপিয়াছি,
রাশি রাশি অর্ঘ্য পুষ্প প্রভাতে, সন্ধ্যায়।
হেমকান্তি উষাকালে, সন্ধ্যার সোণালী জালে,
হইয়াছি হর্ষদীপ্ত সে মুখ প্রভায়।
করে তার কর ঢাকি, গণ্ডে তার গণ্ড ঢাকি,
দেখিয়াছি! রূপ-তৃষ্ণা মিটান কি যায়?
বিফল, বিফল সব, চাতক হয় নীরব;
সিন্দুরিয়া জলধর আকাশে মিলায়,—
(মোর) ছাতি ফাটে রূপের তৃষ্ণায়!

৩

ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! নিশি জাগি, সে যবে ঘুমায়,
ছাদে পড়ি, ফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
তাহার মুখমণ্ডলে, এক দৃষ্টে কুতূহলে,
হেরিয়াছি নিশিপদ্ম কিবা শোভা পায়!
আরও যেন জ্যোৎস্নাভায়, চকোরেরা আরও ধায়,—
মঙ্গল-মহিমা-গান জ্যোৎস্নাপুরে ধরে!
কৌতূহলে লট্‌পট্‌, পক্ষ ছুটি ঝট্‌পট্‌,
রাশি, রাশি, দৃষ্টি-অলি মুখে আসি পড়ে!

চকোর পলায়ে যায়, ক্ষুব্ধ ভৃঙ্গ শুধু পায়
হলাহল ! ভাগ্যে তার একি হায় দায়,
প্রাণ যায় মধুর তৃষ্ণায় !

সর্ব্বনাশা ; ভালবাসা ; দারুণ পিপাসা
ঘুচিল না হায় !
এই পিপাসার লাগি, নিশি নিশি কত জাগি,
সে যবে ঘুমায়,
দীপ জ্বালি, লয়ে বাতি, হেরি, করি আতিপাতি,
কি হীরা, কি কহিনুর, সে আননে ভায় !
সে কেশ-জলদে কোন্ বিদ্যুৎ খেলায় !
মোহকর, মনোহর, হেরিয়ে ফুল্ল অধর,
বুঝিবারে কি সৌরভ মাখা আছে তায়,
চুম্বিয়াছি আবেষ্টিয়া পাগলের প্রায় !
একি এ মোহের নেশা ! একি এ রূপের তৃষা !
প্রথম বরিষা-সিক্ত ধরণীর প্রায়,
ছাতি ফাটে দারুণ তৃষ্ণায় !

৫

সর্ব্বনাশা ভালবাসা, দারুণ পিপাসা,
ঘুচিল না হায় !

তুলে তারে, লয়ে খাটে, শ্মশানে, জাহ্নবী-ঘাটে,
জ্বালিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি, চাহিলাম হায়,
জানিতে সে রূপকান্তি কেমন দেখায়!
সে বর বপুর মাঝে, কি দ্রব্য লুকান আছে,
যাহে তনু উদ্ভাসিত লাবণ্য-ছটায়!
লক্ লক্ জিহ্বা দিয়া, তনু তার পোড়াইয়া,
রাক্ষসী প্রকৃতি হাসি, কহিল আমায়।—
"বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব
বুঝিয়াছ হে উন্মত্ত!
ঘরে যাও! আর কেন মর পিপাসায়,
অগ্নিক্ষেত্রে, মৃগ-তৃষ্ণিকায়?

শেষ চুম্বন।

১

দাও দাও, বিদায়-চুম্বন!
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ডালি
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন!

২

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
এ হেমন্তে দাও সখি, ফুল্ল মালতীর মালা ;
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
সবাই কাঁদিছে ভাই, তব মুখ পানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

৩

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
পুলিনে দাঁড়ায়ে হায়, শীতে থর থর কায়,
সলিলে নামিব, সখি, মুদিয়া নয়ন !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

৪

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলে, অস্তাচলে,
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ-উদয়াচলে ?
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

সূর্য্যকান্ত-মণি সম অধর-প্রবালে মম,
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
দাও চিত্ত-মণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাঁধি !
চিরবিরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী,
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

৫

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
একি ! একি ! একি গোল ! একি রোদনের রোল !—
সব শেষ ; তারি সমাচার ?—
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার,
সুধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার !

সুরধুনী।

[একটী গঙ্গাসমা কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটী রচিত হইল। কন্যাটির নামও "সুরধুনী।"]

মাতঃ সুরধনী ! তুই মা, তুই মা
অপূর্ব্ব প্রতিমা ! ও রূপের সীমা
নাই মা, নাই মা ! গঙ্গাদেবী সমা
পবিত্র, নির্ম্মল, তুই নিরুপমা !

কি শোভা, কি আভা, উথলি' পড়িছে !
জাহ্নবীর জলে আসিয়া মিশিছে,
যেন ঢল ঢল জ্যোৎস্না-তরল !
গঙ্গাজল সম শ্রীঅঙ্গ বিমল,
গঙ্গাজল সম শুভ্র ও শীতল
হাসি-রাশি তোর ! লীলাময় অঙ্গে,
চঞ্চল-চপল-তরল-তরঙ্গে,
কোন্ শৈল হ'তে আসিয়াছ, গঙ্গে ?
পরেছিস্ মা গো ! সুন্দর দুকূল,
তাহে আছে কাটা নানাবর্ণ ফুল,
তাহে শোভে মরি বিচিত্র কিনারা,
ব'হে যায় যেন জাহ্নবীর ধারা,
রাজহংসদলে নাচায়ে তরঙ্গে,
নানা বরণের বিচিত্র বিহঙ্গে !
শত শুভ্র চিন্তা ও বদনে ভাসে,
মাতা ভাগীরথী যেন রে উল্লাসে,
ধরেছেন বক্ষে অযুত তারকা !
প্রীতি-ভরা দেহ স্নেহে হেন মাখা !
মাতঃ সুরধুনী ! ইন্দুমুখে ঝরে
বচন-অমিয় ; কুল কুল স্বরে,
গাইছেন যেন দেবী মন্দাকিনী,
আনন্দে মগনা, সাগর-গামিনী !

বীণাস্বর সম আলাপ মধুর,
মূর্ত্তিমান রাগ, মূর্ত্তিমতী সুর,
কভু অতি মৃদু শিশির পতন,
কভু ধীর উচ্চ নীরদ-বর্ষণ !
পড়িছেন গঙ্গা আনন্দের ধারে,
হর-শিরে যেন ললিত ঝঙ্কারে !
পবিত্র, উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্যের জলে,
আত্মা-বধূ মোর, অতি কুতূহলে,
স্নান করি' আজি, মুদিয়া নয়ন,
মহাধ্যানে হের হইল মগন !
ঘুচেছে, ঘুচেছে বিলাস-কামনা,—
ঘুচেছে, ঘুচেছে বিশ্বের ভাবনা !
গঙ্গাজল-স্পর্শে, এই কর্ম্মনাশা,
আত্মা-নদী মোর, লো কলুষ-নাশা,
হ'য়ে গেল গঙ্গা ! জয় সুরধুনী !
জয়, জয়, জয়, বিশ্বের জননী !
এ অনিত্য-রূপে, ছলনা করিয়া !
নিত্য রূপ তোর দেখালি হাসিয়া !
মকরবাহিনী ! খুলিয়া গুণ্ঠন,
সন্তানে দেখালি করিয়ে যতন,
স্নেহে ঢল ঢল চারু মুখখানি !
মায়ের আমার ঐ দুটি পাণি,

গঠিত আ মরি ধবল মৃণালে !
কুমুদে, কহ্লারে, জল-পুষ্প-জালে
গ্রথিত, আ মরি মায়ের কুন্তল ;
হস্তে শোভে এক ফুল্ল শতদল !
হংস-কলরব-ছলেতে কেমন,
হইছে চরণে নূপুর-বাদন !
ললিত-ভ্রূভঙ্গ্য, লীলাময়-অঙ্গা,
চঞ্চল-চপল-তরল-তরঙ্গা,
তর-তর-শব্দে চলিয়াছ গঙ্গা !
বিষ্ণুপদ হ'তে আসিয়াছ নামি !
ভেটিবারে পুনঃ নিখিলের স্বামী,
পড়িছ আনন্দে অনন্ত সাগরে !
লীলাময়ি ! তোর বদনে, অন্তরে,
কি উচ্ছ্বাস মরি ! শত গিরি ঠেলি,
আছাড়ি' তাদের বহু দূরে ফেলি',
মুক্তিময়ি, তোর একি নৃত্যকেলি !
অয়ি শিক্ষাদাত্রী, লো গুরুরূপিণী !
এই লীলা মোরে শিখাও জননী !
কোথা সে, কোথা সে আনন্দের হ্রদ,
বিষ্ণুর চরণ, মহা-মোক্ষপদ !
সে জলে মিশাতে, লীলাময় অঙ্গে,
চঞ্চল-চপল-তরল-তরঙ্গে,

আমারও সাধ হইয়াছে গঙ্গে !
শত বিঘ্ন বাধা, শত গিরি ঠেলি,
আছাড়ি' তাদের বহু দূরে ফেলি,'
উদ্দাম উচ্ছ্বাস, বদনে, অন্তরে,
পড়িব আনন্দে অনন্ত সাগরে !
যারে সবে হায় ক'রে থাকে ঘৃণা,
পিতা, মাতা, ভাই, পুত্র ও অঙ্গনা,
সেই শব-দেহে ক্রোড়ে ধর তুমি,
মাতঃ সুরধুনী ! তব বেলা-ভূমি,
চিতানল-ছলে মহাহোমানল,
সর্ব্ব-দুখ-হরা, পবিত্র, উজ্জ্বল।
আমিও জননি, শবদেহ-পারা,
হেয় আর ঘৃণ্য, অয়ি হর-দারা !
ক্রোড়ে ধর এই অধম সন্তানে ;
সুশীতল তোর ঊর্ম্মি-উপাধানে,
রাখি মাথা যেন, অন্তিমে জুড়াই !
অয়ি স্নেহময়ি ! পুত্রের বালাই
লও লও হরি ! লো হর-বাসনা,
শেষ দিনে যেন বলি, "মা মা মা মা,"—
ডুবি যাই আহা আনন্দের হ্রদে,
অসীম সাগরে, মহাবিষ্ণুপদে !

সদানন্দ-সুরধুনী।

["হরিহরমূর্ত্তি"—অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ হরি ও অপরার্দ্ধ হর—ও "হরগৌরী" মূর্ত্তি—অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গ হর ও অপরার্দ্ধ গৌরী—এই দুই যুগল মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া অনেক কবি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু "হরগঙ্গার" বর্ণনা করিয়া কেহই আজ পর্য্যন্ত এরূপ যুগল কবিতা লেখেন নাই। অন্ততঃ এরূপ কবিতা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি এই ক্ষুদ্র কবিতাটী রচনা করিয়া, "সদানন্দ-সুরধুনী"র পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। হরগঙ্গার আশীর্ব্বাদে, আমার এ অকিঞ্চিৎকর কবিতাটি জয়যুক্ত হউক!]

আধা—সদা সদানন্দ, যোগে নিমগন,
অর্দ্ধ নিমীলিত সুন্দর নয়ন,
ভালে শশিকলা প্রাণ-আহ্লাদন,
আধা—কষিত-কনক-অঙ্গা,
শুভ্রফেনময়ী, চন্দ্র করোজ্জ্বলা,
দুকূলধারিণী, পবিত্রা, বিমলা,
হসিত-সুনেত্রা আনন্দ-বিহ্বলা,
দেবী সুরধুনী, তরলা, শীতলা,
চপল-তরঙ্গা গঙ্গা!
আধা—আপন স্বরূপে—শব্দহীন, চুপ,
কোকনদে ভৃঙ্গ যেন রে লোলুপ!
মৌনব্রতধারী,—আহা অপরূপ,
যোগানন্দে সদানন্দ!

আধা—ঝঙ্কারকারিণী, গুহাবিদারিণী,
কুলুকুলু-শব্দে সঙ্গীতকারিণী,
রিণি-রিণি-শব্দে ত্রিতন্ত্রীবাদিনী,
কলকল-শব্দে ভৈরবনাদিনী,
দেবী সুরধুনী, সাগরগামিনী,
চরণে শিঞ্জিনী-ছন্দ !

আধা—বিভূতিভূষণ শ্রীঅঙ্গ মোহন,
ধবল ধুতূরা গলে কি শোভন !
নীলকণ্ঠ কিবা নীরদ বরণ,
যোগীবেশী যোগিবেশ !

আধা—চন্দ্রকরহার শ্রীকণ্ঠে ধারিণী,
চন্দনচর্চ্চিত শ্বেতাঙ্গ শোভিনী,
নেত্র-কুবলয়, নীলাব্জ-নিন্দিনী,
দেবী সুরধুনী, বিশ্ববিমোহিনী,
চাঁচর-চিকুর কেশ !

আধা—পিঙ্গল সুজটা,—যেন ভূর্জ্জপত্র !
ফণিফণাজাল—যেন আতপত্র !
ফণিশিরে কিবা শোভিছে বিচিত্র,
হীরা, পান্না, মণি, চুনি !

আধা—জলমুক্তাজালে গ্রথিত কুন্তল,
কুন্দদন্তপাঁতি মরি কি উজ্জ্বল,
হাস্যচ্ছটা কিবা সুন্দর শীতল,

স্বচ্ছ দুটি আঁখি, দর্পণ বিমল,

আধা—যোগানন্দ-রসে সদা কুতূহলী,
দুটি রক্তজবা চারু বীরবৌলী,
ভাঙে রাঙা আঁখি, চারুচন্দ্র-মৌলী,
সদা সদানন্দ মুনি !
আধা—শুভ্র শতদলে শ্বেতাঙ্গশোভিনী,
যোগি-সদানন্দ-হৃদয়-বাসিনী,
ভক্ত-হৃদয়ের ত্রিতাপনাশিনী,
মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী,
সুকেশিনী, সুরধুনী !
আধা—ধক্-ধক্ জ্বলে জাটজুটজাল,
ধক্-ধক্ জ্বলে বিশাল কপাল,
লক্-লক্-জিহ্বা ফণিনী করাল,
জ্বল্‌জ্বল্-মণি-অঙ্গা !
আধা—মুক্তিময়ী দেবী, মুকতি-উৎসঙ্গা,
কল্লোল-উৎসবে সদা নবরঙ্গা !
(আনন্দ-তুফানে সদা নবরঙ্গা !)
মাতা-সুরধুনী, ললিত-ভ্রূভঙ্গা,
চপল-তরঙ্গা-গঙ্গা !
জয়—সদা-সদানন্দ, সদা আশুতোষ,
ত্রিনেত্র হেরে না ভকতের দোষ,

মূর্ত্তিমান্ তম, তবু নাহি রোষ
অপরাধী ভক্তজনে !
জয়—পতিতপাবনী, জীব-উদ্ধারিণী,
জন্মজন্মান্তর-পাতক-হারিণী,
মহাদর্পে-তুঙ্গ-শৃঙ্গ-বিদারিণী,
চঞ্চলা, কুটিলা, প্রসাদরূপিণী,
তবু ভক্ত অকিঞ্চনে !
জয়—নিগুর্ণস্বরূপ, কেবলি আভাস,
শুধু ব্যোমকেশ, কেবলি আকাশ,
রূপ-রস-গন্ধ পেয়েছে বিনাশ
বর্ণহীন নিত্যরূপে !
জয়—সত্ত্বরজস্তম-মায়াস্বরূপিণী,
যবনিকা-আড়ে কৌতুককারিণী,
ভোজবাজী-রঙ্গে নাটের রঙ্গিণী,
মাতা সুরধুনী, মহা কুহকিনী,
লীলা করে চুপে চুপে !
হে যুগ্ম—মূরতি, গঙ্গা-সদানন্দ,
কতকাল আর মোহে রব অন্ধ ?
ত্রিশূলে কাটহ এই মায়াবন্ধ,
ঢাল ঢাল গঙ্গাজল !
মুছাও, মুছাও ভারতকলঙ্ক,
প্রেম—ভগীরথ, প্রীতি-মহাশঙ্খ,

বাজাক্ ভৈরবে, ঘুচুক্ আতঙ্ক,
আন জাহ্নবীরে বাজাইয়া ডঙ্ক,
জ্বালি ধর্ম্ম-হোমানল!
পরাভক্তি—গঙ্গা হিমাচল-শৃঙ্গে
ভেদিয়া, নামুক্ উত্তাল-তরঙ্গে,
তা বিনা গোসাঞি, আর গতি নাই
এ দুঃখিনী-ভারতের!
বাক্য-আস্ফালন-জীমূত-গর্জ্জন,
"স্বদেশী"-"স্বদেশী"-বাষ্প-উদ্গীরণ,
করিলে কি হয় বারি-বরিষণ?
কি উত্তাপ! শেষ নাহি, ত্রিলোচন,
হায় এই নিদাঘের!
এ-মহাজাহ্নবী আসুক, ধাইয়া;
নাচিয়া, গাহিয়া, গর্জ্জিয়া, ফুলিয়া,
তব জটাজাল হইতে নামিয়া,
তরল-রজতকান্তি।
ভারত হউক, সুজলা, সুফলা,
শত বারাণসী হাসুক্ উজ্জ্বলা,
উরুক্ দেউলে ভারত-কমলা!
স্বস্তি! স্বস্তি! শান্তি! শান্তি

চিরযৌবনা।

আমার প্রতিভা আজি কাঙালিনী, হে শ্যাম সুন্দর!
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে
নহে আর; মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে
নহে আর ঝঙ্কৃত ও অলঙ্কৃত! শুষ্ক সরোবর;
ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর
উপমার! ঝরি' গেছে লতা-পাতা; ওই দীনস্তূপে
ক্রোটনের পাতা কাঁপে ও (হায় তারে কে করে আদর?)-
কম্বল-সম্বল-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চুপে!
হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ!
তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূষণে?
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি 'তুচ্ছ সাজ,
আলু থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে?
জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা,—
পতি-চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সুচির-নবীনা!

শ্রীভগবানের প্রতি।

নাহি গুণ, নাহি শক্তি, হৃদয়েতে নাহি ভক্তি,
চক্ষে নাহি অনুরাগ-লোর,
তবু নাথ এত কৃপা, তবু নাথ, রাত্রি-দিবা,
সহিয়াছ, শতভার মোর।

প্রবাসে, সন্ন্যাসি-বেশে, ভ্রমিয়াছি দেশে দেশে
বিপদ-ফণীর ফণা-মাঝে ;
যবে আমি ভয়-ত্রস্ত, প্রসারি অযুত হস্ত,
রক্ষিয়াছ নব-দুর্গা-সাজে।
কি আর জানাব কথা ? সকলি তো জান ধাতা,
বুকে ল'য়ে শত তীব্র ব্যথা,
বিদ্ধ হরিণের মত ছুটিয়াছি অবিরত,
সংসার-অরণ্যে যথা তথা।
বিদ্ধ বিষ-দিগ্ধ-বাণে, অস্থির-অস্থির-প্রাণে,
মৃগ খোঁজে ঝরণার নীর,
হে চির-আনন্দ ভূমা, আমিও খুঁজেছি তোমা,
বুকে লগ্ন নিরাশার তীর।
আজিও আকুল-তানে, ভাঙ্গা কণ্ঠে, ভাঙ্গা প্রাণে,
ডাকিতেছি, হে মঙ্গলময় ,
দয়াময়ী মা'র বেশে, এলোকেশে, ছুটে এসে,
ঘুচাও, ঘুচাও মম ভয়।

শ্রীহরির প্রতি।

ওগো অখিলের স্বামী ! জানি, আমি অতি অকিঞ্চন
চিরদিন, চিরদিন গুণহীন, অধম পাতকী,

ভরসা তোমার দয়া শুধু! রুক্ষ সেফালীর শাখী
হয় না কি প্রসূন-বৈভব-ময়, অপূর্ব্ব শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে আহা পূর্ণিমার তরল কাঞ্চন
পড়ে যবে তরুশিরে? হিমক্লিষ্ট কাননের পাখী
মাধবের সাড়া পেয়ে, সহকার-আড়ালেতে থাকি,
ঝঙ্কারিয়া ওঠে নাকি, আলাপিয়া বাসন্তী কূজন?
হে নাথ, যে অতি তুচ্ছ মৃত্তিকার চুলার উপরে
চুয়ায় গোলাপ-জল, তাও হয় সুরভি, সুন্দর,
পশে গোলাপের বাস যবে তার অন্তর-অন্তরে!
উথলিয়া উঠে তার স্তরে স্তরে লাবণ্য-লহর!
হে অপূর্ব্ব গোলাপী-সৌরভ-উৎস! আমি হীন মাটী,—
তব স্পর্শে হর্ষে হব সুধাসিক্ত, অতি পরিপাটী!

হে বিপদ, এস!

১

হে বিপদ, এস!
সজল আনত চক্ষে, ভীতিবিকম্পিত বক্ষে,
রাখি দৃষ্টি, এস দেবি, এস।
পতি-পুত্র-সর্ব্বহারা, অনাথ-বিধবা-পারা,
গালে হাত দিয়া, সতি, কাছে এসে বোস!

২

সদ্যঃস্নাতা কালিন্দীর জলে
সন্ধ্যা সমা, হে বিপদ, তব মুখ-কোকনদ,—
বিষাদ বুলায় হস্ত সে নীল উৎপলে!
নীহারিকা-মুক্তা হার তোমার ও অশ্রুধার,
প্রীতি-রাকা-শশী হাসে সুন্দর আঁচলে।

৩

এস, দেবাঙ্গনা!
র‍্যাফেলের খর-দৃষ্টি হেন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি
হেরে নাই!—তুমি মম অপূর্ব্ব ম্যাডোনা!
শিশু খ্রীষ্টে কোলে করি, এস রাজরাজেশ্বরী,
শোভা-সাগরের অয়ি কমল-আসনা!

৪

এস, নন্দরাণি!
হেন যশোদার কথা কে শুনেছে কবে কোথা?
ভাগবতে নাহি হেন সুধা-মাখা বাণী!
শ্রীহরিরে কোলে করি, এস রাজরাজেশ্বরি,
কি ফুল্ল-সরোজ ওই চরণ দুখানি!

দশভুজা।

দশভুজে! দশভুজে শত শত আশীর্ব্বাদ লয়ে,
এস মা এস মা আজি, দশদিক রূপে আলো করি!
আমরা সন্তান সব, পথ চেয়ে আছি বঙ্গালয়ে;
দশবাহু প্রসারিয়ে, কোলে তুলি, রাজরাজেশ্বরি,
লও, লও আমা সবে!—অশ্রুজলে আঁখি গেছে ভরি,
মুছ মা কনকাঞ্চলে তপ্ত বারি! জননী-হৃদয়ে
ওই স্তন্য ক্ষীর সুধা, বিন্দু বিন্দু পড়ে আহা ঝরি,
মাগো মা পিয়াও তাহা, পিয়াও এ পিপাসু তনয়ে!
জ্যোৎস্না-মহিমাময়ী মরি মরি শারদী যামিনী,
পাতিয়াছে বনপথে তোর লাগি কনক-আসন!
ফলায়েছে অলক্তের নবরাগ রক্ত-কমলিনী,
করিতে রঞ্জন মাগো আহা তোর ও রাঙা চরণ!
কি উৎসর্গ! কি আনন্দ! কোটি কোটি ঝরিছে শেফালী!
আমরাও তোর পদে দিনু আজি এ জীবন ঢালি!

বনফুল।

হে গোবিন্দ, হে মাধব, নারায়ণ, মুকুন্দ, মুরারি!
আমি চাহি হইবারে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বনফুল;—
নেত্রে হাসি, ঋষি পত্নী পরি' কান্ত বাকল-দুকূল,

স্বহস্তে তুলিবে মোরে ! "জয় হরি" বদনে উচ্চারি',
বিনায়ে বিনায়ে গাহি' কৃষ্ণ-স্তোত্র, প্রাণ-মনোহারী,
বাজাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা, উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ্গুল,
তপোবন-আশ্রমের ঋষিবৃন্দে করি হর্ষাকুল,
অর্পিবে তোমার পদে ! ধন্য ভাগ্য যাই বলিহারি !
দাস-ভাবে চুম্বি পদ দিনে দিনে হব ভাগ্যবান ;
সখা-ভাবে হয়ে মরি সুচিকণ বরগুঞ্জমালা,
অলিঙ্গিব কণ্ঠ তব ! কৌস্তুভ-কিরণ করি' পান,
জ্যোতির্ম্ময় ! হব আমি হিরণ্ময়, অপূর্ব্ব উজালা !
তার পর ? তারপর মধুর ভাবেতে হয়ে ভোর,
মাথার ভূষণ হ'য়ে পাব মুক্তি; ওগো চিত্তচোর !

আবাহন।

১

এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী ;
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে ! হে ভারতী,
এস আজি ! কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে সুহস্তে ল'য়ে ; গালভরা হাসি
মুখে ; নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি ;
মোহন শ্রবণ যুগে রক্তোৎপল দুল,
ঝল্মল্ ঝল্মল্ বাসন্তী দুকূল ;
এস, বিশ্ববিমোহিনী, লয়ে রূপরাশি !

এস মা, এস মা আজি, ঊষা যথা আসে,
আলোক-আবীর-রাশি ঢালি, হাসি, হাসি,
অরুণের শিরে !—আসি যথা পৌর্ণমাসী,
খুলি দেয় জ্যোৎস্না-ফোয়ারা !—বিশ্বভাসে
আনন্দ-সলিলে ! লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া !

২

এস মা, কবির নেত্রে সহসা উদয়
অফুরন্ত ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে ! ভক্ত সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্ট-দেবতা-মূরতি
হয় যথা আবির্ভূত ! বন্ধ্যারে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময়
গৃহাঙ্গণ, আঁধারেতে জ্বালি শতজ্যোতি,
জননী-উৎসঙ্গে শোভে সুন্দর তনয় !
শিশু যবে, গৃহ ছাড়ি, পথ হারাইয়া,
হয়, আহা ! ভয়ত্রস্ত, ক্রন্দন-আকুল,
মা তাহার শশব্যস্তে, এলাইয়া চুল,
উন্মাদিনী প্রায়, লয় বাছারে তুলিয়া !
আমি কাঁদি এ প্রবাসে ; কোথা মাগো তুমি ?
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি !

৩

বহুদিন পাই নাই শেফালীর বাস ;
বহুদিন শুনি নাই কোকিল-কাকলী !
বহুদিন হেরি নাই আনন্দ-উল্লাস
গোপিনীর, আচম্বিতে মোহনমুরলী
শুনি, স্খলিত ললিত গতি, স্রস্ত-বাস
বিজন সে বনপথে !—যক্ষের আবাস
কোথা সে অলকাপুরী ? যাদুকর-মন্ত্রে,
হে শিবানি, তোমার ও কল্পনার তন্ত্রে,
হে ভারতি, সৃজ আজি নূতন অলকা !
তরুণ যৌবন বিনা অন্য কোনো যথা
নাহি বয়ঃসন্ধি ; চিরবন্ধ—সখী সখা,
জানে না প্রেমের কুঞ্জে বিরহের ব্যথা !
সৃজিয়া নূতন সৃষ্টি, চিত্ত লও হরি
এ ভক্তের ; দয়া করি, উর, যাদুকরি !

৪

উর মা, উর মা, আসি এ চিত্ত-মন্দিরে,
আদি কবি বাল্মীকির আশ্রম বিরলে
আসিয়া উরিলা যথা !—ক্রৌঞ্চ-বধূটীরে
ক্রোড়ে লয়ে, ভাসে কবি নয়নের জলে ;
তুমি সেই ভাগ্যবানে অঙ্কে লয়ে ধীরে,
মুছাইয়া দিলে অশ্রু বসন-অঞ্চলে ;

রঞ্জি দিলে নেত্র তার অপূর্ব্ব কজ্জলে ;
হাসে কবি ! নবপ্রভা ভাতিল তিমিরে !
হে বরদে, বসি সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
(একধারে বহে তব সৌন্দর্য্যের ধারা,
আরো দুই ধারে মরি, নির্ঝরিণী পারা,
দয়া, প্রীতি !) অয়ি বিশ্বরমে, নিরুপমে,
দিলে তারে কবিতার দীপ্ত স্পর্শমণি,
যাহে, এবে, হিরণ্ময়ী অখিল অবনি !

কিম্বা এস বরাননি, সে মধুর রূপে,
রাজরাজেশ্বরীরূপে, বিমোহিনী সাজি,
(মায়াবিনী, এই বিশ্ব তব ভোজবাজী !)
ভক্ত উজ্জয়িনী কবি যে মাধুরী, চুপে,
পূজিত, পূজারি হয়ে ! করিত বন্দনা,
হস্তে লয়ে উপমার ফুল্ল ফুল সাজি,
গুঞ্জরিত যাহে কল-ভ্রমরের রাজী,
ললিত শব্দের দল ! ধন্য উপাসনা !
কিম্বা এস, হে আরাধ্যে (করি আরাধনা),
রাস-রাসেশ্বরীরূপে, প্রেমিকা রাধিকা !
(অয়ি ব্রজাঙ্গনা, তুমি অনন্ত প্রেমিকা !)
ভালে মাখি, যে পবিত্র প্রেম রেণু-কণা,

বঙ্গের বৈষ্ণব-কবি-ছায়াপথ মাঝে,
বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্বল্ জ্বল্ রাজে!

৬

আশৈশব, বীণাপাণি, তব আরাধনা
করিয়াছি সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে!
কত যে তুফান, ঝড়, দারুণ ঝঞ্ঝনা
বহিয়াছে মোর মাথে! পদ কোকনদে
তবুও একান্ত ভক্তি, জ্ঞানদে, শুভদে,
অচলা রহিল মোর!—"বাতুল কল্পনা
বঙ্গের কবিতা!"—হেন উপহাস-হ্রদে
ঠেলিয়া, ঘরের শত্রু করিল লাঞ্ছনা!
ঘোর, ঘোর অত্যাচারে, নির্ম্মম নিয়তি,
করিয়ে উন্মাদগ্রস্ত, হরিল চেতনা!
শনৈশ্চর হাসি কহে, "পাবে অব্যাহতি,
ভুলে যাও দেবতার করিতে অর্চ্চনা!"
অতি বুদ্ধি (কলি-পত্নী!) হাসি কহে "ফাঁকি
সব ফাঁকি!—মিছা ঊর্দ্ধে কেন ডাকাডাকি?"

৭

ঘুরি গেল মুণ্ড মম, ভণ্ডামিরে হেরি;
দুয়ারে অর্গল দিল আত্মীয়, স্বজন!
প্রেমের মুখস্ ফেলি, হিংসা-নিশাচরী
করিতে লাগিল হর্ষে তাণ্ডব-নর্ত্তন!

"পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুবিধার বিধি,"
হাসি কহে নাস্তিকতা, কুলঘ্ন কুলটা !
সব দুঃখ দূরে যাবে, কর পান যদি
এই এক্কা ! মুখে দাও পেস্তা দুই মুঠা !
এইরূপে, যবে দেবী, ঘৃণিত, দলিত,
বিতাড়িত স্বামিশূন্য কুক্কুরের প্রায়,
ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে, উচ্ছিষ্টেও রত,
তুমি দিলে দেখা দেবি ! দ্রব করুণায়
সজল আয়ত-আঁখি, কহিলে, "এ ঘোর
পরীক্ষা হয়েছে সাঙ্গ ; আয় বাছা মোর !"

৮

তারপর, মহাদেবী, কাছে নিলে টানি ;
প্রতপ্ত কপালে পাণি দিলে বুলাইয়া !
কহিলে (অমৃতস্রাবী কি মধুর বাণী !)
"অরাজক নাহি বিশ্বে ! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
এক ছত্র সাম্রাজ্যের আমি রাজরাণী !
ঘোর প্রলয়ের মধ্যে আমিই শৃঙ্খলা,
ঘোর দুর্দৈবের মাঝে আমিই কমলা,
কলুষ-নাশিনী আমি, কল্যাণী, ঈশানী !
আশৈশব বাছা তুই, কায় মনঃ প্রাণে,
করিলি আমার পূজা ! নিষ্কাম পূজার
আছে—আছে পুরস্কার, বাছা রে আমার !

লভিবি দ্বিজত্ব তুই, ভ্রান্তি-অবসানে।
কাছে আয়, গুরু মন্ত্র দিই তোর কাণে!"

৯

"আমি প্রেম—আমি প্রীতি—আমি ভালবাসা!
সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী কেবলি ভারতী,
আমি নহি! আমি মুক্তি, আমি শুভ গতি!
আমি জ্ঞান, আমি ভক্তি, ধার্ম্মিকের আশা;
অশোভন গণ্ডগোলে শৃঙ্খলা নিয়ম,
আমিই; মৃত্যুর মাঝে আমি মহাপ্রাণ,
দুরন্ত লালসা মাঝে আমিই সংযম;
আমি পুণ্য, আমি শিব, আমিই কল্যাণ!
হায় মূর্খ! ঊর্দ্ধে ওই অনন্ত আকাশে,
অন্তহীন সৌররাজ্য, রবি, শশী, তারা,
তুমি কি ভেবেছ ওরা উন্মাদের পারা,
ঘুরিতেছে, লক্ষ্যহীন উদ্ভট উচ্ছ্বাসে?
হা মূঢ়! করিয়ে পাঠ ওমর খাইলাম্,
ভাবিতেছ, "মরণই জীবের বিরাম?"

১০ ও ১১

সমুদ্রে অর্ণবযান গরুড় গতিতে
চলিয়াছে, বক্ষে তার শত নরনারী!
উঠিল তুফান ঘোর কেন আচম্বিতে?
"রক্ষ ভগবান" বলি উঠিল চিৎকারি,

যত নরনারী ! প্রলয় ভেরীর রোল,
ভীম গণ্ডগোল ! শতফণা আস্ফালিয়া,
শতপুচ্ছ আছাড়িয়া, রুষিয়া, গর্জ্জিয়া,
তরঙ্গ-ভুজঙ্গ-বৃন্দ করিছে কল্লোল !
কেবা শুনে কার কথা ? কোথা ভগবান ?
নরনারী সাথে ওই বারিধি অতলে
ডুবিল ডুবিল তরী ! হইল উত্থান
জননীর শব, তার বদ্ধ মুঠি-তলে,
শিশুর মাথার কেশ !—হেরি এই কাণ্ড,
তুমি কি ভাবিছ, মূঢ় ! বিপুল ব্রহ্মাণ্ড !
শূন্য বুঝি সব ! ধু ধু ধূম পুঞ্জরাশি
এই বিশ্ব ? চেয়ে দেখ—আমারি উৎসঙ্গে
সেই শত নরনারী হাসিতেছে রঙ্গে,
মরণে চরণে দলি আনন্দে উল্লাসী !
অবিশ্বাসী ? আমি সবে, জগদ্ধাত্রী-সাজে,
এ অঙ্কে দেয়েছি স্থান ! কোটী পরলোক,
বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, কোটী ভূলোক, দ্যুলোক,
বিশাল বিরাট মম ছায়া-দেহে রাজে !
নর-বলি-লেলিহান আমিই সংগ্রাম !
শতশব স্কন্ধবাহী আমি মহামারী
ব্যাদানি বিকট মুখ, জনপদ গ্রাম
গ্রাস করি, ভূমিকম্প-রূপে ! সর্ব্বমারি,

কঙ্কালের সেনা-মাঝে, দুর্ভিক্ষ হইয়া,
নাচি আমি মুক্ত চুলে, তাধিয়া, তাধিয়া !

১২

কবন্ধের মত সেই ঘূর্ণী বায়ু ছোটে,
সাহারার মাঝে, তারো অন্ধ ক্ষিপ্ততায়
আমারি মূরতি, পুষ্পময়ী, শোভাপায়
শোভনা শৃঙ্খলা !—যে ধার্ম্মিক অকপটে,
সত্য পথে চলে, তারো ঘোর নির্যাতন
হয় যেই, সুদুঃসহ সে যন্ত্রণা-মাঝে,
আমারি আনন হাসে (জ্যোৎস্না যথা রাজে
ভগ্ন মন্দিরের চূড়ে !) ।—সাধুর বদন,
হেরি সেই হাসি, ভাসে আনন্দ সলিলে !
(নিশির কুমুদি যথা শিশির-সম্পাতে ।)
—আমারি আদেশ আজ্ঞা অবনি অখিলে
ছুটিছে অপ্রতিহত ;—অশনির পাতে,
উল্কার উৎপাতে, বাজে মাঙ্গলিক শঙ্খ !
শিশুরে কি ভোলে কভু জননীর অঙ্ক ?

১৩

ভুঞ্জিয়াছ নিজ কর্ম্মফল, অপরাধি !
করিলাম ক্ষমা তোমা, দেখায়ে সুনীতি !
তৃণ হ'তে নীচ হয়ে, ক্লেশ, আধি, ব্যাধি,
তরুসম সয়ে, ধর বৈষ্ণবের রীতি !

শত্রু মিত্রে সবাকারে প্রাণপণে প্রীতি
কর বৎস! কি ভয়, কি ভয়, এ অভয়া
দিতেছে অভয়া!" এত বলি, হে অজয়া,
দিলে মোরে মন্ত্র! ঘুচিল দাসের ভীতি!
সত্যই মা বদ্ধ নিজ অপরাধ-পাশে!
অবুদ্ধি বানর যথা, খেলিতে, খেলিতে,
দড়ি সহ, বদ্ধ হস্ত পারে না খুলিতে,
কাঁদিয়া মরেছি, ত্রাসে নিজ কর্ম্মফাঁশে!
বুঝেছি মা, পরার্থেই আপন মঙ্গল,—
কর্ম্মফল-বিসর্জ্জনে আনন্দ অচল!

১৪

তদবধি বীণাপাণি, করি শিরোধার্য্য
বাক্য তব, মাগো তোর ওপদ স্মরিয়া,
যথাশক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে সাধিতেছি কার্য্য!
তবু মা আশঙ্কা-ভয়ে দুরু দুরু হিয়া,
কাঁপে কভু! ডুবে যাই নিরাশা-গহ্বরে!
চরণ চলেনা যেন! নয়নের গতি
অনুজ্জ্বল! দিবসেও হেরি যেন রাতি!
কোথা মা? নয়ন মণি, আয় মা সত্বরে!
আয় মা, আয় মা আজি, ম্যাডোনার বেশে
অঙ্কারোহী তোর ওই শিশু খ্রীষ্টে বরি

নবীন জীবন লভি, নবোৎসাহে, হেসে
শত্রুরেও গলে ধরি, বলি "হরি হরি" !
প্রবাস স্বদেশ হোক্ ! এক রাজ্যবাসী
দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক, স্বদেশী, প্রবাসী !

১৭

সগুণে নির্গুণে, আর আসলে, নকলে,
দ্বৈতাদ্বৈতে, ভেদাভেদে, মোর কাজ নাই !
যে মূর্ত্তিতে চাহ, মাতঃ, এস মোর ঠাঁই,
এসে শুধু, বস মম হৃদয়-কমলে !
যদি চাস্, আয় মাগো, যশোদার রূপে !
তোর ঐ অঙ্কারোহী শিশু কৃষ্ণে বরি,
আনন্দের বীরখণ্ডি ভখি, চুপে চুপে,
ভুলে যাই সব জ্বালা, আপনা পাশরী !
সেই-পাদ-নখচন্দ্র নিমিষার্দ্ধ পাই,
ইহলোক, পরলোক, কিছুই না চাই !
প্রবাসী স্বদেশী হবে ! এক পরিবার
সব নর নারী !—বিশ্ব একই সংসার !
কোথা মা ভারতি ? লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া !

বৈকুণ্ঠারোহণ।

(আমার মাননীয় বন্ধু বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ. সি. দত্ত মহাশয়ের পরম গুণবতী কুমারী কন্যা কনককুমারীর অকাল-মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত।

"হের হের সখা, হের ঋষিবর! স্বর্ণ দ্যুতি ঝলে অঙ্গে।"
কহিলা শ্রীহরি, ডাকিয়া নারদে, মধুর-ভারতী-ভঙ্গে;—
"আসিয়াছে কন্যা, রূপে গুণে ধন্যা, এসেছে কনক ওই;
ক্রোড়ে করি আজি এ সুধাময়ীরে, আয় মা আনন্দময়ী!
কুমারী-নিকুঞ্জে লয়ে যাও এরে; যত কুমারীর দল
সাজাক্ ইহারে, হাসাক্ ইহারে, মুছাক্ নয়ন-জল!
কুমারী-নিকুঞ্জ, এ গোলকধামে, সদা যাহা সুধা-ভরা,
লয়ে যাও এবে, সে আনন্দপুরে, যাও যাও লয়ে ত্বরা!
মায়ের উৎসঙ্গ তপ্ত নীড় ছাড়ি, বিহগীর ক্ষুব্ধ প্রাণ!
আদর-ঝঙ্কারে অভিমানিনীর লুপ্ত কর অভিমান!"
শ্রীহরির কোল হইতে বালারে, দেবর্ষি লইলা কোলে;
হাসিল কনক, দুলিল অলক, ভৃঙ্গ যেন পুষ্প-দোলে!
কুমারী মণ্ডলী নারদের কাছে আসিয়া, ঘিরিল তারে;
লইয়া চলিল কুমারী নিকুঞ্জে, সাজাইয়া পুষ্প-হারে!
পথে যেতে যেতে, হেসে হেসে বলে, যত কুমারীর দল
"এস এস সখি, রত্ন উদ্যানের এস গো কনক ফল!
আদর-তরুর, সোহাগ-শাখীর, এস হীরামন্ পাখী,
সাধ যায় তোরে হার করি গলে, সতত বুকেতে রাখি।

আঁখির মাঝারে আঁখিতারা করি, রাখি তোরে নিশিদিন,
বাঁশী করি তোরে অধরে বাজাই, গাই তোরে করি বীণ্!”
কুমারী-নিকুঞ্জে আসিয়া কনক, হেরিল অবাক্ প্রায়,
সহস্র কুমারী, দিয়ে করতালি, রঙ্গে হরি-গুণ গায়!
ঘন হরিধ্বনি! এ ধ্বনির কাছে বীণার সঙ্গীত হারে!
কোকিলের কণ্ঠে, শ্যামার অধরে, এ সুধা ঝরিতে নারে!
ভক্তি দেবী ওই বিহ্বলা বিবশা, আলু থালু এলোচুলে,
“হরি মোর জ্ঞান, হরি মোর ধ্যান” গাহে বসি তরুমূলে!
শান্তিদেবী ওই নির্ঝরের তীরে, করে লয়ে জপমালা,
ধীরে বলে “হরি”—সেই ছবি হেরি, মোহিল কনক বালা!
মাতিয়া উৎসবে, কুমারীরা সবে, “হরি হরি” বলি নাচে;
হরি নাম বিনা, আ মরি সাধনা! তিলেক রে নাই বাঁচে!
কুমারী নিকুঞ্জ! হেন সুধা-কুঞ্জ ভুবনে নাহি রে আর!
চারি ধারে মরি বীণার ঝঙ্কার, কলকণ্ঠ অপ্সরার!
চারি ধারে মরি রসালে রসালে কোকিলের কুহরণ;
চারি ধারে মরি ডাগর-নয়ন হরিণের ছুটাছুটি,
চারি ধারে মরি লাল নীল পীত কপোতের লুটাপুটি!
চারি ধারে মরি লাল নীল পীত ফুল্ল কুসুমের হাস,
নবীন বসন্ত, নবীন আনন্দ, ঘিরে আছে বার মাস!
“হরিনামামৃত” কল্পতরু দোলে! নেত্র মুদি তার তলে,
যা কর কামনা, নিমেষ না যেতে, অমনি তখন ফলে!
জানি গো কনক, পেয়েছিস্ মাতা যাঁর স্নেহে নাই ভুল,

ভাই, ভগ্নী, সখা সকলি শ্রীহরি ! এমন নাই রে আর !
আজন্ম কুমারী, পেয়েছিস্ পতি, বিশ্বপতি প্রেমাধার !
তবু মা সুধাই, দয়া মায়া ভুলি, কেমনে চলিয়া গেলি !
হায় অকাতরে শোকানল-কুণ্ডে সোনার সংসার ফেলি !
ঊষার আলোকে হেরি অন্ধকার, না হেরিয়া তোর মুখ !
অপরের স্বরে তোর কণ্ঠ ভাবি, দুরু দুরু কাঁপে বুক !
হাসি হাসি তোর কোথা মুখখানি ! কোথা সেই মৃদু স্বর ?
হায় মা কনক, কোথায় পালালি শ্মশান করিয়া ঘর !
পিতার দুলালি, মাতার দুলালি, সোদরার সদা প্রিয়া,
সোদরের প্রিয়, সবার অমিয়, বাঁচি মোরা কি গো নিয়া ?
দুটি দিন শুধু, রে কনক পাখী, সোনার পিঞ্জরে ছিলি,
গাই দুটি গান, বনের বিহগ, বন-পানে পলাইলি !
ক্ষণেক জ্বলিয়া, ক্ষণেক হাসিয়া, ওরে মোর মোম বাতি !
নিবে গেলি হায়, বল্ মা বল্ মা, কেমনে পোহাই রাতি ?
আহা মা কনক, চাঁদ-মুখে তোর ঝরিত রে জ্যোৎস্না-হাস ;
অকস্মাৎ হায়, কাল-রাহু আসি, করিল রে পূর্ণ গ্রাস !
বল্ রে কৃতান্ত, চিরকাল তোর, কেন এ কলঙ্ক হায় !
যারে সবে বাসে, সকলে সম্ভাষে, সেই আগে চলি যায় !

চাঁদ।

হে সুধাংশু, হেরি তব শোভা নিরুপম,
কি ভাব যে উথলে এ চিতে,
হায় গো বোবার সুখ-স্বপনের সম,
বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে !
সুনীল সাগরে তুমি সোণার কমল !
আনন্দ নির্ঝরে তুমি শোভার উৎপল !

তোমার সৌন্দর্য্য-গৃহে বসি, সুধাকর,
প্রাণ ভরি সুধা করি পান,
জ্বালা তৃষ্ণা দূরে যায়, জুড়ায় অন্তর,—
ভরি যায় দাব-দগ্ধ প্রাণ
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকায় !
হে কুহকি, কি কুহকে ভুলালে আমায় !

সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায় ?
শিখী-পুচ্ছে নাহি হেন রূপ !
সাধে কি হে স্বর্ণ-পদ্ম তোমারেই চায়,
শিশু-আঁখি-ভ্রমর লোলুপ ?
মার কোলে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া !
পিয়ে যাহু মনোসাধে, অমিয়া ছানিয়া !

কি আনন্দ! জলধির তরঙ্গ যেমন,
নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়,
চন্দ্র, তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন,
চিত্তে মোর হর্ষ উথলায়!
হে সুধাংশু, মম চিত্ত-বনরাজী-গায়,
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব্ব ভায়।

হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ,
কি বলিব? কি বলিব আমি?
আজি যেন হেরিতেছি—একি অপরূপ!
শতচন্দ্র! অখিলের স্বামী
শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া!

আহা কি মধুর রূপ! এই বেশে, হরি,
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে!
হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব সরি,
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে।
পাগল চকোর সম, উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি, ওরূপ-অমিয়া!

THE GARLAND OF ROSES

BY

D. N. SEN.

ANNIE BESANT.

O Lady ! Thou hast found the Vital Spark
Of Universal Spirit in thyself !
Embodied Love and Service ! earthly pelf
Thou spurnest, for ah, searching in the dark,
Oh Thou hast found the Treasure-trove !
Has rested on the Mount of Bliss ! The Elf Thy arks
Of Bright Thoughts, does attend thee ! What a help !
Oh how thou wingest Heavenward like a lark,
And singest hymns Divine ! Thy melody
Flows down like moonlight cool or gentle dew !
The warp and woof of thy sweet ministrelsy
Have wove a golden garb of rainbow-hue !
O psalmist, sing again ! What do I hear ?
Oh joy-drunk, love-drunk is my ravished ear !

MARIE CORELLI.

O Thou Ideal Preacher ! thou hast right
To teach, for, at the narrow Golden Gate,
Both day and night, at early hours, or late,
Oh ! thou didst knock with all thy might,
And radiant angles came, and did invite
Thee to the Feast ! Ah ! thy long-sought long-
loved Mate

Did welcome thee, where angels drank and ate !
The Lord gave thee a robe of purest white !
The Bridegroom has embraced thee,—Sun-kissed Morn
Is not so beauteous-bright as thou, O Bride !
As stars by side of moon, Oh by thy side,
Small glories fade ; Peace-sapphire doth adorn
Thy forehead bright ! That Lamp of Love in hand,
Oh ! how thou chasest darkness from the land !

THE IDEAL HINDU WIFE.

I will not, woman, praise thy wide, dark eyes,
That stretch far off to meet thy graceful ears,
Like full-blown lotus—flowers, where murm'ring lies
A swarm of jet-black thieves ! Our poet-seers
Have sung of eyes like thine. Nor without peers
Thy brow, thy lips, thy teeth. I must not prize
Thy face of gold-hue, that with full-moon vies ;
Thy snaky hair of black dyes, smile that cheers !
Such charms are but a nine days' wonder, toys
And trinkets frail of Fairy Beauty's show ;
Such rain-bow-tints, such seafoams come and go,
Like elves of dream-land dance and fly such joys !
But thou hast charms of mind and heart, so rare,
That thou art scarce of Earth, O Woman fair !

II.

So fain I sing thy gentle words, and looks,
That drop from thee like crystal dews of Heaven,
Or, glide in silence, like some wood-land-brooks,
And where they fall, the Earth with gold is paven,
Or, silver'd bright, as if the Moon or Seven
Stars' Group has smiled ! and lo ! The darkest nooks
Look bright ! All earthly thoughts (as ghosts and spooks
At dawn) do fly, like coward craven.
Yes, I will sing thy golden deeds of love
For birds and beasts and man and woman kind,
With olive branch of Peace, thou comest, dove,
And ush'rest halcyon—calm, and bidd'st us find
The haven—Ah, methinks, thy flood is o'er !
And thou hast found thy rest—His Feet, thy shore !

III.

Emblem of Love ! O Bodied Yoga sweet
Of selfless action ! Thou a sacrifice.
Unto thy God, and fellowman ; to greet
Thy God, thy self, (Fair Nature's rare device !)
Art flower, sweet myrrh, and incense that do rise
From golden censer, hanging by His Feet,
Within thy hearts' sanctuary (What meet
Temple of the Divine !) O priestess wise !

Yes Thou the *chandan-essence*, *sankha*-shell ;
Ah, thou the *camphor*-candle, burning bright
Yes, thou the *Arati*, the holy light ;
Ah, thou the *Hymn*, the beads, the silver bell
For thou art lost in Him—no longer thine,
O thou ideal woman ! Saint Divine !

FREDERICK SWARTZ.

[He was a celebrated Danish Missionary of Southern India.]

O saint thou in the Lord wert firm and strong,
And mighty in His power ! Thou knowest well !
"Without Him we are nothing but a bubble-swell !"
United with His spirit, like a Gong
Thou wert, small, tinkling, murm'ring bells among !
O Soldier ! thou didst wrestle 'gainst the spell
Of black, black magic vile, wrought in the cell
Of darkest demons ; though the war was long,
Oh thine the triumph grand ! for in the field,
O Hero, thou wert girt with Girdle Truth,
And Christian righteousness was, oh, forsooth,
Thy breast-plate bright, and Faith thy matchless shield !
Thy arms were Prayers : So, with laurels bright,
The Lord Himself doth crown thee—What a sight

MAHARAJAH SARFOJI.

[He was the most devout Rajah of Tanjore.]

O thou Ideal, saintly Hindu King !
A Modern Janak thou, or like the sage
Of old Imperial Rome, whose fame doth sing
In full-swell'd loud, loud praise, all Hist'ry's page,
Marcus Aurelius !—This iron age
Scarce shows a king like thee !—With eager wing,
Heaven-ward didst thou soar !—Thou within the ring
Of angels wert, despite thy mortal cage !
With angels, saints and sages, glorious hymns
Thou sangest, and with widows, orphans, wept ;
With soldiers thou didst fight. Ah, well, meseems,
By thee, the "trust of golden crown" was kept !
Thy statue, folded hands, and eyes declare :
Thy life was one sweet praise—yea, one sweet prayer !

THE IDEAL PHILANTHROPIST.

O Brother ! Thou art learned in all lore
Of Science ! High, majestic like a tower,
Yet simple as a child, unconscious of its power ;
Yea, royal as a child, the true gold of the store
Of whose rich heart is priceless,—baser ore
Of hearts, doth blush before it ! serpents cower
Before thee, King of Birds ! and to their bower
The jackals fly, when Lion, thou dost roar !

The sweet-smell'd champak-tree, bold, grand and high,
Doth stand and brave all tempests, storms and views
The Stars of Heaven, and yet, its gold, its dews
Of tears, its shade for weary passers-by,
Do all proclaim a royal heart !—It knows
No conscious pomp, yet glorious, how it glows !

THE IDEAL CHRISTIAN LADY.

O Bodied Golden Deeds ! Oft to the door
Of Want, with sunny rays of smiles and tears
Of Sympathy, like pendants of the ears
Of dewy Morn, thou goest ! Thou dost pour
Out, rubies, yea, all treasures from the store
Of thy rich heart ;—Hope, exile of long years,
Comes home with flowers, and flutt'ring-breasted fears
Leave poor men's roofs—Joy dawns for evermore !
Such are the charms of thy sweet presence bright.
Thy words of love, thy hymns draw Christ and God
E'en to the slums of darkest sins ! Thy might
Is unsurpassed, for Love is thy sweet rod.
A Queen with golden crown of Bliss art thou !
And Em'rald Purity is on thy brow !

RACHEL KATE.

[She is the daughter-in-law of my most esteemed friend Abraham Pandither Esqr. of Tanjore.]

E'en as a fruit-tree, fruits whereof are sweet
And mellow ; yea, e'en as a creeper rare,
Whose leaves are ever green, whose flowers are fair,
O daughter, planted in our midst, I greet
Thee with these verses !—It was proper, meet,
That nobler bard should sing thy praise. Thy hair,
Thy limbs are sweet, but Oh beyond compare
Thy Crimson Lotus Heart—Devotion's seat !
Thy feathers white, O, bird of Paradise,
Are Modesty and Grace ; thy wood-notes wild
Are Hymns ; the golden crown of peace, O child,
Thy tuft ; thy dance (Oh, ever-new surprise !)
Is rapt'rous, blissful trance of holy glee,
Of thy pure soul ;—of Christmas-Jubilee !

SWEET—PEAS.

I.

Oh sweet-peablossoms, sweet-peablossoms, lovely ye are all !
Your beauty is a blessedness,
And Oh ! its sacredness
Makes me a holy pilgrim to your fairy-haunted hall.

Like virtue or good deed,
It is a rich repast, on which the soul doth ever feed.

II.

Whether in light vermilion, or halcyon azure blue,
Your pure and artless beauty is
A fount of peace and bliss,
Which, like some chaste nun, scares all unclean,
wild thoughts from our view.
Like lays in antique story,
Or like some village-maiden, ye so simple,—yet a
glory !

THE HINDU IDEAL BRIDE.

I.

To paint thee, fair one, I have dipp'd my brush
In rainbow-hues of Fancy ! canvas white
Of purest, noblest thoughts, O Pure, O Bright,
O Chaste one, I've cull'd ! Yet so sweetly lush
Thy nectar'd form, pink lips, white smile, red blush,
That colours droop and fade, as fades the light
Of Eve in Full Moon's glory, as the thrush
Is hush'd while Cuckoo's song is at its height !
The good, the true, the beautiful, have blent
In thee, so strangely, sweetly, in one hue,
Ah balmy, yet so gorgeous ! To the view
A bubbling Fount of Beauty ! Art thou sent,

A Dream of Angels, bodied Blessing rare ?
Like Vernal First Morn, O beyond compare !

II.

I wish I were a bard like prophets old,
But Ignorance doth chain me like a Circe!*
O Glorious privilege, to rehearse,
Thy angel-worthy virtues !—Champion bold
Or stainless Knight I wish I were, O Gold !
O Sapphire bright midst tinsels ! Ah this curse
Afflicts me ! Oh in tropic summer-verse
To sing of thee, my tongue is cold, too cold !
O Bouquet of sweet flowers ! O Poem sweet !
O Kohinoor 'mong beads of pearls ! O Aid
To noble deeds ! O Inspiration meet !
Like crumpled rose, my verse doth droop and fade.
The Sea reflects the Sky : How can a stream,
Reflect it full ? I mirror but a beam !

THE IDEAL DAUGHTER.

[Sri Sakkarammal, is the youngest daughter of my worthy friend V. N. Narasimha Aiyengar Esq, Retired Palace Controller of Mysore].

I've thoght of luscious grapes o'er drooping vine ;
Of mellow mango ; Of Bakula-flower ;
Of Champak-blossoms ; of the superfine
Sweet sugar-canes ; and of winsome wine

* For the sake of rhyme, it should be pronounced as "Surs."

Of dates and palms ; but all forego their power
Before thy sweetness ;—(Ah delicious dower !—
Fair Nature's gift !)—O Sakkar, saccharine !
Sweet lustrous eyes, sweet face, sweet lovely smile,
O Sakkar ! didst thou bathe, one sweet May Morn,
'Mid sea-foams nectarine ? Hast thou been born
Like Lakshmi, in the deep, blue ocean-isle ?
O Vision fair, before my waking eyes,
Art thou a picture dropp'd from Paradise ?

LUXMI THE DIVINE MOTHER.

O Goddess, Thou didst give me all the joys
Of life ; enough of wealth and pelf and power ;
But I was joy-drunk ! and these tinsels, toys
Became my all in all !—I roved in bower
Of Luxury, O Luxmi, Queen and Flower
Of Paradise ! and Oh ! like begger-boys
Of streets, forgot the donor in the dower.
O wonder ! still my graceless act annoys
Thee not ! Thou Patience Incarnate, art still
Ah ever, ever kind ! Thy smile, Thy glance
Are still, ah ever ever sweet ! O Trance
Of full Bliss ! O Satiety ! O Fill !
Ev'n as the Mount bears blasts, and snow and rain,
O Mother kind, Thou never didst complain.